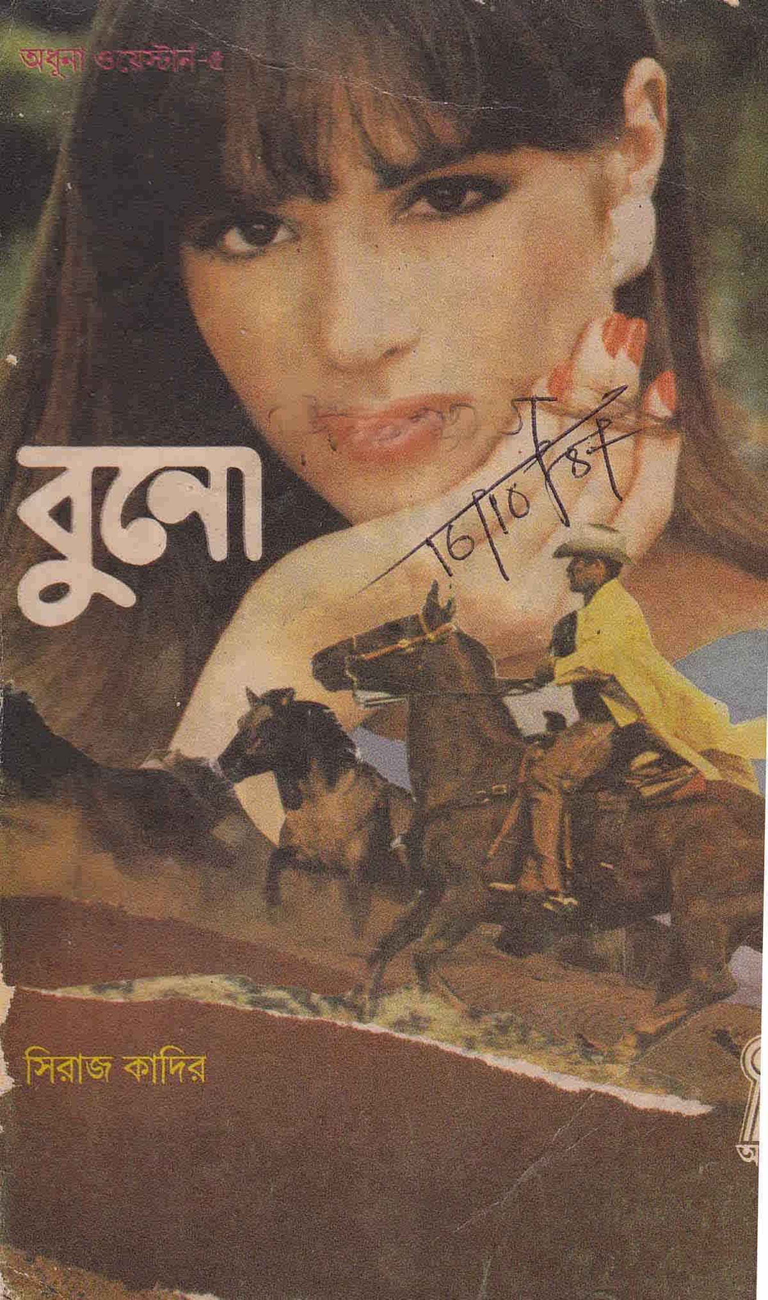


অধুনা ওয়েস্টার্ন-৫
বুনো
সিরাজ কাদির

কিশোর এ্যাডভেঞ্চার—

দুঃসাহসী পাঁচ গোয়েন্দা সিরিজ

ভয়াল ভয়ংকর/আলী ইমাম ১৫·০০
নীল শয়তান/আলী ইমাম ১৬·০০
কালো চিতা/আলী ইমাম (প্রকাশিতব্য)

উপন্যাস—

নীল ছবি/মহাশ্বেতা দেবী ১৪·০০

পৌরণিক কাহিনী—

হেলেন অব ট্রয়/হোমার/ফয়সল মোকাম্মেল (প্রকাশিতব্য)

প্রাপ্তবয়স্ক উপন্যাস—

মকরক্রান্তি/হেনরী মিলার/আবু কায়সার				১৭·০০
কর্কট ক্রান্তি/	ঐ	/	ঐ	২০·০০
সেক্সাস/	ঐ	/	ঐ	২০·০০
নেক্সাস/	ঐ	/	ঐ	১৮·০০

সোনালী শিখর/হ্যারল্ড রবিন্স/ফয়সাল ফারাবী ১৮·০০
কিশোরী প্রেম/হ্যারল্ড রবিন্স/জাবেদ ইকবাল সিদ্দিকী ১৮·০০
গুড বাই সিন্ডি/জাবেদ ইকবাল সিদ্দিকী (প্রকাশিতব্য)

অন্যান্য—

খ্যাতিমানদের গোপন প্রেম ১২·০০
চাইনিজ রান্না (রান্না শিক্ষা) ১২·০০
নৃশংস (বিশ্ববিখ্যাত খুনের কাহিনী)/আলী ইমাম

PRODUCT 16/10/84

১

কিং সেলুন। ছোট একটা গোল টেবিল ঘিরে বসে আছে ওরা কয়েকজন। দর্শকও রয়েছে কিছু। আশেপাশের ছড়ান ছিটান আরো তিন চারটে টেবিল থেকে আলাদা করা যায় না ওদেরকে। ওয়েস্টার্ন যে কোন সেলুনের অতি পরিচিত দৃশ্য এটা। ধুমসে পোকার চলছে সব ক'টা টেবিলেই।

হালকা মনে তাস পিটাচ্ছে ম্যাক এলিসন। গতকাল নববর্ষ গিয়েছে। সারা রাত মদ আর হৈ হুল্লোড়। এখনো নেশা কাটেনি। মাথা ভারী হয়ে আছে। এত বেশী মদ গেলার জন্যে গালি দিতে ইচ্ছে হচ্ছে নিজেকেই।

ওর বিপরীতে টেবিলের ওপাশে বসেছে একটা খনি শ্রমিক। হার্ডরক জেসাপ। চেহারায় এক বিঘত লম্বা দাড়িটাই প্রথম নজরে পড়ে। বেশীর ভাগ খেলায় সে'ই জিতেছে। না, শুধু সে নয়। ওর পাশে কুঁতকুঁতে চোখের লম্বামুখো জিমপি লুইস। তার ভাগ্যও খারাপ যাচ্ছে না।

বাকী সব শহরের লোক। নিউ ইয়ারের মজা করতে এসেছে। এবং সেই সাথে পকেট খালি করতে। এলিসনের মত হারছে

তারাও। অবশ্য গায়ে মাখছে না তেমন। দু'দশ ডলার হেরে চলে যাবে যে যার বাসায়। ঘুম দিয়ে পরদিন সকালে ভুলে যাবে সব।

ওদের মত মানসিকতা নিয়ে টেবিলে বসেনি এলিসন। জেতার জন্য বসেছে। দিনকাল খুব খারাপ যাচ্ছে ওর। পকেট কিছুটা ভারী করে নিতে আপত্তি কোথায়? এই মুহূর্তে হারছে ও। কিন্তু তা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নয়। জানে একবার সুযোগ মত ধরতে পারলে সুদে আসলে উঠিয়ে আনা যাবে। তাছাড়া তাসে ভাগ্য ওর বরাবরই ভাল।

ফড়ফড় করে তাস শাফল করল জিমপি। দক্ষ এবং দ্রুত হাতে বেটে দিল। এক এক করে তাস উঠিয়ে নিল এলিসন। কিংয়ের ট্রয়। জয় নিশ্চিত। অন্তত দশ হাত খেললে নয় বারই জেতার সম্ভাবনা। জেসাপের দিকে তাকাল ও। লোকটার ঠোঁটে বিদ্রূপ হাসি।

সিদ্ধান্তটা নেবার আগে জেসাপের দিকে আড়চোখে চাইল জিমপি। মাথা নেড়ে মৃদু সায় দিল জেসাপ। সিদ্ধান্তটা নিয়ে নিল জিমপি। আরো দশ ডলার বাড়িয়ে দিল বোর্ড।

ওর পাশের লোকটা তার তাসের উপর মৃদু টোকা দিল। মুখে অসহায় ভঙ্গি। 'নাহ, আমার জন্যে বোর্ড বড্ড বেশী হয়ে গেছে।' গ্লাসের তলানীটুকু গলায় ঢেলে উঠে দাঁড়াল ও। বেরিয়ে গেল সেলুন থেকে।

সিগারেটের ধোঁয়ায় ভারী হয়ে আছে সেলুনের বাতাস।

হুইস্কির গন্ধ। সংক্ষিপ্ত পোষাকে ওয়েট্রেসরা সার্ভ করতে ব্যস্ত। মৃদু গুঞ্জনের শব্দ।

বাইরে রাস্তার ওপাশে একজন ধর্মযাজক গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছে অনর্গল। নরকের আগুন এবং পাপীদের গন্তব্য তার বক্তব্যের মূল কথা। তীক্ষ্ণ গলায় সাবধান বাণী উচ্চারণ করছে জুয়াড়ী, মদ্যপ এবং বদলোকেদের উদ্দেশে। শেষ বিচারে তাদের কি দশা হবে সে সম্পর্কে ভয়াবহ সব বর্ণনা রয়েছে তার বক্তৃতায়। স্বভাবতই কিছু শ্রোতা জুটে গেছে তার।

হাতের কার্ডের উপর একবার দৃষ্টি বুলাল এলিসন। টেবিলে জমা দানের টাকার উপর সরিয়ে নিল দৃষ্টি।

ভালই জমেছে। খুশী হয়ে উঠল ওর মন। যাক এবার তাহলে ওর সময় এসেছে। এই দানেই বড়লোক হয়ে যাবে ও। সোজা ভেরা ক্রুজে চলে যাবে শীতটা কাটাতে। কিংবা টেম্পিকন...

পকেট থেকে শেষ দশটা ডলার বের করে টেবিলের উপর ছুঁড়ে মারল এলিসন। তাতে কি। এখনি উঠে আসবে সব।

'শো।'

ভুরু কুঁচকে জেসাপের দিকে চাইল জিমপি। জেসাপের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াল একটা সেলুন গার্ল। চুলের মধ্যে বিলি কাটতে কাটতে বলল, 'একটা ড্রিঙ্ক খাওয়াও আমাকে।'

'পরে,' জিমপির উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকাল সে, 'দেখি, তোমার হাতটা।'

একটু ইতস্তত করে হাতের তাসগুলো টেবিলে বিছিয়ে দিল জিমপি। 'দু'টো জোড়া। দুই আর আটের জোড়া।'

'পেলে না।' নিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল এলিসন। মুখে প্রসন্ন হাসি। এবার আর ঠেকায় কে? ধীর ভঙ্গিতে নামিয়ে দিল কার্ড। 'কিংয়ের ট্রিয়।'

মৃদু হাসল জেসাপ। 'ভাল, ভাল। কিন্তু......তবুও বোধহয় পেলে না।'

নিজের তাসগুলো নামিয়ে দিল সে। শান্ত ভঙ্গি। উত্তেজনার চিহ্ন মাত্র নেই চেহারায়। তিনটে বিবি, দুটো টেক্কা।

দাঁতে দাঁতে চেপে বসল এলিসনের। শালা হারামি। এবারও দান মারল। নাহ্, আজ ওর ভাগ্যটাই খারাপ।

'পেয়েছ।' স্বীকার করে নিল ও।

'ফতুর হয়ে গেছি। উঠি।'

চেয়ার ঠেলে উঠতে যাচ্ছে ও। এমন সময় জেসাপের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেলুন গার্ল'টা চেঁচিয়ে উঠল। 'আরে··· আরেকটা কুইন দেখছি।' ঝুঁকে পড়ে মেঝে থেকে তাসটা কুড়িয়ে নিল ও। 'তোমার জামার হাতা থেকে খসে পড়েছে।'

চেয়ারে বসে পড়ল এলিসন। ধাক্কা দিয়ে মেয়েটাকে সরিয়ে দিল জেসাপ।

'আরেকটা বিবি? বাহ্, চমৎকার।' মৃদু কিন্তু ভয়ংকর শোনাল এলিসনের গলা। কপালের শিরা দপ দপ করে লাফাচ্ছে ওর। এলিসনের গায়ের উপর ধাক্কা দিয়ে টেবিল উল্টে দিল জেসাপ।

এক লাফে উঠে দাঁড়াল সে। হোলস্টারে ঝুলান রিভলবারের উপর হাত গেল। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা।

কিন্তু গুলি করার সুযোগ পেল না সে। বিদ্যুৎ গতিতে উঠে এল এলিসনের হাত। ঝলসে উঠল একটা কোল্ট পয়েন্ট ফোর ফাইভ। বিস্ফোরণের শব্দ আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সেলুন।

প্রথম বুলেটটা জেসাপের ভুঁড়ি ছ্যাদা করে বেরিয়ে গেল। পরবর্তীটা ওর ডান চোখ কানা করে দিল। মাটিতে আছড়ে পড়ার আগেই মারা গেল লোকটা।

নীরবতা নেমে এসেছে সেলুনে। বন্ধ হয়ে গেছে কথাবার্তা। লাশটার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল সেলুন গার্ল'টা। বোকার মত তাকিয়ে আছে জিমপি।

'মার্শালকে ডাক।' কেউ একজন বলে উঠল।

লোকটার দিকে ফিরে তাকাল এলিসন। সাথে সাথে ভয়ে কেঁচো হয়ে গেল যেন বক্তা।

ঠিক তখনি দড়াম করে খুলে গেল সেলুনের দরজা। ভেতরে ঢুকল তিনজন লোক।

বুকে ব্যাজ দেখেই চেনা যায় ওদের একজন শহরের মার্শাল। হালকা পাতলা গড়ন। সরু মুখ। সোনালী চুল। চেহারায় ছেলেমানুষী ভাব। ডান উরুর উপর বাঁধা রয়েছে একটা রিভলবার। মুখে মৃদু হাসি। এই হাসিটা জনি রিঙ্গোর চেহারার একটা বৈশিষ্ট্য। কেউ কোনদিন হাসিমুখ ছাড়া দেখেনি ওকে।

ওর সাথের দু'জনের হাতেই শটগান।

একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে পুরো দৃশ্যটা দেখে নিল ওরা। তারপর এলিসনের দিকে এগোল। কি ঘটেছে এখানে তা আর কাউকে ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন নেই। মেঝের উপর পড়ে আছে একটা লাশ। এলিসনের হাতে রিভলবার।

'আবারো করলে, এলিসন?' নির্বিকার গলায় বলল রিঙ্গো।

'হারামী জোচ্চুরী করছিল, মার্শাল,' ঠাণ্ডা গলায় প্রতিবাদ জানাল এলিসন, 'প্রথম ওই বন্দুকে হাত দেয়।'

বিশেষ কোন ভাবান্তর ঘটল না রিঙ্গোর চেহারায়। 'আমার শহরে কোন রকম খুনাখুনি পছন্দ করি না আমি।'

শ্রাগ করল এলিসন। তা তো পছন্দ করবেই না। কিং সেলুনের মালিক তো সে-ই। তাছাড়া এলাকার বেশ্যা পল্লীগুলোও চালায়।

'ঝামেলা করতে চাই না আমি, মার্শাল। জেতা টাকাগুলো নিয়েই......'

রিঙ্গোর সাথের লোকদুটো কক করল শটগান। মাঝ পথেই থেমে গেল এলিসনের গলা।

'দুঃখিত,' নির্লিপ্ত গলায় কথা বলছে রিঙ্গো, 'টাকাগুলো বাজেয়াপ্ত করছি আমি। আদালতে রায় না হওয়া পর্যন্ত দিতে পারছি না তোমাকে।' কাঁধ ঝাঁকাল ও, 'শহরের নিয়ম।'

মার্শালের দিকে চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে এলিসন। ও জানে, এই টাকার কি হবে। সাবধানী ভঙ্গিতে এক পা পিছিয়ে

গেল ও। এখনও হাতে ধরা রয়েছে কোল্টটা। 'ঠিক আছে। এখানেই রায় হয়ে যাক। পুরো ঘটনার সাক্ষী আছে এরা দু'জন।' জিমপি আর সেলুন গার্লটার দিকে ফিরল ও। মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে আছে দু'জনেই।

'আর কিছু দরকার আছে, মার্শাল?'

একমুহূর্ত চুপ করে রইল রিঙ্গো। ওর সাথে সশস্ত্র দুই দুইজন রয়েছে, মোট তিনজন ওরা। তবুও এলিসনের সামনে ঠিক ভরসা পাচ্ছে না যেন। লোকটার দুর্নাম কে না জানে! চিন্তিত ভঙ্গিতে গালে হাত বুলাল সে। 'কত হেরেছ তুমি?'

'একশ হবে। কিছু কম বেশী হতে পারে।'

টেবিলের উপর কম করে হলেও সাড়ে তিনশ ডলার রয়েছে। মার্শালের দিকে তাকাল ও। একা তিনজনের সাথে পারবে না ও। দুজন পর্যন্ত পরোয়া করে না সে। কিন্তু তিনজন......

সরু হয়ে এল রিঙ্গোর চোখ দুটো। ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে সে। 'বোকামী কর না, এলিসন। আমার অফিসে একটা ওয়েলস ফারগো ওয়ান্টেড পোস্টার আছে। পুরস্কারও কম নয়। তবে কথা হল ওয়েলস ফারগোদের দেখতে পারি না আমি। সেজন্যেই এতদিন ওটা নিয়ে মাথা ঘামাইনি।'

'সব দিকেই নজর রাখ দেখি।' শুষ্ক গলায় বলল এলিসন।

'তোমার টাকা নিয়ে এই মুহূর্তে শহর থেকে কেটে পড় এলিসন,' ঠাণ্ডা গলায় বলল মার্শাল, 'তুমি থাকা মানেই ঝামেলা। এই শহরের ত্রিসীমানায় দেখতে চাইনা তোমাকে।'

কথাটায় চ্যালেঞ্জের সুর আছে। পছন্দ হল না এলিসনের। কিন্তু······যাকগে, শহর ছেড়ে চলে যেতেই চায় ও। এখানে পচে মরার ইচ্ছে নেই।

হোলস্টারে পুরে রাখল রিভলবার। টেবিলের উপর থেকে গুনে গুনে চারটা বিশ ডলারের নোট আর দুটো দশ ডলার তুলে নিল। মৃদু হাসল রিঙ্গো। 'রাগ পুষে রেখ না, এলিসন।' বারটেণ্ডারের দিকে ফিরল সে, 'ফ্র্যাঙ্ক, ওর জন্যে আজ ড্রিঙ্ক ফ্রি করে দিলাম।' বাকী টাকা তুলে নিয়ে পকেটে পুরে রাখল মার্শাল। মুখে পদ পদ একটা ভাব। 'লাশটা সরিয়ে ফেলার জন্যে একজনকে পাঠাচ্ছি।' চলে যাবার সময় সেলুন গার্ল'টার পাশে একটু দাঁড়াল সে। কানে কানে কি যেন বলল। এলিসনের দিকে তাকিয়ে হাসল মেয়েটা।

ওর দিকে মুখ করে ধীর সাবধানী পায়ে পিছু হটতে শুরু করল শটগানধারী লোকদুটো। ওরা চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল এলিসন। বার কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল ও। গ্লাসে রাম ঢেলে দিল বারটেণ্ডার। 'অল্পের উপর দিয়ে ছাড়া পেয়ে গেলে।' বিড়বিড় করে বলল সে।

প্রত্যুত্তরে ওকে ঠাণ্ডা চাহনী উপহার দিল এলিসন।

'মানে বলতে চাচ্ছি,' ঝটপট বলে উঠল বারটেণ্ডার, 'এত সহজে কাউকে ছেড়ে দেয় না রিঙ্গো। ছুতো পেলেই হল, ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের উপর।'

শ্রাগ করল এলিসন। কিছু না পাওয়ার চাইতে একশ ডলার

কম নয়।

চকচক করে গলায় ঢেলে দিল হুইস্কি। শূন্য গ্লাস বাড়িয়ে দিল সামনে। 'তোমার রুমের এক দিনের ভাড়া কত, ফ্র্যাঙ্ক?'

'কিছু না, কিছু না,' দ্রুত মাথা নাড়ল ফ্র্যাঙ্ক, 'শুনলেই তো কি বলল মার্শাল। তোমার জন্যে সব ফ্রি। অন্তত আজকে।'

এলিসনের সামনে বোতল রেখে বেরিয়ে গেল সে। দু' তিন জন লোক জেসাপের লাশটা সরিয়ে নেবার জন্যে এগিয়ে এল। ওদিকটা সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। একটা মেয়ে ভেজা কাপড় এনে মেঝের রক্ত ঘষে তুলতে লেগে গেল।

এমন সময় আরেকজন লোক এসে ভেতরে ঢুকল। পোষ্ট অফিসের ক্লার্ক। কম বয়সী, মুখে ব্রণ। লম্বা দেহ। ফ্র্যাঙ্ককে কি যেন বলল। বারের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল বারটেণ্ডার।

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল এলিসন। সামনের দেয়ালে টাঙ্গান একটা উলঙ্গ মেয়ের ছবি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ও। দৃষ্টি না সরিয়েই অনুভব করল পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ক্লার্কটা।

'তুমি কি মিঃ এলিসন?'

এইবার ফিরে তাকাল ও। উত্তর দেবার আগে একমুহূর্ত অপেক্ষা করল। 'কেন?'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাবার চেষ্টা করল ছেলেটা। 'এলিসনের নামে একটা চিঠি এসেছে। স্পেশাল ডেলিভারী।' পকেট থেকে খাম বের করে দেখাল সে। 'বেশ কয়েক জায়গা ঘুরে

এসেছে। প্রথমে এল পাসোতে পাঠান হয়েছে, সেখান থেকে ট্রসান……'

'আমিই এলিসন।' প্যাচাল শোনার ইচ্ছে নেই ওর।

একমুহূর্ত ইতস্তত করল ক্লার্ক। 'তুমিই যে এলিসন তার প্রমাণ?'

হোলস্টার থেকে কোল্ট পয়েন্ট ফোর ফাইভটা উঠিয়ে আনল ও। বুড়ো আঙুল দিয়ে কক করল হ্যামার। 'প্রমাণ পেলে?'

বড় করে ঢোক গিলল ক্লার্ক। বিবর্ণ হয়ে গেছে মুখ। কয়েক সেকেণ্ড কোন কথা খুঁজে পেল না সে। 'এখানে একটা সই করে দিন, মিঃ এলিসন।'

সই করে কাগজটা ফেরত দিল ও। কোনরকমে চিঠিটা দিতে পেরে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ছেলেটা। ঝটপট বেরিয়ে গেল সে।

প্রথমেই চিঠির প্রেরকের নাম দেখল এলিসন। রিমরক থেকে এইচ. সি. কালপিপার নামে কেউ একজন পাঠিয়েছে।

ভুরু কুঁচকে উঠল এলিসনের। কালপিপার নামে কাউকে সে চেনেনা। রিমরকে ও কখনোই থাকত না। অবাক কাণ্ড?

হুইস্কীর বোতলটা তুলে নিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল এলিসন। চিঠিটা পড়তে পড়তেই এগোল।

'জনাব এলিসন,

আপনাকে জানান যাচ্ছে যে, জেফরী ব্যানক পরলোক গমন করেছেন। উইল অনুসারে ওর গরুর র‍্যাঞ্চ 'ডায়মণ্ড বার' এর বর্তমান মালিক আপনি। আগামী পঁচিশে জানুয়ারীর মাঝে কাউন্টি কোর্টহাউজে র‍্যাঞ্চের স্বত্ব দাবী করুন। এই

সময়ের মাঝে আপনি দাবী জানাতে ব্যর্থ হলে নিলাম ডেকে উক্ত র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে দেয়া হবে।

এইচ' সি. কালপিপার,
অ্যাটর্নী।'

সিঁড়ির শেষ প্রান্তে থমকে দাঁড়াল এলি। পুরো একটা র‍্যাঞ্চের মালিক হয়ে গেছে ও? পুরো একটা র‍্যাঞ্চ? হায় যীশু, পৃথিবীতে কত অদ্ভুত ঘটনাইনা ঘটে। কিন্তু জেফরী ব্যানকটা আবার কে?

চিনতে খানিকটা দেরী হল। হবারই কথা। পাঁচ বছর আগের ঘটনা। তাছাড়া মনে রাখারাখিটা খুব একটা পছন্দ নয় ওর। সুখে থাকতে হলে ভুলে থাকতে হয়। বিষয়ী মানুষ এবং সুখী মানুষ। এই দুটি ধরণের মাঝে মূল পার্থক্য একটাই। বিষয়ী মানুষ অতীতকে উল্টিয়ে, পাল্টিয়ে, নিরীক্ষা করে ভবিষ্যতকে পরিকল্পনা মাফিক সাজায়। আর সুখী মানুষের কাছে বর্তমানটাই আসল। বাদ দাও অতীত। আস্তাকুঁড়ে ফেলো ভবিষ্যত। কি আসে যায় তাতে।

জেফরী ব্যানকের সাথে দেখা হয়েছিল ডেনভারে। লোকটা ওয়েলস ফার্গোর স্টেজ চালকের কাজ করত। একবার এক ডাকাত দলকে নিজের কোম্পানীরই মাল ডাকাতিতে সাহায্য করে। এবং ধরা পড়ে যায় শেষ পর্যন্ত। জেল হয়। মেয়াদ শেষে বেরিয়ে ঘটনাক্রমে দেখা হয়ে যায় এলির সাথে। পূর্ব পরিচয় ছিল ওদের। একবার ব্যানকের স্টেজ ডাকাতি করে

ছিল সে। সামান্যই পরিচয়।

কিন্তু ব্যানক তখন মরিয়া। পাই পয়সা নেই পকেটে। বেঁচে থাকার মত কোন অবলম্বনই নেই। পাঁচ হাজার ডলার ধার চেয়ে বসল স্বল্প পরিচয়ের বন্ধুর কাছে।

তা, এলির দিনকাল তখন ভালই কাটছিল। তাস খেলে উপার্জন করা টাকা। দিতে খুব একটা বাধল না। তবু, দেয়ার আগে জানতে চাইল, 'কি করবে এত টাকা দিয়ে?'

এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করল জেফরী। কি ভেবেছিল সেই জানে। আশ্চর্য এক চিলতে হাসি ফোটাল ঠোঁটের কোণায়। 'আমার জন্মদিনটা পালন করতে চাচ্ছি,' অদ্ভুত স্বর বেরোল লোকটার কণ্ঠ থেকে। 'বাড়ী ফিরে একটা ব্যাংক ডাকাতি, একজন মহিলাকে ধর্ষণ আর মাত্র একটি লোককে খুন করব।'

এলিসন গুরুত্বই দিলনা ওকে। টাকাটা দিয়ে দিল। পাঁচ বছর আগের ঘটনা ওটা। এরপর কোথায় যে হারাল লোকটা? ও অবশ্য খোঁজ নেয়নি।

ভাবছে এলি। দিনকাল ভাল যাচ্ছে না। একশ ডলার সম্বল। এ টাকায় ট্যামপিকো যাওয়া যাবে না। পঁচিশ তারিখের ভেতর ইচ্ছা করলে রিমিরকে পৌছান যায়। অবশ্য শীতকালে উত্তর দিকে যাওয়ার কোন ইচ্ছাই ওর ছিল না। কিন্তু উপায় কি? ব্যাংক লুট নয়তো স্টেজ ডাকাতি—টাকা জোগাড়ের জন্য দুটোর একটা বেছে নিতে হচ্ছে। এরচেয়ে কি ভাল হয় না বিনা কষ্টে, সৎ উপায়ে কিছু জোগাড় করে নেয়া? ব্যাংকের

র‍্যাঞ্চ থেকে যা পাওয়া যায় তাইত লাভ। ক্ষতি নেই এক কৌটাও।

নিজের রুমে ঢুকল এলি। ঢুকেই, সোজা দেরাজের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যাত্রার প্রস্তুতি নেবে। গুছাতে হবে কাপড় চোপড়গুলো। খুব বেশী কিছু নেই অবশ্য গোছানোর। সামান্য জিনিসপত্র নিয়েই ভ্রমণে অভ্যস্ত এলি।

একটা ড্রয়ার খুলতে গিয়ে হঠাৎ যেন চকিতের জন্য আয়নায় একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল। চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল। হাতে কখন যে অস্ত্র উঠে এসেছে, স্বয়ং খোদাও বোধহয় জানেন না।

পুরো নগ্ন একটা মেয়ে বসে আছে ওর বিছানায়। এলির আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা দেখে আঁতকে উঠল। 'ওরেব্বাবা!' জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল মেয়েটা। 'আমার ওপর লাফিয়ে পড়বে নাকি?'

'উঁহু।' হঠাৎ লাফ দিয়ে ওঠা হৃদপিণ্ডটা আবারো জায়গামত বসে গেছে এলির। 'তোমাদের অস্ত্রগুলো আমারটার চেয়ে বহুগুণ ভয়ংকর। এবং মুশকিল হল, ওগুলো শুধু তোমরাই ব্যবহার করতে জান।'

হাসল মেয়েটা। জেসাপের চুলে আঙুল চালানো সেই লালচুলো। এলি প্রথমেই চিনতে পেরেছে। ওর কথা শেষ হতেই মেয়েটা বলল, রিংগো পাঠিয়ে দিল আমাকে।'

'আচ্ছা, এই ব্যাপার! মার্শাল ব্যাটাত দেখা যাচ্ছে সত্যিই

অতিথিপরায়ণ।
কোল্টটা দেরাজে রেখে দিল এলি। মুখে মৃদু হাসি। মেয়েটা পায়ে-কাঁপন-লাগানো সুরে বলে উঠল, 'আহ্! কি বিচ্ছিরি শীত। ঠাণ্ডায় জমে গেলাম!'
প্যান্টটা খুলে ফেলল এলি। রিমরকে যাত্রাটা সুখপ্রদ হবেনা মোটেই। সত্যিই, বড় ভয়ানক শীত পড়েছে এবার।

২

দুজন অশ্বারোহী। প্রচণ্ড শীতে কাবু হয়ে পড়েছে দুজনই। সরু, বিপজ্জনক ট্রেইল ধরে ক্যানিয়নের প্রান্তরে বেরিয়ে এল। সামনের ঢালু রাস্তাটা প্রশস্ত। এতক্ষণ ধরে চলা ট্রেইলের মত সঙ্কীর্ণ নয়। বয়স্ক লোকটা ঘোড়া থামাল। চারপাশে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনল একবার।
'এক ঘন্টা হয়ে গেল ওকে চোখে চোখে রাখছি, কিড।' বুড়োটা বলল। শরীরটা ওর হাড়ের কাঠামো ছাড়া কিছুই নয়। ওপরে পাতলা একটা চামড়া যেন কোন রকমে লটকে আছে। মুখেরও একই দশা। চোয়ালের হাড় বেরিয়ে আছে প্রকট ভাবে। চোখ দেখে মনে হল, ধৈর্যের বাধ যেন খানিকটা

ভেঙে পড়েছে। 'বিশ্রাম নেয়া যাক আপাতত।'
কিড মাথা ঝাঁকাল। কিন্তু এমনভাবে ঝাঁকাল যে, কিছুই বোঝা গেলনা—সম্মতি না অসম্মতি। অন্যজনের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট সে। অন্ততঃ বিশ বছরের ফারাক। পুরো অবয়বে বালক-সুলভ সারল্য ফুটে আছে। ব্যতিক্রম শুধু চোখ দুটো। ক'টা রঙের চোখ। অভিজ্ঞ দৃষ্টি। কঠিন চাহনি। ভয় জাগানো। গায়ে হুল ফোটান বাতাস বইছে। অথচ কিডের পরনে সামান্য একটা জ্যাকেট। এতই ছোট যে, কোমরের গানবেল্টে ঝুলতে থাকা কোল্ট পয়েন্ট ফোর ফাইভটাকেও আড়াল করতে পারেনি।
আর্দ্র বাতাস শনশন শব্দে আঘাত করছে ক্যানিয়ন ঘিরে থাকা পাহাড়ের গায়ে। বয়স্ক লোকটা নাক টানল বিশ্রী শব্দে। শার্টের হাতা দিয়ে মুছে নিল শ্লেষ্মা। সর্দি লেগে গেছে এই এক ঘন্টার ঠাণ্ডাতেই। ভাল্লাগছে না আর। সমস্ত হাড়গুলি যেন শীতে জমে গেছে। ব্যাথায় কাহিল অবস্থা। বিরক্তির শেষ সীমায় পৌঁছতে বাকী নেই খুব একটা। কাজটা শিগগীরই সারতে চায় ও। শিগগীরই। যত তাড়াতাড়ি ততই মঙ্গল।
আধমাইল সামনে নীচু ছাদের একটা বাড়ী। ট্রেইলের প্রান্তটাকে শেষ করে দিয়েছে বাড়ীটা। ইংরেজী টি অক্ষরের আকার তৈরী হয়েছে জায়গাটাতে। পাশেই খোয়াড়। ফাঁকা। বাড়ীটা কিন্তু ফাঁকা নয়। আকাশমুখো চিমনী দিয়ে, ওইত

ধোঁয়া বেরোতে দেখা যাচ্ছে।
'জুরাডো হাউজে ওর জন্য অপেক্ষা করব আমরা।' বুড়ো বলল। 'ওখানে যাবেই ও ব্যাটা, হলপ করে বলতে পারি। এদিকে এলে সবাই যায়।'
কিড মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। 'এই ঠাণ্ডায় জমে অপেক্ষা করব কেন?' বলে, মুখটা অবিকৃত রেখে শুধু ঠোঁট দুটো বাঁকিয়ে হাসল। 'এবার কিন্তু আমার পালা, হাঙ্ক।'
শেষ কথাটা বলার সময় গলার স্বর উচু করল কিড। প্রশ্নবোধক দৃষ্টি। আসলে সে শুনতে চায় এ ব্যাপারে হাঙ্কের কোন আপত্তি আছে কিনা। যেন ব্যাপারটা ওর অনুমতি সাপেক্ষ। হাঙ্ক বেস্টারকে এটুকু সম্মান না জানিয়ে পারে না কিড। হ্যাঁ, এই হাড়সর্বস্ব লোকটাকেও শ্রদ্ধা করে চলতে হয় কিডের মত শক্ত সমর্থ যুবককে। বেস্টারকে ভালই চেনে ও। ওকলাহোমা গেরিলাদের সাথে মিলে একসময় কয়েকটা অপারেশন চালিয়েছে হাঙ্ক। অবশ্য তখন ওর নাম ছিল ভিন্ন। লোক সেই একই। দু কোমরে দুই পিস্তল ঝোলান হাঙ্ককে হালকাভাবে নেয়া মানে নিজেরই বিপদ ডেকে আনা। এই জন্যেই পশ্চিমে একটা কথা বেশ চালু, চেহারা দেখেই কারো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলো না। ঠকতে হয় তাতে। হাঙ্ক ওর কথার কোন উত্তর দিল না। বিড়বিড় করে কি যেন বকছে। গ্লাভসের উপর দিয়েই হাত দুটো ঘষছে। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে চাইছে আঙুলগুলো।

'বিচারকের গুষ্টি কিলাই। শালা আইন দেখাতে দেখাতে পাগল করে ফেলল।' রাগে গর গর করে উঠল হাঙ্ক। 'পারতাম যদি, আহ! কবেই ডায়মণ্ড বারটা কজায় এনে ফেলতাম।'
বলতে বলতেই চেইনাট মেয়ারটা ছুটিয়ে দিল। কিডও অনুসরণ করল সাথে সাথেই। ওর ঘোড়া সাংঘাতিক তৎপর। অনেক সময় প্রভুর নির্দেশ ছাড়াও কর্তব্য বুঝতে পারে। পাঁচ মিনিট পর জুরাডো হাউজের সামনে ঘোড়া থামাল ওরা। প্রথমে নামল হাঙ্ক। ঠাণ্ডা, শক্ত মাটিতে পা ফেলল। চারদিকে একবার সাবধানী দৃষ্টি বুলিয়ে আনল।
'ঘোড়া দুটো সেডের তলায় নিয়ে যাও।' কিডকে নির্দেশ দিল। 'আমি ভেতরে যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি এসো। ড্রিঙ্ক রেডী রাখব।'
দরজার সামনে এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল হাঙ্ক। ইস্, কি ভয়ঙ্কর অবস্থায় পৌঁছে গেছে ও। ঘোড়া ছোটানয় এতটা বোঝেনি। কিন্তু এখন বিশ্রাম নেয়ার আগের মুহূর্তে টের পেল, বয়স হয়েছে ওর। আগের মত এই শরীরটা আর ধকল সইতে পারেনা। 'শালার জজ,' কণ্ঠে যেন বিষ মিশিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে কথাকটা উচ্চারণ করল সে। 'এমন আবহাওয়া সহ্য করার মত বয়স আর নেই।'
তবু, কেন সে কাজটা করছে তা ভালই জানা আছে তার। সফল হলে মোটা অঙ্কের বোনাস মিলবে। প্রচুর টাকা। সে

টাকায় হয়তোবা একটা র‍্যাঞ্চও কেনা যেতে পারে।
ওক কাঠের মোটা দরজাটা খুলে ফেলল হাঙ্ক। ফাঁকা ঘর। দরজার গায়েই হেলান দিল সে। চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু। অবসন্ন দেহটা মওকা পেয়ে এলিয়ে পড়েছে। ফ্রেস্কো ব্যাটা গেল কোথায়? ও ত নিশ্চই দেখতে পেয়েছে হাঙ্কদের। ওর দৃষ্টি এড়িয়ে কারো পক্ষেই এখানে পৌঁছানো সম্ভব নয়।
গলার স্বর উচু করে হাঙ্ক ডাকল, 'ফ্রেস্কো, গেলে কোথায়? খদ্দের এসেছে তোমার।'
ওর কথা ফুরাবার আগেই বারের পেছন দিককার দরজা খোলার কাচ ক্যাচ শব্দ হল। ঘরে ঢুকল মেক্সিকান এক মহিলা। যৌবন অনেকদিন আগেই পেরিয়ে এসেছে। হাঙ্কের দিকে একবার তাকিয়েই সে একই পথে উধাও হল। এর দু'এক মিনিট পর ফ্রেস্কোর দেখা মিলল। হাঙ্ক ততক্ষণে এগিয়ে এসে বার কাউন্টারে কনুই ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে।
ফ্রেস্কো বলল, 'আচ্ছা তুমি?' খদ্দেরকে চিনতে পেরে মুখে হাসি ফোটাল। 'এমন সময় কেউ আসবে ভাবিনি।' কাউন্টারের নীচ থেকে একটা হুইস্কীর বোতল বের করে উপরে রাখল। পেছনের তাক থেকে গ্লাস নামল। গ্লাসটাতে হুইস্কী ঢেলে এগিয়ে দিল হাঙ্কের দিকে।
'রিমরকের অবস্থা কেমন?'
ফ্রেস্কোর প্রশ্নে বিব্রত বোধ করল সে। 'আগের মতই। কঠিন।' এটা হচ্ছে ওর বাঁধা বুলি। সাধারণ লোকেরা কৌতু-

হলী হলে ঠিক এই কথাটাই বলে। একটা শব্দেরও হের ফের হয় না। আলাপ করার কোন মুডও নেই আজ হাঙ্কের। ফ্রেস্কো কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারল না। সামাজিকতা রক্ষার জন্যই সে আলাপ চালিয়ে যেতে উৎসুক। 'আমি শুনলাম ডায়মণ্ড বারের নতুন আরেকজন মালিক নাকি আছে? দু'এক দিনের মাঝে পৌঁছে যাবে।'
হাঙ্কের ঠাণ্ডা দৃষ্টি থামিয়ে দিল ওকে। 'অনেক বেশী শুনে ফেলেছ তুমি, ফ্রেস্কো।' কুয়োর ভেতর থেকে কথা বলছে যেন হাঙ্ক, এমনই গম্ভীর স্বর। 'যা শুনেছ, শুনেছ। একটা কথাও যেন পেট থেকে না বেরোয়। স্রেফ হজম করে ফেলো এক্ষুণি।'
ফ্রেস্কো ব্যাপারটা সহজ করার জন্য বলল, 'আমিত সিরিয়াসলি কিছু বলিনি। শুধু আলাপ করার.........'
কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘরে ঢুকল কিড। লাথি মেরে বন্ধ করে দিল দরজাটা। ফ্রেস্কো মনে মনে সাবধান করে দিল নিজেকে। কিডের চেহারাতেই অশুভ সংকেত।
'এসো, কিড। ড্রিঙ্ক করে খানিকটা চাঙ্গা হয়ে নাও।' ফ্রেস্কোর দিকে ফিরে হ্যাঙ্ক এরপর বলল, 'তোমার এই রদ্দিমার্কা হুইস্কী খেতেই শুধু আসিনি। একঘণ্টার মাঝে আরেকজন খদ্দের আসবে। ওর জন্য অপেক্ষা করব আমরা। চলো, কিড, পেছনের রুমটাতে গিয়ে বসি।
ফ্রেস্কো আপত্তি জানাল, 'দেখ, এমনিতে আইনের ঝামেলাতে আছি। বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করনা তোমরা।'

হাঙ্করা এ কথার জবাব দেয়া প্রয়োজন মনে করল না। হুইস্কীর বোতল আর গ্লাস নিয়ে পা বাড়াল। ভেতরে ঢোকার আগে ফিড মুখ ফেরাল। দয়া করে বলল, 'বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা।'

৩

জঙ্গলের আড়াল থেকে একটা ধুসর শেয়াল বেরিয়ে এল। হঠাৎ করেই থমকে দাঁড়াল ওটা। চোখে সজাগ দৃষ্টি। কান দুটো খাড়া। দৃষ্টি সামনে। একজন অশ্বারোহী নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে। একমুহূর্ত সেদিকে চেয়ে থেকে তড়িৎ বেগে জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ওটা। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ট্রেইলের বাঁকে এসে থেমে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল এলি-সন। সামনে সামান্য ঝুঁকে এসেছে ও। চোখ সরু করে দেখছে। পরীক্ষা করে দেখছে ট্রেইল।

ইংরেজী 'এস' আকৃতি নিয়ে ঢাল বেয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে রাস্তা। অবাধে দৃষ্টি চলে। দূরে একটা ক্যানিয়ন। এই প্রথম জুরাড়ো হাউজের চিমনীর ধোঁয়া নজরে পড়ল

ওর। অলস ভঙ্গিতে এঁকেবেঁকে উপরে উঠে যাচ্ছে নীল ধোঁয়া।

'যাক,' আপন মনেই বিড়বিড় করল এলিসন। যেন ঘোড়াটার সাথে আলাপ করছে। 'দুজ:নরই পেটে কিছু দানাপানি জুটবে এবার।' খুশী মনে রোয়ানটার কান আঁচড়ে দিল। অবশ্য ও জানে ট্রেইলের পার্শ্ববর্তী এসব জায়গায় খাবারের হাল। অখাদ্যই বলা চলে। হুইস্কিও সেরকম জঘন্য। কিন্তু এই মুহূর্তে খাবার কিংবা হুইস্কির কথা চিন্তা করছে না ও। ঘরের ভেতরটা অন্তত গরম হবে। ঠাণ্ডায় জমে যাবার দশা ওর। ফায়ার প্লেসের আগুন পোয়াতে মন্দ হবে না।

অস্থিরভাবে মাথা নাড়ল রোয়ানটা। মৃদু গলায় ডাক ছাড়ল। হু হু বাতাস। যেন চাবুক মেরে যায়। কনকনে ঠাণ্ডায় নাকের ডগা অবশ হয়ে গেছে। গায়ে ভারী কোট। তবুও মনে হচ্ছে কেউ যেন গায়ে পানি ঢেলে দিয়েছে। কিছুতেই গরম হচ্ছে না শরীর।

শালার শীত, মনে মনে গালি দিল এলিসন।

আজ সকাল থেকেই একটানা পথ চলছে ও। ক্যানিয়নের এই বাড়িটাই প্রথম জনবসতির চিহ্ন। পথে আর কোন লোকালয় দেখেনি।

ঘাড় ফিরিয়ে পেছনের ট্রেইলের দিকে তাকাল ও। এক মিনিট, দুই মিনিট করে কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। তারপরেই দেখা গেল লোকটাকে। দূরে একটা পাহাড়ের চূড়া পার হল

অশ্বারোহী। এতদূর থেকে একটা ছোট্ট বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। কিন্তু চিনতে ভুল করল না এলিসন।

'কিছুতেই পিছ ছাড়ছে না।' বিরক্ত গলায় বিড়বিড় করল ও। স্যাডেল ব্যাগে রাখা উইনচেষ্টারের বাটে হাত চলে গেল ওর। কিন্তু না। নিজেকে সংযত করল। হয়ত শহর থেকেই ওকে অনুসরণ করে আসছে ব্যাটা। কিম্বা সাধারণ কোন পথিক। এই ট্রেইল ধরেই আসছে। কাকতালীয় ব্যাপার? হতে পারে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত।

শীতল একটা হাসি ফুটে উঠল এলিসনের ঠোঁটে। সামনের বাড়িটার জানালা থেকে একবার ভালো করে দেখতে হবে চেহারা।

অস্থির ভঙ্গিতে বরফে পা ঠুকল ঘোড়াটা। পেটে খোঁচা মেরে ওটাকে চলাতে শুরু করল এলিসন। ঢাল বেয়ে নেমে আসছে ও। নজরে পড়ল উত্তর থেকে আরেকটা ট্রেইল এসে মিশেছে এটার সাথে।

ট্রেইল নয়। ট্রেইলের উপর ঘোড়ার লাদি ওর নজর কাড়ল। তাজা লাদি। তারমানে ওর এখানে পৌঁছানর মাত্র কিছুক্ষণ আগে আরো একজন একই দিকে গিয়েছে। কিম্বা একজন নয়, কয়েকজন। কে জানে?

আরেকটু এগতেই উত্তরটা জেনে গেল এলিসন। এখানে নতুন বরফ পড়েছে। এখনো জমাট বাঁধার সময় পায় নি। বরফের উপর স্পষ্ট ঘোড়ার খুরের ছাপ। দু'টো ঘোড়া পাশা-

পাশি এগিয়ে গিয়েছে সামনের বাড়িটার দিকে।

আরেকটা ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছে না ও। ছাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে প্রায় ঘন্টাখানেক আগে উত্তর থেকে এসে সামনের বাড়িটার দিকেই গেছে লোকদু'টো। কিন্তু বাড়ির সামনের হিচরেইলে কোন ঘোড়া বাঁধা নেই।

হালকা পায়ে স্যাডেল থেকে নেমে এল এলিসন। হিচরেইলে বাঁধল রোয়ানটা। সাবধানী পায়ে দরজার দিকে এগল।

কাউন্টারের উপরটা একটা কাপড় দিয়ে ঘষছে ফ্রেসকো স্মিথ। এমন সময় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল এলিসন। আপনা থেকেই থেমে গেল ফ্রেসকোর হাত। মাথা না উঁচু করেই লক্ষ্য করছে আগন্তুককে।

নির্বিকার চেহারায় লম্বা পায়ে স্টোভের পাশে এসে দাঁড়াল লোকটা। আগুনের আঁচে হাত সেঁকছে। রক্তবর্ণ দেখাচ্ছে চেহারা। কোন দিকেই যেন নজর নেই। একটু ধাতস্থ হয়ে গায়ের কোট খুলল সে। প্রথমেই এলিসনের দুই উরুতে বাঁধা রিভলবার দু'টোর উপর নজর গেল ফ্রেসকোর।

হায় ঈশ্বর! মনে মনে আঁতকে উঠল সে, এও দেখছি আরেক বন্দুকবাজ। প্রভুই জানেন কি নরক কাণ্ড বাধবে আজ।

বারের দিকে এবার পা বাড়াল এলিসন। শিকারী চোখদু'টো ফ্রেসকোর মুখের উপর যেন সেঁটে বসেছে। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

'বিশ্রী আবহাওয়া। বিশেষ করে একা একা ড্রিঙ্ক করার জন্যে। এসো একসাথে গলা ভেজান যাক।'

যন্ত্রচালিতের মত দু'টো গ্লাস এনে কাউন্টারের উপর রাখল ফ্রেসকো। লক্ষ্য করল এলিসন মৃদু কাঁপছে লোকটার হাত। আড় চোখে একবার ওর দিকে তাকাল।

কাছ থেকে আগন্তুককে বিশাল দেখাচ্ছে। লোকটার চেহারা যেন কার কথা মনে করিয়ে দেয়। স্মৃতি হাতড়াতে শুরু করল ও।

হ্যাঁ, চিনতে পেরেছে। এলিসন।

নিজের অজান্তেই পর্দা টাঙান ঘরের দিকে দৃষ্টি গেল ফ্রেসকোর। শক্ত হয়ে উঠেছে ওর শরীর। ঈশ্বর! রক্ষা কর। হ্যাঙ্ক আর কিড কতদূর কি করতে পারবে কে জানে। এই লোকের তুলনায় ওরা দুধের শিশু। বোকাগুলো জানে না কার বিরুদ্ধে লাগতে যাচ্ছে। জানলে নিশ্চই এই এলাকা ছেড়ে পালাত।

'কর্ণ হুইস্কি,' গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বলল ফ্রেসকো, 'আমার দোকানের সেরা মদ। খেয়েই দেখ।' গলার স্বর যথা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে সে, 'চিয়ার্স।' ঢকঢক করে গলায় ঢালল। একটু বেশীই পড়ে গেল। বিষম খেয়ে উঠল। 'শরীরের সব ক্লান্তি দূর করে দিবে।'

ফ্রেসকোর প্রতিটা ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করছে এলিসন। পেছনের পর্দা টাঙান ঘরের দিকে ওর আড় চাহনী ও নজর এড়াল না। এর অর্থ জানা হয়ে গেছে ওর কাছে। অথচ চেহারায় কোন কিছুই প্রকাশ পেল না। দৃষ্টি বারটেণ্ডারের পেটের উপর।

ফ্রেসকোকে আগেও কোথাও দেখেছে ও। ঠিক মনে করতে পারছে না। মনে মনেই শ্রাগ করল এলিসন। চুলোয় যাক ওটা। কত লোককেই তো দেখেছে। এতজনকে মনে রাখা স্বয়ং বিধাতার পক্ষেও সম্ভব নয়।

বোতল তুলে ফ্রেসকোর শূন্য গ্লাস ভরে দিল ও। 'চালিয়ে যাও।' নরম গলায় বলল সে, 'বিল আমিই দেব।' আসল কথা অপেক্ষা করছে ও। প্রথম চাল ওরাই দিক। মাত করবে এলিসন। এটাই ওর স্বভাব।

'আর নয়। অনেক হয়েছে।' দ্রুত মাথা নাড়ল ফ্রেসকো। 'তা কোন দিকে যাচ্ছ? দক্ষিণে?' হঠাৎ করেই প্রশ্নটা করে বসল সে।

কাঁধ ঝাঁকাল এলিসন। 'সেদিকেই যাওয়া উচিত। অন্তত এরকম বিশ্রী আবহাওয়া নেই ওদিকে।' ডান পা থেকে বাম পায়ে ভর দিল সে। গ্লাস তুলে নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াল। একই সাথে পর্দা টাঙান ঘরটার দিকে একবার দৃষ্টি বুলাল। 'রিমরকে যাচ্ছি আমি। আগে কখনও যাইনি।' একটু থামল সে। ফ্রেসকোর দিকে সামান্য মাথা হেলিয়ে তাকাল। 'তা রাস্তা কেমন? রাতের আগে পৌঁছাতে পারব?'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল ফ্রেসকো। 'উড়ে যেতে পারলে সম্ভব।' সত্যি কথাটাই জানাল ও। জানে কোনদিনই রিমরকে যেয়ে পৌঁছাতে পারবে না এলিসন···...পারলেও অক্ষত অবস্থায় তো নয়ই। 'প্রায় বিশ মাইলের পথ। বাজে ট্রেইল।

সাবধানে যেতে হয়।'

সময় গুনছে এলিসন। অধৈর্য না হয়ে অপেক্ষা করছে। কখন ওকে অনুসরণকারী অশ্বারোহী হাজির হবে। যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে, আন্দাজ করল ও। নতুন একটা চিন্তা দেখা দিল ওর মাথায়। পর্দার পেছনের লোকগুলো কার জন্যে ওত পেতে আছে? ওর জন্যে নাকি পেছনের লোকটার জন্যে?

'ভাড়া খাটতে যাচ্ছ?' উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল ফ্রেসকো, 'পিচফর্ক না ডায়মণ্ড বার র‍্যাঞ্চে?'

'ও সব কাজ অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি।' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল এলিসন। মৃদু এক চিলতে হাসি ফুটে উঠেছে ওর ঠোঁটে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। শীতের বিকেল। দ্রুত অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। একটু পরেই রাত নামবে। নামুক, তাড়াহুড়ো নেই ওর। জীবনে এরকম অপেক্ষা আরো করেছে ও। আজকেও নাহয় একটু দেরীই হবে।

এবার নতুন আগন্তুককে নজরে পড়ল ওর। ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে আসছে। ক্লান্ত চেহারা। হ্যাটটা সামনের দিকে টেনে নামান। জ্যাকেটের কলার উঁচু করে তোলা। হিম বাতাস থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। কিন্তু লোকটার গড়ন বেশ হালকা পাতলা। মোটেও রুগ্ন বলে মনে হচ্ছে না। পশ্চিমে এ ধরণের লোক বিরল।

তবে ঘোড়াটা চমৎকার। প্রশংসার দৃষ্টিতে জরিপ করল এলি। তাছাড়া দশাসই একটা চেষ্টনাট। গায়ের রঙ বাদামী। চকচকে চামড়ার নীচে যেন ঝিলিক মারছে মাংসপেশী। এতটা পথ এসেও মোটেও ক্লান্ত হয়নি।

বরফের উপর ঘোড়াটার ভারী পায়ের শব্দ ঘরের ভেতর থেকেও শোনা যাচ্ছে। জানান দিচ্ছে ওদের আগমন।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় টের পাইয়ে দিল এলিকে। এখনই বিপদ আসবে। আপনা থেকেই হোলস্টারের উপর হাত চলে এসেছে ওর। ঠিক তখনি সরে গেল পর্দা।

হোঁচট খেতে খেতে বেরিয়ে এল হাঙ্ক বেন্টার। হাতে একটা আধ খাওয়া হুইস্কির বোতল। ফ্রেসকোর দিকে তাকিয়ে ভারী গলায় বলে উঠল, 'ফ্রেসকো, আরো কাঠ লাগবে। নিভে যাচ্ছে ফায়ার প্লেসের আগুন।'

লোকটা মিথ্যে বলছে চেহারা দেখেই বুঝে ফেলল এলিসন। বাইরে সিঁড়িতে নতুন আগন্তুকের জুতোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বার থেকে একটু পেছনে সরে এল সে। সম্পূর্ণ তৈরী। বিদ্যুৎ বেগে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল হাঙ্কের জামার কলার। ঝটকায় টেনে আনল কাছে। একই সাথে হাতে উঠে এসেছে রিভলবার।

'বারের পেছনে দাঁড়াও,' রিভলবার নেড়ে আদেশ করল ফ্রেসকোকে, 'সাবধান। হাত কাউন্টারের উপরে রাখবে। কোন চালাকী নয়।'

'আরে ব্যাপারটা কি……' কিছু একটা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল হাঙ্ক। কানের পেছনে নলের ঠাণ্ডা স্পর্শ পেয়ে চুপ মেরে গেল। এক চুল নড়ছে না ও। স্থ' চোখে নগ্ন আতঙ্ক।

'আস্তে, বন্ধু, আস্তে,' ভয়ংকর ভঙ্গিতে বলল এলি, 'টু শব্দটি করলেই………'

কথা বলল না হাঙ্ক।

ফ্রেসকোর দিকে চাইল এলিসন। লোকটা উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে বারবার পেছনের পর্দা টাঙান ঘরের দিকে চাইছে।

এমন সময় খুলে গেল দরজা। ভেতরে এসে দাঁড়াল নতুন আগন্তুক। পা দিয়েই টেনে বন্ধ করে দিল কপাট। এই ঠাণ্ডায় যা করা উচিত একজনের তাই করল সে। স্টোভের দিকে পা বাড়াল। কিন্তু এদিকে নজরে পড়তেই থমকে দাঁড়াল।

হ্যাটের নীচ থেকে লোকটার বাদামী গোঁফ দেখা যাচ্ছে। যথা সম্ভব চেহারা দেখার চেষ্টা করল এলি। পরিচিত কেউ নয়। এক ঝটকায় হাঙ্ককে দূরে ঠেলে দিল ও। কোটের ভেতরে হাত ঢুকিয়েছে আগন্তুক।

ঠিক তখনি পর্দার পেছন থেকে গুলিটা হল। সুযোগ বুঝে গুলি ছুঁড়েছে কিড। কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলতে হবে ওর। একই সময়ে সামনে পা বাড়িয়েছিল ফ্রেসকো। তার গায়ে বিঁধেছে বুলেটটা। টলে উঠে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। মুখ দিয়ে বিশ্রী গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরচ্ছে।

পর্দা লক্ষ্য করে পরপর তিনবার ট্রিগার টিপল এলিসন। এক

সেকেণ্ড সময় নষ্ট হল কাজটায়। ওপাশে মেঝেতে ভারী একটা কিছু আছড়ে পড়ার শব্দ হল।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ও। হোলস্টারে হাত দিয়েছে হাঙ্ক। তলপেটে লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। কিন্তু ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে ওর সিক্স শুটার। লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলি ছাদে আঘাত হানল।

দ্বিতীয়বার ট্রিগার টেপার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল হাঙ্ক। গলার হাড় ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে গেছে এলির বুলেট। মৃদু ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল দেহটা। গলা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরচ্ছে।

এবার আগন্তুকের দিকে ঘুরল এলিসন রিভলবারের নল লোকটার মাঝ শরীর বরাবর ধরা। বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে আগন্তুক। হাতে একটা ছোট্ট পিস্তল।

'তুমিও লাগতে চাও?' এলির ক্ষ্যাপাটে গলায় চ্যালেঞ্জের সুর। চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে লোকটা। দ্রুত এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল।

'অস্ত্র ফেলে দাও।'

আদেশ পালন করল সে। এলিসনের দিকে পা দিয়ে ঠেলে দিল পিস্তলটা।

চট করে ওটা উঠিয়ে নিল এলি। পেছনের পর্দার দিকে চাইল। কোন সাড়া শব্দ নেই ওপাশ থেকে। নিশ্চিন্ত হল ও। মড়া

কোনদিনও নড়াচড়া করতে পারে না।

বেল্টে গুঁজে রাখল পিস্তলটা। হাস্ক বেস্টারের লাশ ডিঙিয়ে ফ্রেসকোর কাছে গেল। এখনো বেঁচে আছে বারটেণ্ডার। পেছনের পর্দা সরাতেই কিডের উপর দৃষ্টি গেল। চিত হয়ে শুয়ে আছে। মুখে একটা অবজ্ঞার হাসি। এখনো হাতে রিভলবার ধরা। লোকটা মারা গেছে। গলার পাশে স্পর্শ করে পালস দেখল এলি, নেই।

সোজা হয়ে দাঁড়াল ও। ফিরে এল ঘরে। ধীর পায়ে আগন্তুকের সামনে এসে দাঁড়াল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। অস্বস্তি বোধ করছে লোকটা। মুখ ফিরিয়ে নিল।

'সকাল থেকে আমাকে অনুসরণ করছ তুমি,' খেঁকিয়ে উঠল এলি, 'কেন?'

ভয় পেয়েছে লোকটা। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজানর ব্যর্থ চেষ্টা করছে। আশ্চর্য! লাল টুকটুকে মেয়েলী ঠোঁট। 'আ-আমি তোমাকে অনুসরণ করিনি,' ফ্যাঁস ফ্যাঁসে গলায় বলল সে। 'এই পথে আসছিলাম......'

ভুরু কুঁচকে উঠল এলিসনের। 'তাই?' পুরোপুরি বিশ্বাস করল না উত্তরটা। হোলস্টারে গুঁজে রাখল রিভলবার। লোকটার সাথে আর কোন লুকান অস্ত্র আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। কোমর থেকে শুরু করল কাজটা।

ঝট করে পিছিয়ে গেল অগান্তুক। তীক্ষ্ম গলায় চেঁচিয়ে উঠল,

'আরে......'

'নড় না!' গর্জে উঠল এলি। ধীরে ধীরে উঠে আসছে ওর হাত। জ্যাকেটের নীচে হাত যেতেই চমকে উঠল ও। আচ্ছা এই ব্যাপার!

এক পা পিছিয়ে গেল আগন্তুক। রাগে, অপমানে লাল হয়ে উঠেছে মুখ। 'বদমাইশ......!'

মুচকি হাসল এলিসন। 'বাহ্! আমি জানব কিভাবে......' এখনো ওর আঙুলে নরম স্তনের ছোঁয়া। এ তাহলে একটা মেয়ে, পুরুষ নয়। ঠোঁট দেখেই সন্দেহ করা উচিত ছিল। গলার স্বরও মেয়েলি। কিন্তু গোঁফটা আসল কিভাবে?

মেয়েটার মাথার হ্যাট উঠিয়ে নিল এলিসন। একরাশ সোনালী চুল ঘাড় বেয়ে কাঁধে লুটিয়ে পড়ল। এখন বিসদৃশ লাগছে নাকের নীচের গোঁফটা।

গোঁফের কোনা ধরে টান দিল এলি। টর টর করে উঠে এল নকল গোঁফ।

ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল মেয়েটার চেহারা।

৪

বন্ধ দরজার দিকে কয়েকপা পিছিয়ে গেল মেয়েটা। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'কাজটা করা তোমার ঠিক হয়নি, জিম। আগেইত বলেছি।'

এলির মাথায় চিন্তার ঢেউ বয়ে গেল মুহূর্তে। মেয়েটার আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে, ওকে চিনতে পেরেছে। অথচ তেমন সম্ভাবনাই নেই। মেয়েটা কি অভিনয় করছে নাকি? ঠোঁট-দুটো পরস্পরের সাথে জোর করে সাঁটা, বাদামী চোখ জোড়াতে যেন আগুন জ্বলে উঠেছে। মেয়েটার বয়স হবে পঁচিশের কাছাকাছি। এলি অনুমান করল, কিছুতেই এর বেশী নয়।

'বলেছ! কি বলেছ?'

এলির প্রশ্নে বিব্রত হয়ে পড়ল মেয়েটা। অন্য উত্তর আশা করেছিল-ও।

'তুমি নিজেই সেটা ভাল জান।' দ্বিধা থাকলেও লোকটার ওপর সন্দেহটা ঘুচেনি ওর। এলির দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল ফ্রেস্কোর দিকে। বারের এককোণায় পড়ে থাকা লোকটা

এখন অনেক কষ্টে টেনে উঠাচ্ছে নিজের দেহটা। পর্দার আড়াল থেকে স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছে ফ্রেস্কোর স্ত্রী। মেক্সিকান মহিলা, তবে আশিভাগই ইণ্ডিয়ান রক্ত। বাকীটা স্প্যানিশ। মুখ দেখে বয়স আন্দাজ করা যায়না। তিরিশও হতে পারে আবার ষাটও হতে পারে।

ফ্রেস্কো স্ত্রীর দিকে তাকাল। 'জিনা.........'

ও এগোতে চাইল ওদিকে। পারল না। মাঝ রাস্তায়ই পড়ে গেল মেঝেতে। মহিলাটা দৌড়ে গেল। স্বামীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদতে শুরু করল। হৃদয় উজাড় করা আর্তি জাগান বিলাপ। ফ্রেস্কোকে কিন্তু সে ছোঁয়ওনি।

'হায় যীশু!' একটু আগের ছদ্মবেশী মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠল। এলির দিকে ফিরে বলল, 'ওরা সবাই মারা গেছে!'

'সবাই নয়, দুজন। আমার ধারণা, ফ্রেস্কো মরবে না। গুলী করিনি ওকে।'

'তুমি কে?'

'এলিসন।' পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তোমার?'

'এলিসন?' ভুরু কুঁচকে অবাক হওয়ার ভঙ্গি করল মেয়েটা। যেন নাম শুনে বিভ্রান্ত হয়েছে।

'আমার নাম লরা।' ও বলল। তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সরাসরি এলির চোখে চোখ রাখল। 'তুমি তাহলে এল পাসোর জিম ব্রানিগান নও!'

মেয়েটা যদি অভিনয় করে থাকে তাহলে বুঝতে হবে, অনেক

উচু' দরের অভিনেত্রী সে। প্রতিটি কথা, প্রতিটি আচরণ, অবাক হওয়ার ভঙ্গি এতটাই নিখুঁত যে, এলি নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। প্রশ্নের জবাবে কাঁধ ঝাকাল সে, 'ও নামের কাউকে চিনিও না।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল লরা। মাথা ঝাঁকিয়ে চুলগুলো ছড়িয়ে দিল পিঠের উপর। জ্যাকেটটা খুলে ফেলল। জ্যাকেটের নীচে উলের শার্ট। পুরুষদের পোষাক। বুকের ওখানটায় ফুলে আছে উচু' হয়ে। দৃষ্টি আটকে গেল এলির। ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে ওর চোখে চাইল মেয়েটা। লোভী পুরুষদের নজর সে ভালই চেনে। লোকটাকে অবশ্য অতটা নোংরা মনে হচ্ছে না লরার। বেশ একটা মুগ্ধ দৃষ্টি। তবু চোখের কাঠিন্য বিন্দুমাত্র কমল না। বেশী লাই দিতে নেই। শেষে মাথায় চড়বে।

'ছদ্মবেশ কেন?'

'তাড়া ছিল আমার। মেয়ে হিসাবে রওনা দিলে অনেক ঝামেলায় পড়তে হত, তাই।' চুলার কাছে গিয়ে বসল লরা। পিঠটা গরম করছে।

ফ্রেস্কোর বউয়েরও অবস্থা খারাপ। কাঁদতে কাঁদতে এলিয়ে পড়েছে ও। এলিসন এগিয়ে গিয়ে মহিলাকে তুলল মেঝে থেকে। 'কিছু ব্যাণ্ডেজ থাকলে নিয়ে এস,' এলিসন, নির্দেশ দিল মহিলাকে। 'আর একটা কম্বল। ওর মাথার নীচে দেয়ার জন্য।'

মুখ তুলে তাকাল সে এলির দিকে। ভেবেছিল, ওর স্বামী

মারা গেছে ইতিমধ্যে। ওকে আশ্বস্ত করল এলি, 'ফ্রেস্কো মরেনি এখনো। তবে, তুমি যদি এভাবে কাঁদতে থাক আমাকে সাহায্য না করে, তাহলে শিগগীরই মরবে।'

মহিলাটা ভেতরের বেডরুমের দিকে পা বাড়ল। এলি লরাকে বলল, 'আমাকে সাহায্য করত।'

উপুড় হয়ে থাকা ফ্রেস্কোর দেহটা সোজা করল সে। কণ্ঠার হাড়ের ঠিক নীচ দিয়ে বুলেট ঢুকেছে। ফ্রেস্কোর শার্ট আর গেঞ্জি খুলে ফেলল এলি।

চোখ খুলে তাকাল লোকটা। গোঙাচ্ছে ব্যাথায়।

'ওরা······ওরা···ওই হাঙ্ক বেস্টার আর কিড······ওদেরকে···'

'ওসব পরে শুনব। এখন চুপ করত।' ল্যাসি বাধা দিল ওকে। ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে জিনা কম্বল আর ব্যাণ্ডেজ নিয়ে। এলি কম্বলটা নিয়ে কয়েক ভাঁজ করে ফ্রেস্কোর মাথার নীচে রাখল।

'এক বোতল হুইস্কী, পরিস্কার একটুকরা কাপড় আর স্পঞ্জ নিয়ে এস,' লরাকে নির্দেশ দিল এলি। 'রক্ত মোছার আগে এক ঢোক হুইস্কী খেতে দিও ওকে।' ফ্রেস্কোকে দেখিয়ে বলল সে। লরার পছন্দ হচ্ছেনা ব্যাপারটা। হুকুম তামিল করতে অভ্যস্ত নয় সে। 'ওকেই করতে বল না······' জিনাকে দেখিয়ে বলল, 'স্ত্রী হিসাবে ওরইত দায়িত্ব।'

'না, তুমিই করবে কাজটা।' মৃদু হেসে বলল এলিসন, 'আমার সাথে সাথে তোমাকেও ব্যস্ত রাখতে চাই এখানে।'

লরা বুঝল, এই মুহূর্তে এলিকে উপেক্ষা করতে পারবে না ও।

নির্দেশ মত কাজ করা শুরু করল। ক্ষতের উপর স্পঞ্জ লাগা-তেই আর্তনাদ করে উঠল ফ্রেস্কো। অসহ্য ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। দাঁতে দাঁত চেপে আছে।

কিচেনের তাক থেকে একটা খুন্তি উঠিয়ে আনল এলিসন। চুলার ঢাকনা খুলে খুন্তিটা ঢুকিয়ে দিল। লরা তাকাল ওর দিকে, 'কি ব্যাপার ?'

এলিসন জবাব দিল না। এগিয়ে গিয়ে ফ্রেস্কোর কোমর থেকে বেল্টটা খুলে ফেলল। দুভাঁজ করল ওটা। ফ্রেস্কোর মুখে ভরে দিল এরপর। 'কামড়ে ধরে থাক। ব্যথা পাবে খুব।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল লোকটা। চুলা থেকে গরম খুন্তিটা তুলে আনল এলিসন। লরাকে বলল, 'শক্ত করে ওর হাতদুটো চেপে ধর।'

চোখ তুলে তাকাল মেয়েটা। চোখে ভয়। খেঁকিয়ে উঠল এলিসন, 'যা বলছি কর। তাড়াতাড়ি।'

খুন্তির সামনের প্রান্তটা উত্তাপে লালাভ হয়ে গেছে। লরা ফ্রেস্কোর হাত দুটো চেপে ধরার পর এলি দেরী করল না। ক্ষতস্থানে চেপে ধরল গরম খুন্তিটা।

বেল্টের উপর চেপে বসল ফ্রেস্কোর দু'পাটি দাঁত। আহত পশুর মত গুঙিয়ে উঠল লোকটা। অসহ্য ব্যাথায় মুচড়ে গেল দেহ। পাঁচ সেকেণ্ড পরই জ্ঞান হারাল ফ্রেস্কো।

অনেক কষ্টে বমি আটকাল লরা। ক্ষতস্থান ঝলসে দেয়ার রীতি সে জানলেও আগে কখনো সামনা-সামনি দেখেনি ব্যাপারটা।

পোড়া মাংসের গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা মারতেই নাড়ীভুড়ি উল্টে আসতে চাইল ওর।

এলিসন বলল, 'ঠিক আছে। এবার ব্যাণ্ডেজ কর।'

লরার চোখ দুটোতে এখনও আতঙ্ক ভর করে আছে। 'এটা বর্বরতা। ইস্, কি নিষ্ঠুর!'

এলি নিস্পৃহ গলায় বলল, 'নইলে ও বাঁচত না। জীবন রক্ষার জন্য খানিকটা নিষ্ঠুর হতে দোষ কি ?'

ব্যাণ্ডেজ করল লরা। শেষ হলে এলিসন অচেতন দেহটা তুলে নিল কাঁধে। পা বাড়াল ভেতর দিকের বেডরুমে। বিছানায় শুইয়ে দিল। জিনা কম্বলটা নিয়ে আসার পর ফ্রেস্কোর দেহটা ঢেকে দিল ওটা দিয়ে।

'তোমরা দুজনই থাক শুধু ?'

ইংরেজী খুব একটা বলতে না পারলেও বুঝতে অসুবিধা হয়না জিনার। এলিসনের প্রশ্নের জবাবে বলল, 'আমার বোন···স্বামী·· ···ঐ ক্যানিয়নের নীচে।'

'ওরা তোমাকে সাহায্য করবে ?'

জিনা মাথা নাড়ল—করবে।

'আমি অন্য দুজনকে দেখছি। তুমি ওদের কাছে যাও।'

এর চেয়ে বেশী আর কিছু করার নেই এলির।

বাইরের রুমে ফিরে আসতেই দেখল লরা বেরিয়ে যাচ্ছে।

'দাঁড়াও।' চেঁচিয়ে উঠল সে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লরা। ফিরে তাকাল। চোখে বিস্ময়।

'ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রাখতে যাচ্ছি। ওটাকে ঠাণ্ডায় মেরে ফেলব নাকি?'

এলি কিছুই না বলে লরার পিছু পিছু বেরিয়ে এল। ওর নিজের রোয়ানটাও বাইরে। ওটাকে বাঁধানমুক্ত করে আস্তাবলের দিকে পা বাড়াল। কিন্তু প্রথমে সে ঢুকল না ভেতরে। লরাকে পথ ছেড়ে দিল আগে ঢোকার জন্য। পেছনে সে।

আস্তাবলে হাঙ্ক আর কিডের ঘোড়া দুটো নিশ্চিন্তমনে খড় চিবাচ্ছে। পিঠ থেকে স্যাডেল গুলো নামায়নি ওরা। বেশীক্ষণ এখানে থাকার ইচ্ছা ছিল না বোধহয়।

ব্রাণ্ডগুলো পরীক্ষা করল এলি। পিচফর্ক। নামটা অপরিচিত। তবে ক্রেস্কোর প্রশ্নটা মনে পড়ল ওর সাথে সাথেই। ও রিমরকে যাবে শুনে লোকটা জিজ্ঞেস করেছিল, কোন র‍্যাঞ্চে যোগ দেবে সে। ডায়মণ্ড বার না পিচফর্ক।

লরা ওর ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডেলটা নামিয়ে আনল। অন্ধকার হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। স্যাডেলের কার্পেট ব্যাগ থেকে বেড রোলটা বের করতে করতে, এলির দিকে কটাক্ষ হেসে লরা বলল, 'রাতটা বোধহয় এখানেই কাটাতে হবে আমাদেরকে।'

৫

হাঙ্ক বেস্টার আর কিডের লাশদুটো বের করে আনল এলি। আস্তাবলের সামনে রেখে দিল। ওদের জন্য কবর খোঁড়ার কোন ইচ্ছে নেই। ঠাণ্ডায় মাটি জমে পাথরের মত হয়ে গেছে। তাছাড়া ওকেই খুন করতে আসা লোকদের প্রতি মমতাও অনুভব করছে না।

নিজের বেডরোলটা স্যাডেল থেকে খুলে নিয়ে ঘরে ঢুকল এলি। চুলার পাশে বিছানা পেতেছে লরা। বারের উপর একটা বাতি টিম টিম করে জ্বলছে। বাইরে নিকষ কাল অন্ধকার।

চুল আচড়াচ্ছে লরা। বেশ লম্বাই চুলগুলি। এলিকে ঢুকতে দেখে চোখ তুলে তাকাল। 'পেছনে আর কোন রুম নেই।' ক্রেস্কোর ভেতরের রুমের দিকে আঙুল তুলে বলল মেয়েটা, 'মনে হচ্ছে এই মেঝের উপরই রাতটা কাটাতে হবে আমাদেরকে।'

এলিসনের তাতে কিছু যায় আসেনা। এরচে' অনেক খারাপ পরিবেশ, আরো বাজে সঙ্গীর সাথেও ঘুমিয়েছে।

'কোথায় যাবে তুমি ?'

উত্তরে হাসল লরা। মধুর হাসি। 'রিমরক।'

অবাক হলনা এলি। 'আমিও সেদিকেই।' বলে পা বাড়াল ভেতরের দিকে। ফ্রেস্কোর অবস্থা আগের মতই। ওর বউ নেই। কোথাও গেছে বোধহয়।

ফিরেএল বাররুমে। 'জিনা কোথায় ?'

লরা এখনো চুলই আচড়াচ্ছে। 'ওর বোনের ওখানে গেছে। ফিরে আসবে শিগগীরই।'

বেডরোলটা খুলে বারের পাশে বিছাল এলি। তারপর সামনের দরজাটা খুলে বাইরে তাকাল। জমাট বাঁধা অন্ধকার। আর প্রচণ্ড শীত।

দরজাটা বন্ধ করে লরার দিকে ঘুরল।

'রিমরকে যাওয়ার রাস্তাটা চেন ?'

লরা মাথা নাড়ল—চেনেনা। 'দুই বছর হয়ে গেল এদিকে আসিনি। কিছুদিন আগে শুনলাম আমার স্বামী মারা গেছে আমার জন্য একটা র‍্যাঞ্চ রেখে।'

বারের গায়ে হেলান দিয়ে এলিসন মনোযোগ সহকারে শুনছে। মজাদার ব্যাপারত ? 'মনে হচ্ছে, আমাদের দুজনে-রই হঠাৎ ভাগ্য খুলে গেছে।' স্বাভাবিক ভঙ্গীতে বলল সে, 'আমিও রিমরক যাচ্ছি একই উদ্দেশে।'

লরার দৃষ্টিতে কৌতুকের ছটা। 'তোমারও স্বামী মরেছে নাকি ?'

এলির পছন্দ হলনা কৌতুকটা। ভারী গলায় বলল, 'স্বামী না বন্ধু। মরার আগে র‍্যাঞ্চটা দিয়ে গেছে আমাকে—ডায়মণ্ড বার।'

লরার চোখ দুটো বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল। ঢোক গিলল একটা। 'মিথ্যে কথা। ডায়মণ্ড বারের মালিক আমি।'

এলিসনের ঠোঁটের কোণায় বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠল, 'কি ?'

কঠিন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল লরা। 'জেফরী ব্যানক আমার স্বামী। দুই বছর আগে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে আমাদের। আইনগত আমিই ওর উত্তরাধিকারী—এটা প্রমাণ করতে পারব আমি।'

শ্রাগ করল এলিসন। তর্ক করার মত ইচ্ছাশক্তি অবশিষ্ট নেই। সাংঘাতিক ক্লান্ত। মেয়েটা যে মিথ্যা কথা বলছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ব্যানক মেয়েটার চেয়ে দ্বিগুন বয়সী হবে। তবু বলা যায়না, শেষ বয়সেও ব্যাটার যদি ভীমরতি ধরে থাকে ?

'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার ?'

'না ?' ঘোরপ্যাচ না করে সরাসরি বলে ফেলল এলিসন। চুলার আগুন কমে আসছে। উঠে গিয়ে কিছু কাঠ ঢুকিয়ে দিল ওটাতে।

লরা রাগীচোখে তাকাল ওর দিকে। 'তুমিই যে মিথ্যা কথা বলছো না তা কিভাবে বুঝব ? তোমাকে র‍্যাঞ্চ দিয়ে যাবে কেন ব্যানক ?'

'পাঁচ হাজার ডলার ধার দিয়েছিলাম ওকে।' এলিসন শান্ত কণ্ঠেই বলল, 'ও জেল থেকে বের হওয়ার ঠিক পরপরই।'

'জেল?' অবাক হল মেয়েটা। 'জেফরী বলেনিত কখনো।'

অতিতিক্ত একটা কম্বল পেঁচিয়ে বালিশ বানল লরা। 'র‍্যাঞ্চটা আমারই থাকবে। তবে তোমার পাওনা তোমাকে মিটিয়ে দেব।'

হাঁটু মুড়ে বসে মেয়েটা বিছানা ঠিক করতে লাগল। ওর পেছন দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে এলিসন। লরার দেহের বাঁধুনি চমৎকার। লোভ জাগায়।

লরা হঠাৎ ঘুরল। চোখাচখি হল দুজনের। 'কি ব্যাপার? কি দেখছ?' নিস্পৃহ গলায় বলল মেয়েটা।

'দেখছি না ভাবছি।' এলিসন খানিকটা মজার গলায় বলল, 'গোঁফসহ তোমাকে ভাবতে ভারী অদ্ভুত লাগছে।'

'ভ্রাম্যমান একটা নাট্যদলের সাথে অনেকদিন ছিলাম।' লরা বলল, 'এখনো আমার সাথে সব সময় একটা মেকাপ বক্স থাকে। বালকদের ভূমিকায় অভিনয় করেছি অনেকদিন।'

হাসল এলিসন। 'মেয়ে হিসাবেই ভাল মানায় তোমাকে।'

চুল্লীর উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত রুমটাতে। এমনিতেই অবশ্য শীত কেটে গেছে এলিসনের। বারের পেছনে ফ্রেস্কোর মদের স্টক খুঁজতে লাগল সে। এক বোতল ব্রাণ্ডী জুটল ভাগ্যে। দুটো গ্লাস তুলে নিল।

গ্লাসে ব্রাণ্ডী ঢেলে একটা এগিয়ে দিল লরার দিকে।

'চিয়ারস্।'

চুমুক দিল মেয়েটা। ওর চোখ দুটো এখন আগের চেয়ে উজ্জ্বল।

'র‍্যাঞ্চ চালাতে গেলে কারো একজনের সাহায্য লাগবে আমার।' এলিসনের দিকে তাকাল ও। প্রতিক্রিয়া আশা করেছিল। নিরাশ হল। 'ঠিক আছে। আধা আধির মালিক হব আমরা। তোমারও লাভ, আমারও ক্ষতি হলনা।'

নিঃশ্বাসের তালে তালে উঠানামা করতে থাকা লরার স্তনের দিকে তাকিয়ে আছে এলিসন। 'প্রস্তাবটা ভেবে দেখব।'

নিজের গ্লাসের ব্রাণ্ডী শেষ করল সে। লরা তাকিয়ে আছে। ওর চোখে সম্মোহনী দৃষ্টি।

মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেল এলিসন। জড়িয়ে ধরল ওকে। বাধা দিচ্ছে লরা। কিন্তু, ওর পুরো চেষ্টাটাই কৃত্রিম।

'এলিসন।' ফিসফিসিয়ে বলল ও, 'না......'

আর কিছু বলতে পারল না লরা। ওর ঠোঁট দুটো চেপে ধরেছে এলিসনের দু'ঠোঁট।

ময়লাপড়ে ঝাপসা হয়ে যাওয়া জানলার কাঁচ বেয়ে সকালের রোদ ঘরে ঢুকতে চাইছে, এমন সময় ঘুম ভাঙল এলিসনের। হাত বাড়িয়ে লরাকে খুঁজল। নেই। ঠাণ্ডা মেঝেটা ফাঁকা,

ভয়ংকর রকম খালি।
উঠে বসল সে। চুলের ভেতর আঙুল চালাল। তাহলে, চলে গেছে লরা।
বোকামীর জন্য নিজেকে গাল দিল। বুট পরে বেরিয়ে এল বাইরে। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া বাড়ি মারল চোখেমুখে। হোলস্টারের অস্ত্রটা হাতে নিয়ে দৌড়াল সে আস্তাবলের দিকে।
অস্ত্রটার অবশ্য দরকার ছিল না।
লরার ঘোড়া নেই। এবং ওর রোয়ানটাও উধাও।
হাঙ্ক আর কিডের লাশদুটো যেভাবে রেখেছিল সেভাবেই পড়ে আছে। ওদের ঘোড়াগুলো আছে। পিঠে স্যাডেল নিয়ে ঝিমাচ্ছে একপাশে।
ঘরে ফিরে এল এলিসন। বার পেরিয়ে বেডরুমে ঢুকল। জিনা বসে আছে। পাশে কমবয়সী আরেকটা মেয়ে। হালকা পাতলা গড়নের। ফ্রেস্কো ঘুমাচ্ছে।
'ওই মেয়েটা,' এলিসন রাগীস্বরে জানতে চাইল, 'কখন গেছে ও?'
জিনা ওর বোনের দিকে তাকাল। ছোটবোনটা ইংরেজী বলে ভাল।
'গতকাল মাঝরাতের একটু পরই। যাওয়ার সময় বলল তোমাকে বিরক্ত করতে চায়না।'
তা ত চাইবেই না। এলিসন ভাল করেই জানে সেটা। ওর

আগেই রিমরকে পৌঁছতে চায় মেয়েটা। হয়ত ওর কাহিনীটা সত্যি। জেফরী বিয়ে করেছিল ওকে। ধুরন্ধর, শেষে একটা মেয়েমানুষ ঠকিয়ে গেল ওকে। না, ঠকতে পারেনা এলিসন। অন্ততঃ একজন মেয়ের কাছে ত কিছুতেই নয়। পুরুষের কাছেও নয়।
রাতের অন্ধকারে রওনা দিয়েছে লরা। তবু, অসুবিধা হবে না ওর। ট্রেইলটা ভালই চেনে। ছয় ঘণ্টা এগিয়ে গেছে মেয়েটা ওর চেয়ে।
জিনা ওর নাস্তা বানিয়ে দিল। দামের চেয়ে অনেক বেশী পরিশোধ করল এলি। ফ্রেস্কোর রুমে এসে দেখে লোকটা জেগেছে।
'ধন্যবাদ, এলিসন।' দুর্বল কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা জানাল ফ্রেস্কো।
এলিসন ওকে জানাল, হাঙ্ক আর কিডের লাশদুটো বাইরে রেখেছে। ফ্রেস্কো মাথা নাড়ল। 'ঠিক আছে। জিনার দুলা-ভাই আছে। ব্যবস্থা করবে।'
আস্তাবলে ফিরে গেল এলি। কিডদের ঘোড়া দুটোকেই কাজে লাগাবে। বাইরে নিয়ে এল ও দুটো। হিচরেইলে বেঁধে ফিরে এল বারে। এক মগ কাল কফি বাড়িয়ে দিল জিনা। কফিটা শেষ করে সন্তুষ্ট হলনা এলিসন। দু পেগ ব্রাণ্ডীও গলায় ঢালল। সামনে পড়ে আছে কঠিন এক যাত্রা।
রওনা দেয়ার আগে ফ্রেস্কো উপদেশ দিল, 'ডায়মণ্ড বারের পুবে ডেভ ক্যারাডিন নামে এক লোক থাকে। ওর কাছ থেকে

দূরে থেকো। আর—আর জাজ আছে একজন। ওর ব্যাপারেও সাবধান। ছায়াও মাড়িও না।'

নামগুলোর কোন অর্থই হয়না এলির কাছে। কাউকেই চেনেনা ও। তবু আশ্বস্ত করল ফ্রেস্কোকে। 'ঠিক আছে সাবধানে থাকব।' রিমরকে যাওয়ার ট্রেইল সম্বন্ধে জানতে চাইল সে।

'একেবারে বিশ্রী। তুষারপাততো আছেই, তার উপর পাহাড়ী ঢাল। সাংঘাতিক পিচ্ছিল পথ। উত্তর পুব দিক ধরে যেতে থাকবে। ইণ্ডিয়ান উসেটারা রাস্তা দেখিয়ে দিত আগে। কয়েকটা বদমাশ সাদা চামড়া ওদের দেখলেই গুলী ছোঁড়ে। অকারণে। এক জায়গায় রাস্তাটা দুভাগ হয়েছে। বাঁদিকেরটা ধরে এগিও। সোজা রিমরকে পৌঁছে যাবে।

কাউন্টারের উপর একটা ডলার রেখে এক বোতল হুইস্কী নিল এলিসন। বাইরে এসে চড়ে বসল হাঙ্কের গ্রে'টার পিঠে। কিডের ঘোড়াটার লাগাম হাতে নিল।

একশ ডলারের মাঝে মাত্র পঞ্চাশ ডলার অবশিষ্ট আছে। এই একশ নিয়েই যাত্রা শুরু করেছিল ও। অবশ্য এই মুহূর্তে টাকার জন্য ভাবনা নেই। বর্তমানে একটা পুরো র‍্যাঞ্চের মালিক সে। জেফরীকে দেয়া টাকাটার কথা একেবারেই ভুলে গেছিল। টাকার মারাত্মক অভাবে কখনো পড়েনিও, তাই পাওনা আদায়-ফাদায়ে মন দেয়নি।

যাক, মোট কথা, এই মুহূর্তে টাকাটা কোন সমস্যা নয়। বড়

কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে রিমরকে পৌঁছান যাবে পঞ্চাশ ডলার নিয়েই। আর র‍্যাঞ্চটা যদি অন্য কেউ দাবী করে তাহলেও অন্ততঃ পাঁচ হাজার ডলার দিতে হবে ওকে।

কতদূর গেছে লরা? মেয়েটা সত্যি সত্যিই বোকা বানিয়ে ছাড়ল ওকে। প্রথমে বলল টাকা শোধ করবে। তারপর আবার মন পাল্টাল। আধাআধি মালিক হওয়ার প্রস্তাব দিল। তখনই বোঝা উচিত ছিল ব্যাপারটা। থাক, যা ঘটে গেছে সেটা ভেবে লাভ নেই। ভবিষ্যতে সাবধান হতে হবে।

রিমরকের ট্রেইল ধরে পথে নামতেই ঠাণ্ডা হাওয়া এসে অস্থিমজ্জা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল এলিসনের।

৬

টেক্সন পিক পাহাড়ের গোড়ায় রিমরক শহর। র‍্যাঞ্চিং টাউন হিসেবেই এর বর্তমান পরিচয়। তবে এক সময় একটা মাইনিং ক্যাম্প ছিল এটা। খনি শ্রমিকেরাই প্রথম গোড়া পত্তন করে শহরের। অবশ্য এখন খনিগুলো সব পরিত্যক্ত।

সান্তা কে থেকে একটা রেল লাইন উত্তর দিক দিয়ে এসে ঢুকেছে শহরে। গিলা নদীর ধার ঘেঁষে প্রায় দশমাইল উত্তরে একটা

পাহাড় ডিঙিয়ে সোজা এখানে আসে রেলগাড়ি। বেশীর ভাগই মালের ওয়াগন। গরু নেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। উত্তরের শহরগুলোতে মাংসের ব্যবসা বেশ জমজমাট। বেশীর ভাগ গরু এখান থেকেই নিয়ে যায় ব্যবসায়ীরা।
একটা উচু পাসের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছে এলিসন। দুপাশে খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের খাঁজে বাড়ি খেয়ে হুহু শব্দ উঠছে বাতাসের। চারদিক শুনশান নিস্তব্ধ। প্রাণের সাড়া নেই কোথাও। এই শীতে সাদা চাদর জড়িয়ে যেন মৌনী সেজে ঘুমাচ্ছে প্রকৃতি।
ঢাল বেয়ে রিমরকের দিকে নামা শুরু করল ও। পেছনে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। বরফের উপর সোনালী প্রতিফলন। যেন চারদিকে সোনারঙ ঢেলে দিয়েছে কেউ। কিডের স্টিলডাস্টে চেপে আছে এলিসন। পেছন পেছন রশি বেঁধে টেনে আনছে হাঙ্কের ঘোড়াকে। এজন্যেই একটু সময় লাগছে পথ চলতে। দীর্ঘ পথ চলায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও। ঠাণ্ডায় হাত পায়ে খিল ধরে গেছে। তবে সুখবর। রিমরক শহরটা বেশ নীচে। সেজন্যে তুষারপাত হয়নি সেখানে।
শহরের রাস্তা দিয়ে ধীর কদম এগল এলি। দু'চারজন পথচারি থেমে দাঁড়িয়ে আগন্তুককে দেখছে। নতুন মক্কেল। এই শীতে কোথা থেকে এল আবার।
কাউন্টি সিটি থেকে রিমরকের দূরত্ব ষাট মাইল। মাঝের অঞ্চলটুকু বেশ দুর্গম। মূল অঞ্চল থেকে একরকম বিচ্ছিন্নই বলা

চলে। ফলে যা ঘটে তাই হয়েছে। আইন কানুনের ঠিক ঠিকানা নেই। জোর যার মুলুক তার এই নীতিতেই চলছে জীবন।
জেব স্টুয়ার্ট'ই প্রথম দেখতে পেল এলিসনকে। শহরের রাস্তা দিয়ে ধীর কদমে এগিয়ে আসছে এক আগন্তুক। এই শীতে ব্যাপারটা একটু আজব বটে। দি টেক্সন গ্যাজেট পত্রিকার প্রকাশক জেব স্টুয়ার্ট। এই মুহূর্তে ওর অফিসের জানালায় দাঁড়িয়ে আছে সে। লোকটার বয়স পঞ্চাশের উপরে হবে না। তবে অতিরিক্ত ড্রিঙ্ক আর কাজের চাপে অল্পতেই বুড়িয়ে গেছে। মাথার সব কটা চুল ধবধবে সাদা।
কৌতূহলী দৃষ্টিতে এলিসনকে লক্ষ্য করছে সে। ভবঘুরে হবে নিশ্চই, ভাবল ও। তারমানে জাজের কবলে পড়তে যাচ্ছে বেচারা।
চিন্তাটা ওর মধ্যে রাগের সঞ্চার করল। হারামী জাজ। বদমাশটাকে কোনমতেই সহ্য করতে পারে না জেব। ঠিক তখনি ওর দিকে ফিরে তাকাল এলিসন। চমকে উঠল জেব। চেহারাটা পরিচিত। ওয়েলস ফারগোর এজেন্টরা রিমরক শহরে না এলেও মাঝে মধ্যে তাদের দু'একটা ওয়ান্টেড পোস্টার আসে। সম্ভবত সেখানেই দেখেছে এই লোককে।
ঝট করে ওর ডেস্কের দিকে ফিরল জেব স্টুয়ার্ট। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে হয়। শেষের ড্রয়ারটা টেনে বের করল। নানা ধরনের পুরনো কাগজ পত্রে ঠাসা। এক এক করে খুঁজতে

শুরু করল জেব। ভেতরে চাপা উত্তেজনা বোধ করছে সে। শুধুমাত্র জেব স্টুয়ার্ট'ই লক্ষ্য করেনি এলিসনকে। প্রধান রাস্তার পাশে একটা ঝকমকে কাঠের বাড়ি। টেরিটরিয়াল বার। রিমরকের সবচেয়ে বড় সেলুন এটা। ছোট খাট আরো আধা ডজন এধরনের সেলুন রয়েছে শহরে। সব কটারই জমজমাট ব্যবসা।

সেলুনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল একটা লোক। কাঠখোট্টা চেহারা। কাউবয় ড্রেস পরণে। এই মাত্র ড্রিঙ্ক করে বেরল। সামান্য পা টলছে।

ঠাণ্ডা এড়াতে কোটের কলার উঠিয়ে হিচরেইলের দিকে এগল সে। ঘোড়ার লাগামে হাত দিয়েছে মাত্র। এমন সময় এলিসনের উপর দৃষ্টি গেল তার। স্থির হয়ে গেল লোকটা। নেশা কেটে গেছে সম্পূর্ণ। চোখে মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। এলিসন পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। আপন মনেই বিড়বিড় করতে করতে সেলুনের দরজা খুলে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল ও। খবরটা বসকে জানান দরকার।

সেলুনের একপাশে স্টোভ জ্বলছে। গনগনে আগুনে ঘরের আবহাওয়া বেশ আরামদায়ক। স্টোভের পাশেই একটা টেবিলে বসে তাস পিটাচ্ছে চারপাঁচজন বেপরোয়া চেহারার লোক। তিন তাস চলছে।

কাঠখোট্টা লোকটাকে আবারো ফিরে আসতে দেখে চোখ

তুলে তাকাল ওদের কয়েকজন। কিন্তু সেদিকে নজর দেবার সময় নেই তার। সেলুনের পেছনে একটা ঘর। বন্ধ দরজার উপরে লেখা 'এল, সি, স্পেলম্যান, প্রাইভেট'। হন্ত দন্ত হয়ে সেদিকে এগল সে।

'ব্যাপারটা কি? লোকটি আবার ফিরে এল কেন?' উদ্দেশ্যহীন ভাবেই বলল একজন তাস খেলুড়ে।

'জাজের পেয়ারের বান্দা...' অবজ্ঞার সুরে মন্তব্য করল আরেকজন।

কিন্তু এসব কোন কথাই কানে গেল না লেফটি ওয়াটসের। ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে আছে সে। এবং এই তাড়াহুড়োয় আরেকটু হলেই আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল সে।

বন্ধ দরজার হাতলে চাপ দিল সে। জাজের অফিস এটা। ভেতরে পা রাখছে ওয়াট। এমন সময় খেয়াল হল অফিসে ঢোকার নিয়ম। জাজ নিজেই চালু করেছে নিয়মটা। তার কড়া আদেশ দরজায় টোকা দিয়ে কেউ যেন না ঢোকে তার অফিসে। যদি কেউ ঢোকে, তার ফলাফলের জন্যে দায়ী থাকবে দর্শনপ্রার্থী নিজেই।

সামান্য কুঁজো জাজ স্পেলম্যান। বইয়ে ঠাসা একটা আলমারীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। পিঠ এদিকে ফেরান।

কিছু বলার সামান্যতম সুযোগও পেল না লোকটি। তার আগেই বিদ্যুৎ বেগে চরকীর মত ঘুরে গেল জাজ। ঘর কাঁপিয়ে শব্দ হল গুলির। ঘরের ভেতরে ধোঁয়া উড়ছে। জাজের হাতে

একটা ছোট্ট অটোমেটিক পিস্তল।

আর্তচিৎকার দিয়ে টলে পড়ে যাচ্ছিল লেফটি ওয়াট। পেছনের দেয়াল তার পতন রোধ করল। হাত দিয়ে কান চেপে ধরে আছে সে। টপটপ করে রক্ত পড়ছে ছেঁড়া কান থেকে। 'গর্দভ,' গর্জে উঠল জাজ। রাগে কাঁপছে ওর গলা। বাক্যহারা হয়ে পড়েছে। 'আস্ত গর্দভ। হাজার বার এক কথা বললেও কানে যায় না? পরের বার তোমার ঐ মোটা খুলি ফুটো করে একটা সীসা ঢুকিয়ে দেব। মিস হবে না এবার। কেন, দরজায় টোকা দিতে কি হয়?'

এখনো যে সে বেঁচে আছে এই উপলব্ধিটা আসতে একটু দেরী হল লেফটির। ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। কিছু একটা বলতে চাইল। কিন্তু কথা জোগাল না। কত অর্থহীন শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

ইতিমধ্যে ভিড় জমে গেছে বাইরে। এতক্ষণ যারা তাস খেলছিল বাইরে ব্যাপারটা কি জানার জন্যে ছুটে এসেছে তারা। একজন আরেকজনের ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি মারার চেষ্টা করছে ভেতরে। সবার চোখে একই প্রশ্ন। ওদের মুখের উপরেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল জাজ।

লেফটির দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হানল সে 'আবার ফিরে এলে কেন? তোমাকে তো বলেছিলাম র‍্যাঞ্চে ফিরে যেতে। হাঙ্ক আর কিড ফিরেছে কিনা দেখতে পাঠালাম।'

এতক্ষণে কিছুটা ধাতস্ত হয়ে উঠেছে লেফটি। 'তাই যাচ্ছিলাম…' থামল সে। কোনার টেবিলের দিকে পা বাড়াল সে। বেশ কয়েকটা বোতল সাজান আছে। হুইস্কির বোতলের দিকে কাঁপা হাত বাড়াল সে। কিন্তু মাঝপথেই থেমে গেল। অনুমতি নেওয়া হয়নি জাজের। ভুলের উপর আরেকটা ভুল করতে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই। ফিরে তাকাল সে। মুখে অসহায় দৃষ্টি।

নিঃশব্দে উপরে নীচে মাথা ঝাঁকাল জাজ। আত্মতৃপ্তির হাসিটা চেপে রাখল।

গ্লাস ভরে নিল লেফটি। ঢকঢক করে শেষ করে দিল তরল পদার্থ। আরেক গ্লাস ভরে নিল সে। ততক্ষণে যেন নিজের মধ্যে ফিরে এসেছে সে।

'শহরে একজন আগন্তুককে দেখলাম,' হড়হড় করে বলতে শুরু করল সে, 'চোয়াড়ে চেহারা…' থামল সে। জাজের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করার চেষ্টা করছে।

'কেমন মানে হল? টাকাকড়ি কিছু আছে ব্যাটার?' ভুরু কুঁচকে উঠেছে জাজের। এই সামান্য খবরটা জানানর জন্যে লেফটির এত হাঙ্গামা কেন? এতো নতুন কোন ব্যাপার নয়। বহুদিন ধরেই এই ধান্দা করছে সে। রিমরকে একমাত্র আইন জাজ! এসব ভবঘুরে নতুন লোকদের নানা ফ্যাসাদে ফেলে দু'টো পয়সা কেড়ে নেয় সে। মন্দ নয় ব্যবসাটা।

'শুধু টাকাকড়ি না, আমার বিশ্বাস আরো অনেক কিছুই পাওয়া যাবে ব্যাটার কাছ থেকে।' নীচু গলায় কথাগুলো বলল লেফটি।

আসলে ঠিক কি ভাবে আসল কথাটা জাজকে বলবে বুঝে পাচ্ছে না ও। এর মেজাজের কোন ঠিক নেই।

'বড়লোক ভবঘুরে ?'

মাথা নাড়ল ওয়াট। 'বড়লোক কিনা জানি না। লোকটা কিডের স্টিলডাস্ট চড়ে এসেছে। সাথে হাঙ্কের ঘোড়াটাও আছে।'

সামনে ঝুঁকে এল জাজ। ধূসর চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন। রীতিমত অবাক হয়েছে সে। এধরনের কোন সংবাদ ঘুনাক্ষরেও আশা করেনি সে।

'ভুল দেখনি তো ?'

'অসম্ভব। এক মাইল দূর থেকেও কিডের ঘোড়া চিনতে পারব আমি।' উত্তর দিল ওয়াট, 'আমার পাশ ঘেঁষে চলে গেল লোকটা। এমনকি ঘোড়ার গায়ে পিচফর্ক ব্র্যাণ্ডটাও স্পষ্ট দেখেছি আমি।'

কপালে ভাঁজ পড়ল স্পেলম্যানের। রিমরক শহরে সে জাজ বলেই পরিচিত। লম্বায় মাঝারী। সামান্য কুঁজো বলেই আরো ছোট বলে মনে হয় তাকে। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। লোকটার চেহারায় অবশ্য পশ্চিমের ছাপ নেই। দেখলেই বোঝা যায় পশ্চিমের প্রখর রোদে কখনও ঘোরাঘুরি করেনি সে। ফ্যাকাশে গায়ের রং। হালকা টাকের আভাস। ঘন ভুরুর নীচে ধূসর ছটো নিষ্ঠুর চোখ। লম্বা পাকান গোঁফ। গোঁফের ছ'কোনা উপরের দিকে পাকান।

কয়েক বছর আগে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে রিমরকে এসে হাজির হয় সে। তখন তার জীর্ণ দশা। সাথে একটা তোবড়ান স্যুটকেস। স্যুটকেসের অন্যান্য জিনিসপত্রের মধ্যে একটা আইনের বই। আর একটা ছোট স্মিথ এ্যাণ্ড ওয়েসন পিস্তল। অস্ত্রটা কোটের হোলস্টারে থাকলেও প্রয়োজনে অদ্ভুত দক্ষতার সাথে বের করে আনতে পারে সে।

জীবনে বহু রকম পেশাই বেছে নিয়েছে সে। তার কোনটাই সাধু নয়। তবে কোনটাতে সফলতাও আসেনি তার। পেশাগত কারণেই আইন সম্পর্কে মোটামুটি ধারনা আছে তার। তাছাড়া পুথিগত বিদ্যাও কিছু আছে। যখনই সুযোগ পেয়েছে আইন ভঙ্গ করে ফায়দা লুটতেও পিছ পা হয়নি স্পেলম্যান। এই কাজে মোটামুটি সিদ্ধ হস্ত সে।

তখন পর্যন্ত জীবনের স্থিরতা কি জানত না সে। কাউকে কোনদিন এক কানাকড়ি বিশ্বাস করে না। তবে নিজের উপর আস্থা আছে অগাধ। এবং সম্ভবত অবিশ্বাসের কারণেই কোনদিন বিয়ে করে নি। রিমরকে যখন সে এল, সাথে সামান্য কিছু পয়সা কড়ি ছিল। তা দিয়ে সস্তায় কিছুটা জমি কিনে 'বার এস' নাম দিয়ে একটা র‍্যাঞ্চ শুরু করে। কিন্তু সেটাই সব নয়। আইনের মার প্যাঁচ দেখিয়ে শহরের লোকদের তাক লাগিয়ে দেয় ও। সরকারী অফিসে স্পেলম্যানের এক বন্ধু চাকরী করত। তার কাছ থেকে সিলমোহর সহ একখানা জাজের নিয়োগ পত্র জোগাড় করে ফেলে। অবশ্য পুরো

ব্যাপারটাই ভুয়া। গভর্ণর কিংবা ফেডারেল লিগ্যাল অফিসের অজান্তেই টেরিটরিয়াল জাজ হিসেবে জেঁকে বসে সে। কেউ ওকে যখনি চ্যালেঞ্জ করেছে, প্রমান হিসেবে জাল কাগজগুলো দেখিয়ে পার পেয়ে গেছে।

র‍্যাঞ্চে সামান্য কিছু গরু চড়াতে দেখা গেছে স্পেলম্যানকে। কিন্তু কখনও কোথাও গরু বেচতে দেখেনি কেউ। আশ্চর্যের বিষয় হল, তবুও কি এক পন্থায় র‍্যাঞ্চের লোকজনদের ঠিকই বেতন দিয়ে যেত লোকটা।

নানা ফন্দি ফিকির করে, পুরনো কর অনাদায় ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে অবশেষে সে টেরিটরিয়াল বারটা কব্জায় আনে। স্পেলম্যানের জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য এটাই। এখন সে এখান থেকেই তার কুকর্ম চালিয়ে যায়। এটাই তার হেড কোয়ার্টার। বিচারের আদালতও বটে।

সাইড টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল স্পেলম্যান। নিজের জন্যে একটা গ্লাসে হুইস্কি ঢালল। লেফটির তথ্যটা হজম করার সময় নিচ্ছে।

'আগন্তুক এসেছে শহরে,' আপন মনেই বিড়বিড় করছে সে, 'ফিডের ঘোড়ায় বসে আছে। সাথে হাক্কেরটা। হুম……'

লেফটির দিকে ফিরল সে। মুখে উজ্জ্বল হাসি। 'পাওয়া গেছে।'

'কি ?' বোকার মত প্রশ্ন করল ওয়াট।

'ব্যাপারটা স্রেফ ঘোড়াচুরি বলে চালিয়ে দেয়া যায়। কি বল ?'

জাজের এই অভূতপূর্ব আবিস্কারে চোখ বড় বড় হয়ে উঠল

লেফটি ওয়াটের। 'অবশ্যই……চমৎকার।'

দরজার দিকে আঙ্গুল তুলে দেখাল জাজ। 'মার্শালকে ডেকে আন এখনি। বল ঐ ঘোড়া চোরকে যেন ধরে নিয়ে আসে এখানে। বিচার হবে ওর।' একটু থামল সে। 'বারে কয়জন লোক আছে ?'

'সাতজন। বারটেণ্ডারকে সহ।' গুনতে একটু সময় নিল লেফটি।

'যথেষ্ট। জুরি গঠন করে ফেলা যাবে ওদের নিয়ে।' মাথা নাড়ল স্পেলম্যান। চেয়ারে বসল সে। লম্বা করে চুমুক দিল গ্লাসে।

'মার্শালকে বলবে আদালত প্রস্তুত। আর আমদের লোকজনদের জোগাড় কর। ফাঁসীতে লটকান হবে আগন্তুককে। সেই মত তৈরী থাকতে বলবে তাদের।'

৭

শেষপর্যন্ত যা খুঁজছিল সেটা পেয়ে গেল এলিসন। দোতলা একটা বিল্ডিং। একতলায় নাপিত আর স্যাডেলের দোকান। বিল্ডিংয়ের পাশ ঘেঁষে বাইরের দিকে দোতলায় উঠার সিঁড়ি। সিঁড়ির গোড়ায় সাইনবোর্ড।

ওতে লেখা : এইচ. সি. কালপিপার, বিশিষ্ট আইনজ্ঞ। পাশে একটা হাত এঁকে নির্দেশ করা হয়েছে উপরের দিকে।

ঘোড়া থেকে নামল এলিসন। কিডের স্টিলডাস্ট আর হাকের গ্রে'টা হিচরেইলে বেঁধে, জীর্ণ সিঁড়িতে মড়মড় শব্দ তুলে উঠে গেল উপরে। শেষ মাথায় সামান্য সমতল মেঝে। একটা দরজা, সামনেই। দরজার উপরে একই সাইন বোর্ড। শুধু নির্দেশ দেয়া, হাতটা আঁকা হয়নি।

নক করল এলিসন। হাতল ধরে ঠেলাঠেলি করল কিছুক্ষণ। খুলল না। তালা মারা দরজায়। অন্যপাশে সরে গিয়ে বন্ধ জানালাটা খোলার চেষ্টা করল। সহজেই খুলে গেল জানালা। ভেতরে ঢুকল সে।

অ্যাটর্নীর রুমটা মাঝারি আকারের। আসবাবের মাঝে আছে

একটা রোলটপ ডেস্ক, উপরে ড'াই করে রাখা কাগজ-পত্র; একটা বুকসেলফ আর দেয়ালে ঝুলছে অ্যাবে লিঙ্কনের ছবি। ডেস্কের ঠিক উপরে একজন মহিলার ছবি। যৌবন ফুটে বেরোচ্ছে মহিলার সমস্ত অঙ্গ থেকে।

যাই হোক, কালপিপার নেই ভেতরে।

একই পথে বেরিয়ে এল এলিসন। নীচে নেমে সেলুনটাতে ঢুকল। একজন খদ্দের আছে দোকানে। লোকটার পায়ের কাছে একটা কুকুর। এলিসনের দিকে শত্রুসুলভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে গরগর করে উঠল। ওই টুকুই। এরবেশী সাহস পেলনা।

দোকানদার একজন দশাসই চেহারার মহিলা। লম্বায় ছ'ফুটের কম নয়। ওজন, কম করে হলেও দ্ব'শ বিশ কি তিরিশ পাউণ্ড হবে। স্বামী মারা যাওয়ার পর দোকানের সব ভার নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছেন মহিলা। কাঁধটা যা বিশাল! এলি ভাবল, এরকম গোটা দশেক দোকানের ভার বহন কোন ব্যাপারই নয় ওর কাছে।

ওর দিকে তাকালেন মহিলা। 'কি চাচ্ছ?' জলদগম্ভীর স্বরে জানতে চাইলেন।

'কালপিপারের খোঁজ করছিলাম।' এলিসন বলল। মহিলা হাতে ধরা কাঁচিগুলি উঠিয়ে উপরের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

'অফিসে দেখেছি। নেই।' এলিসন জানাল।

চেয়ারে বসা লোকটা বলল, 'কালপিপার? ওহ্, সে র‍্যাটা দেখো গিয়ে ফোর একসেসে বক্তৃতা মারছে রাজনীতির উপর।

৫—

জুয়ার অপকারিতা আর বেশ্যাদের কাছ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিচ্ছে লোকজনকে। সামনের রাস্তা ধরে দুই বাড়ীর পর।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ধন্যবাদ দিল এলিসন। তারপর বেরিয়ে এল বাইরে।

অ্যাটর্নীকে খুব একটা পাত্তা দেয়নি লোকটা। কথাবার্তায়ই অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। এমনটাত হওয়ার কথা না। আইনের লোকজনকে এদিককার মানুষ কমবেশী সমীহই করে চলে বলা যায়।

বাইরে বেরিয়েই সাতইঞ্চি লম্বা নলের মুখে পড়ল এলিসন। আরেকটু তাড়াহুড়া করলে নলটা পেটেই ঠেকে যেত। পিস মেকার। নামটা চমৎকার। শান্তির বাহক। প্রস্তুতকারী। মুচকি হাসল এলি। শান্তি না অশান্তি? কিসের বাহক অস্ত্রটা? অস্ত্রধারী লোকটার বুকে ব্যাজ। অর্থাৎ শেরিফ। এলিসনের সমান বয়সীই হবে। কিন্তু আকৃতিতে বিশাল।

এলির মাথা ওর ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছবে বোধহয়। ওজনও নির্ঘাত পঞ্চাশ পাউণ্ড বেশী। মুখ আর শরীরের অন্যান্য পেশীগুলি পাথর কিম্বা কাঠের তৈরী মনে হয়। রাগে জ্বলছে ছুটো চোখ। 'মিস্টার,' কর্কশ কণ্ঠে বলল মার্শল, 'ওই ঘোড়াগুলি তোমার?' হিচরেইলের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

এলিসন সাবধানী চোখে মাপল লোকটাকে। 'না,' সরাসরি অস্বীকার করল। 'শহরের বাইরে দেখলাম ছন্নছাড়ার মত

ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধরে আনলাম।'

দ্বিধায় পড়ল মার্শাল। ঠিক এই উত্তরটা আশা করেনি সে।

'কোথায় ঘুরছিল?'

'ট্রেইলের উপরই হাঁটছিল,' নিস্পাপ কণ্ঠে এলি জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার, মার্শাল। গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?'

জটিল বিষয়ে বেশীক্ষণ চিন্তা করলে মার্শালের মাথায়ই গোলমাল লেগে যায়। বাক উইন্টারস একটা কাজই ভাল পারে। আসামীদের ধরে জেলে পোরা কিম্বা ফাঁসীতে ঝোলান। চিন্তা ভাবনা করার দায়িত্ব জাজ স্পেলম্যানের। জাজ যা বলবে তাই করবে উইন্টারস। বুকের ব্যাজটা যথেচ্ছ কাজ করার স্বাধীনতা দেয় ওকে।

এলিসনের কথায় দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পিছু ফিরল সে।

আঘাত পাওয়া কানটাতে এখনো একটা রুমাল পেচিয়ে রেখেছে লেফটি। ঘুমিয়ে ছিল। মার্শাল ওর দিকে ফিরে তাকাতেই বলল, 'কিডের ঘোড়ায় চড়ে এসেছে। অন্যটা হাঙ্ক বেস্টারের।'

এলিসনের দিকে ঘুরল মার্শাল, 'আচ্ছা। হাঙ্ক আর কিড কোথায়?'

শ্রাগ করল এলি, 'জানিনা, মার্শাল। যা বললাম তাই……'

খালি হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে এলির মুখে বাড়ি মারল উইন্টারস। হাতত নয় যেন ওক গাছের গুঁড়ি। নাপিতের দোকানের দেয়ালে ছিটকে পড়ল সে। ঠোঁট কেটে রক্ত বেরোচ্ছে।

রাগে জ্বলে উঠল এলিসন। তবু, অনেক কষ্টে শান্ত করল

নিজেকে। লেফটির হাতেও এখন অস্ত্র শোভা পাচ্ছে। মার্শালকে কাবু করতে পারবে এলি। হয়ত লেফটিকেও শায়েস্তা করা যাবে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা বুঝতে চায় ও। এখনই কিছু করার পক্ষপাতী নয়।

'মার্শাল,' শান্ত কণ্ঠে বলল এলিসন, 'এই ঘোড়াগুলি খুঁজে পেয়েছি আমি। তোমাকে যেভাবে বললাম সেভাবেই।' হাতের চেটো দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছল সে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ছুটে এল ঘুষিটা। দেখতে পেয়ে সরে যেতে চেষ্টা করল এলি। পুরোপুরি সফল হলনা। ঘুষিটা পড়ল ডান কানের উপর। চোখে অন্ধকার দেখল সে। হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল। উঠে বসতে গিয়ে টের পেল বুকের উপর চেপে বসেছে মার্শালের বুট শুদ্ধ পা।

লেফটি এগিয়ে এসে হোলস্টার থেকে ওর অস্ত্রটা তুলে নিল। বাধা দিতে পারল না সে।

ওর দেহটা টেনে তুলল মার্শাল। ঠেলা মেরে ফেলে দিল আবার। মার্শালের চোখে বিকৃত উল্লাস।

'চল, যাওয়া যাক।' গরগর করে উঠল মার্শাল কুকুরের মত। এলিসন অনুসরণ করল ওদের। প্রতিবার পা ফেলতে গিয়ে টলে উঠছে ওর দেহটা। তবু, প্রতিবাদ করার জো নেই। সেক্ষেত্রে আবারো মার খাওয়ার সম্ভাবনা। একজন র‍্যাঞ্চ মালিকের প্রতি এই কি উপযুক্ত ব্যবহার? আগে পরে যাই হোক, এই মুহূর্তে এলিসন একজন র‍্যাঞ্চের আইনসঙ্গত মালিক।

অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে পুরো ঘটনাটাই দেখল জেব স্টুয়ার্ট। টেরিটোরিয়াল বারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা এখন। আরেকবার বিচারের প্রহসন ঘটতে যাচ্ছে, ভাবল স্টুয়ার্ট। জাজের রসিকতার আরেক বলী। নিষ্ঠুর রসিকতা। সাথে সাথে কৌতূহলও জন্মাল ওর। এই লোক ওয়েলস ফার্গোর ওয়ান্টেড আসামী। তারমানে কঠিন চীজ। এইবার মনে হয় জাজ সহজে ঘটাতে পারবে না ঘটনাটা।

টেরিটোরিয়াল সেলুনে চেয়ার টেবিলগুলো উঠিয়ে ফেলা হয়েছে। উত্তরদিকের দেয়ালের পাশ ঘেঁষে সারি করে চেয়ার পাতা হয়েছে জুরীদের জন্য। টেবিলগুলো টেনে নিয়ে জড়ো করেছে ভেতরের রুমে। চেয়ারগুলোর সামনেও আছে ছুটো টেবিল।

স্পেলম্যানের সামনেই টেবিলটা। দরজার দিকে মুখ করে বসেছে সে। পরনে বিচারকের পোষাক। লম্বা কাল কোর্ট। টেবিলের উপর বাইবেল এবং একটি হুইস্কীর বোতল পাশাপাশি রাখা।

জুরী হিসাবে নির্বাচিত সাতজন লোক, ধীর গম্ভীর মুখ নিয়ে বসে আছে। বারটেণ্ডারও জুরীদের একজন। ময়লা অ্যাপ্রনটা খোলেনি পা থেকে। কিছু দর্শকও জুটে গেছে ইতিমধ্যে। ধীরে ধীরে আরো কয়েকজন ঢুকছে মজা দেখার জন্যে।

কয়েকমিনিট পর মার্শাল উইন্টারসকে আসতে দেখা গেল। এলিসনকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসছে। পেছনে লেফটি। এগিয়ে এসে টেবিলের উপর এলির অস্ত্রটা রাখল। বাইবেলের পাশে রিভলবার। চমৎকার মানিয়েছে।

'এই যে ঘোড়া চোর, জাজ' মার্শাল বলল। 'ধরা দিতে চায়নি। তাই বাধ্য হয়ে খানিকটা কঠোর হতে হয়েছে।'

জাজ স্বীকৃতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'প্রমাণ হাজির করা হয়েছে ত?'

উত্তর দিল লেফটি, 'বাইরে বাঁধা আছে, ইওর অনার।'

এলিসনের দিকে তাকাল স্পেলম্যান। 'এটি একটি পূর্ণাঙ্গ আদালত।' ভাবগম্ভীর কণ্ঠ। 'সঠিক বিচারই পাবে তুমি। দোষী হলে শাস্তি। নির্দোষ হলে বেকসুর খালাস।' চেয়ারে হেলান দিলো মহামান্য বিচারক। চোখ সরু করে জানতে চাইল, 'কত টাকা আছে সাথে?'

শ্রাগ করল এলিসন, 'পঞ্চাশ ডলার।'

আঙুল দিয়ে টেবিলের একটা জায়গা নির্দেশ করে স্পেলম্যান বলল, 'ডলারগুলো রাখ এখানে।'

চারদিকে দৃষ্টি বোলাল এলিসন। ব্যাপারটা পরিষ্কার ঠগবাজী। টেক্সাসে এর আগেও এমন অনেক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে ও। রয় বীন নামের এক বিচারকের কথা এখনো মনে আছে। মানুষ না, এদেরকে লোভী কুকুরের সাথে তুলনা করা যায়। স্পেলম্যানের নির্দেশে রাগে জ্বলে উঠল এলিসন, 'কি জন্য

রাখব?'

'কোর্ট ফিস,' জবাবটা তৈরীই ছিল জাজের মুখে।

মার্শালের পিস্তলের ঠাণ্ডা নলটা এলিসনের ডান কানটা স্পর্শ করল। 'জাজ কি বলল শুনেছ?'

পকেট থেকে নোটগুলি বের করে টেবিলের উপর রাখল ও। জাজ সঙ্গে সঙ্গে গুণতে শুরু করল ওগুলো। গোণা শেষে তাকাল আসামীর দিকে, 'তিন ডলার কম আছে।' সাংঘাতিক মুষড়ে পড়েছে যেন লোকটা। বলার ভঙ্গি দেখে তাই মনে হল এলিসনের।

রাগী কণ্ঠে জানাল সে, 'আমার কাছে এই ছিল।' ব্যাপারটা অসহ্য লাগছে ওর কাছে। শালা বুড়বাক। মজা লুটছে। আবার সাতচল্লিশটা ডলারও কামিয়ে নিল মুফতে।

চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মার্শালের কোল্টটা বাড়ি মারল এলিসনের নাকে।

পেছন থেকে স্পেলম্যান বলে উঠল, 'আরেকবার অনুমতি ছাড়া নড়েছ কি পিটিয়ে তুলাধুনা করে ছাড়ব।' এলিসন আবার উঠে দাঁড়ানর আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। হুইস্কীর বোতলে চুমুক দিল একবার। তারপর মুখ খুলল আবারো, 'আপাতত কি নাম ব্যবহার করছ হে?'

'স্মিথ।' এলিসন সংক্ষেপে সারল। ওর রিভলবারটা টেবিলের উপর। আড়চোখে অস্ত্রটার দিকে তাকাল। জাজ

ব্যাটা খানিকটা অসাবধান হলেই হয়। কিম্বা চিন্তার মত ক্ষীপ্রতা যদি দেখাতে পারে সে। মৃদু একটা সম্ভাবনা আছে কি? ভাবছে এলিসন।

'তোমার নিজের বক্তব্য কি?' জাজ প্রশ্ন করল, 'দোষী না নির্দোষ?'

'আমি নির্দোষ?' এলিসন দৃঢ় কণ্ঠে জানাল।

স্পেলম্যান বাইবেলটা ঠেলে দিল এলিসনের দিকে।

'এটার উপর হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করে বল, যা বলছ তা সত্যি।' এলিসন নির্দেশমত হাত রেখে বলল, 'হ্যাঁ, যা বলছি তা সত্যি।'

'জুরীদের কাছে খুলে বল তোমার গল্পটা।' চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল জাজ। সিগারেট বের করে ধরাল। তৃপ্তিময় টানে প্রায় অর্ধেক শেষ হয়ে গেল একবারেই।

পাশাপাশি বসে থাকা সাতজন লোকের দিকে তাকাল এলিসন। রাগে ভেতরটা জ্বলছে ওর। কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেনা।

'ঘোড়াগুলি পেয়েছি আমি।'

'কোথায়?' জাজই প্রশ্নকর্তা। জুরীদের ভেতর কেউ কথা বলতে পারে কিনা, সন্দেহ হল এলিসনের। এখন পর্যন্ত একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি কেউ।

'জুগাডো হাউজে। গতরাতে ওখানে ছিলাম। আমার ঘোড়াটা ছিল রোয়ান। টি-জে ব্রাণ্ডের। সকালবেলা উঠে পাইনি ওটা।'

'এবং সকালবেলা উঠে ওটার জায়গায় হান্ধ আর কিডের ঘোড়াদুটো পেয়েছ, তাইনা?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল এলিসন। 'ঘটনাটা ঠিক তাই।'

'ও মিথ্যা কথা বলছে, ইওর অনার,' লেফটি চেঁচিয়ে উঠল। 'ওগুলো পিচফর্কের ঘোড়া। হান্ধ আর কিড ওদুটোতে চড়ে বেরিয়েছিল। স্মিথ ওদেরকে খুন করে ঘোড়াদুটো চুরি করেছে।'

মহামান্য স্পেলম্যান জুরীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'উভয় পক্ষের বক্তব্যই শুনলে। তোমাদের বক্তব্য কি?'

জুরীরা যন্ত্রের মত একবাক্যে বলল, 'দোষী।'

জাজ একহাতে বাইবেল আর অন্যহাতে হুইস্কীর বোতলটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর সংক্ষেপে ঘোষণা করল রায়।

'ফাঁসিতে ঝোলাও ওকে।'

ঘুরে নিজের অফিসের দিকে হাঁটা ধরল স্পেলম্যান।

অবাক হয়েছে এলিসন। ফাঁসী দিল! লোকটা পাগল নাকি?

ওর কাঁধে হাত পড়ল মার্শালের। দর্শকরা এরমাঝেই বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। দু'একজন ভেতরে।

'চল হে, স্মিথ,' কর্কশকণ্ঠে উইন্টারস বলল।

মার্শালের পায়ের পাতায় বুটটা নামিয়ে আনল এলিসন হঠাৎ করেই। সাথে সাথে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মেরেছে শরীরের মধ্যবিন্দুতে।

হাঁ হয়ে গেল উইন্টারসের মুখ। প্রচণ্ড ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠেছে। দু'হাত দিয়ে তলপেট চেপে ধরতে গিয়ে পিস্তলটা পড়ে গেছে হাত থেকে।

টেবিলের উপর থেকে নিজের রিভলবারটা তুলে নিল এলিসন। মার্শালের নীচু হয়ে থাকা মাথার পেছনে বাড়ি মারল প্রচণ্ড জোরে। মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়ল উইন্টারস। মুণ্টা থে'তলে গেছে বোধহয়।

চারহাত দূরে দাঁড়িয়েছিল লেফটি। ওর হাত হোলস্টারে পৌঁছবার আগেই দু'বার গুলী করল এলিসন। কেঁপে উঠে পড়ে গেল দেহটা।

অফিসের দরজায় বরফের মত জমে যাওয়া জাজের দিকে রিভ-লবার তাক করল সে।

'দুঃখিত, জাজ,' দুঃখের চিহ্নমাত্র নেই ওর কণ্ঠে।

'তুমি অবিচার করেছ। তাই ব্যাপারটা মেনে নিতে পার-লাম না।'

ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল স্পেলম্যান।

নিজের দ্বিতীয় অস্ত্রটা তুলে নিল এলি। কক করল। 'আমার ডলারগুলো, জাজ। ওগুলো খুব দরকারী।'

টেবিলের কাছে এগিয়ে এল স্পেলম্যান। সাতচল্লিশ ডলার বের করে রাখল ওটার উপর।

'তোমার নাম নিশ্চয়ই স্মিথ নয়।' স্পেলম্যানের কণ্ঠে বিস্মিত শ্রদ্ধাবোধ।

এলিসন হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। 'নামটা এলিসন।' জাজের অবাক হওয়া দৃষ্টির দিকে চোখ রেখে হাসল সে। 'ডায়মণ্ড বারের মালিকানা বুঝে নেয়ার জন্য এদিকে এসেছি।'

মেঝেতে পড়ে থাকা মার্শালের দেহটা হঠাৎ নড়ে উঠল। উঠতে চাইছে উইন্টারস। পিঠে পা ঠেকিয়ে সজোরে চাপ দিল এলিসন। আবারো মুখটা থে'তলে গেল মার্শালের। ওর পিসমেকারটা তুলে নিল এলি। সিলিংয়ের দিকে তাক করে পরপর ছয়বার ট্রিগার টিপল। তারপর অস্ত্রটা ছুঁড়ে মারল সেলুনের এককোণায়।

ভেতরের কেউ সামান্য নড়লও না এলির বেরিয়ে আসার সময়। বেরিয়েই মোটাসোটা এক লোকের মুখোমুখি পড়ল সে।

'এলিসন?' লোকটার জিজ্ঞাসা।

মাথা দোলাল সে উপর-নীচ।

'আমি তোমার অ্যাটর্নী, এইচ, সি, কালপিপার। চল অফিসে। কথা বলা যাবে।'

৮

স্টোভে আরো কয়েকটা কাঠ গুঁজে দিল কালপিপার। গনগনে আগুন উঠল। প্রশস্ত মনে ঘুরে দাঁড়াল সে।

'পৌঁছাতে বেশ দেরী করে ফেলছ, এলিসন।' ডেস্কের উপর থেকে ছোট একটা ক্যালেণ্ডার তুলে নিল সে। একটা তারিখের উপর টোকা মেরে বলল, 'হাতে আর দু'দিন মাত্র সময় আছে, এর মধ্যেই তোমার নামে খারিজ করাতে হবে র‍্যাঞ্চটা।'

'কোথায় করাতে হবে?' জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে এলি। নীচে রাস্তার উপর দৃষ্টি। হিচরেইলে কিড আর হাস্কের ঘোড়া দু'টো বাঁধা। এই মুহূর্তে ওগুলো হাতছাড়া করতে চায় না সে। ঘোড়া ছাড়া চলাফেরা করা সম্ভব না। অবশ্য ও নিজেও জানে কাজটা ওর জন্যে ঝামেলা বয়ে আনতে পারে।

'কাউন্টি সিটে দাখিল করতে হবে কাগজ পত্র। এখান থেকে ষাট মাইল উত্তরে।' জানাল কালপিপার। বেশ ভরাট গমগমে গলা লোকটার। আদালতে ভাল মানাবে, ভাবল এলি।

জানালা থেকে ঘুরে দাঁড়াল ও। সরাসরি চাইল এটর্নির দিকে। 'এই জাজের ব্যাপারটা কি? আমাকে ফাঁসীতে ঝুলাতে চেয়েছিল লোকটা।'

'স্পেলম্যান?' নাক দিয়ে ঘোঁত করে একটা শব্দ করল কালপিপার। মুখে অবজ্ঞার চিহ্ন। 'ব্যাটা ভুয়া বদমাশ। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে রিমরকে। নতুন আগন্তুকরাই তার শিকার। নতুন দেখলেই ধরে বসে। নানা প্যাঁচে ফেলে টাকা পয়সা যা পায় কেড়ে নেয়। মাঝে মধ্যে দু'একদিনের জন্যে জেলে পুরে রাখে। তারপর শহর থেকে বের করে দেয়। আর খারাপ না। কি বল?'

'ব্যাটা আমাকে ফাঁসীতে লটকাতে চেয়েছিল।'

'হুম......' অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছে কালপিপার। আপনমনেই দাড়িতে হাত বুলাচ্ছে। 'বুঝছি না কেন সে তোমাকে লটকাতে চেয়েছিল। এত সাহস আগে কখনও হয় নি তার। সাধারণত জেল, জরিমানা দিয়েই ক্ষান্ত থাকত।'

প্রশ্ন করল এলিসন। 'আর ঐ মার্শালটা কে? জাজেরই লোক নাকি?'

'জাজের লোক না হলেও ওর কথা মতই চলে।' উত্তর দিল কালপিপার। 'সবাই মিলেমিশে বেশ একটা কর্তৃত্ব বজায় রাখছে শহরে। নিরীহ লোকেরাই ওদের শিকার।' ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল সে। একটা ড্রয়ার খুলে কি যেন খুঁজতে লাগল। 'একটা বোতল রেখেছিলাম এখানে। কোথায় যে গেল

...মুশকিল।' এলিসনের দিকে চাইল কালপিপার। 'আমারটা পাচ্ছি না। তোমার সাথে বোতল আছে নাকি?'

মনে পড়ল এলিসনের, স্যাডেল ব্যাগে এক বোতল হুইস্কি রেখেছে সে। মাথা নেড়ে সায় জানাল সে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। খানিক পর উঠে এল। হাতে চোলাই হুইস্কির একটা বোতল। বেশ করিৎকর্মা লোক কালপিপার। ইতি-মধ্যেই দু'টো গ্লাস সে সাজিয়ে ফেলেছে। গ্লাস ভর্তি করল এলিসন।

'ডায়মণ্ড বার র‍্যাঞ্চের নতুন মালিকের স্বাস্থ্য কামনায়।' হাতের গ্লাসটা উঁচু করে ধরে গমগমে গলায় বলল কালপিপার।

মৃদু হেসে চুমুক দিল এলি।

'জেফ্রির উইলটা আইনসম্মত, তাই না?' হঠাৎ করেই জিজ্ঞেস করল সে। গত রাতের মেয়েটার কথা কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারছে না ও। আসলেই কি সে ব্যানকের স্ত্রী? নাকি জাজের মত সে ও ভুয়া?

'অবশ্যই আইনসম্মত।' অবাক চোখে এলির দিকে তাকিয়ে আছে কালপিপার। 'আমি নিজে ঐ উইল লিখেছি। আমার সামনে বসে সই করেছে জেফ্রি। সাক্ষীও রয়েছে তিনজন। রেজিনা টেট, আমার নীচ তলার নাপিতের বউ আর তার এক-জন খরিদ্দার, সুতরাং নিশ্চিন্তে থাকতে পার।'

'আদালতে ব্যাপারটা টিকবে তো?' তবুও সন্দেহ দূর হচ্ছে না এলির।

'বললাম তো, চিন্তা কর না।' আশ্বস্ত করল কালপিপার। নতুন করে হাতের গ্লাসটা ভরে নিল সে। 'চমৎকার কর্ণ হুইস্কি। 'ভাল জিনিস এনেছ, এলি। বহুদিন পরে খাচ্ছি।'

লোকটা সম্পর্কে যে ধারণা ছিল এলির মনে তা চুরমার হয়ে গেল এই কথায়। এই ধরনের তৃতীয় শ্রেণীর চোলাই মদকে যে লোক চমৎকার জিনিস বলতে পারে তার রুচি জ্ঞান সম্পর্কে সন্দেহ আছে ওর মনে। নাকি ব্যাটা অভিনয় করছে।

'জেফ্রি বিয়ে করেছিল?' জানতে চাইল সে।

উত্তর দেবার আগে একমুহূর্ত চিন্তা করে নিল কালপিপার। 'বউটাকে দেখিনি কোনদিন।'

'বিয়ে করেছিল কিনা বল।'

'করেছিল হয়ত। একবার ওর বউয়ের কথা বলেছিল আমাকে। তবে সে অনেক আগের ঘটনা। তখনও রিমরকে আসিনি আমি। বলেছিল ওর বউ মারা গেছে।' মৃদু শ্রাগ করল। 'বেশ আজব ধরনের লোক ছিল সে। একা একা থাকত। কারো সাথে বিশেষ মিশত না। সারাক্ষণ মদে চুর হয়ে থাকত। খুব সামান্যই শহরে আসত। তাও আবার সাপ্লাই নেবার সময়।'

জেফ্রির চরিত্র কেমন, জানে এলিসন। একা থাকতেই পছন্দ করত সে।

'তা ওর র‍্যাঞ্চটা কেমন? দাম কত হবে?' এতক্ষণে আসল কথা পাড়ল ও। চকচক করছে চোখ। কল্পনায় দেখছে

চমৎকার এক র‍্যাঞ্চ। শ'য়ে শ'য়ে গরু চড়ে বেড়াচ্ছে মাঠে। ছোট্ট একটা কেবিন……

সামান্য মুখ বাঁকা করল কালপিপার। 'তেমন কিছুনা। কত আর দাম হবে। সামান্যই।'

'আহ্, বলই না,' অধৈর্য হয়ে উঠছে এলি, 'পাঁচ হাজার ডলার হবে?'

কয়েক সেকেণ্ড স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল কালপিপার। তারপর খিক খিক করে হাসতে শুরু করল। 'পাঁচ হাজার!' হাসতে হাসতেই হুইস্কির বোতলটা তুলে নিল সে। আবারো ভর্তি করে নিল গ্লাস।

'কি হল? পাগলের মত হাসছ কেন?'

'র‍্যাঞ্চের এখন যা অবস্থা। উচ্ছন্নে গেছে। অবশ্য ব্যানক বেঁচে থাকতেও খুব একটা ভাল কিছু ছিল না। এমনিতেও জায়গাটা কালতু। নদীর বাঁধের দিকের জমি। পতিতই বলা চলে। বিভিন্ন জায়গা থেকে ভবঘুরেরা এসে আড্ডা জমাত ওর ওখানে।'

দমে গেল এলিসনের মন। যাহ্ শালা, কি মরীচিকার পেছনে এতদূর ছুটে এলাম। 'র‍্যাঞ্চের লোকজন? কয়জন আছে?'

'একজনও নেই।' চেয়ারের উপর গা এলিয়ে দিল কালপিপার। ধীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'দরকারই পড়ে না তো আর লোক রাখবে কি? একজন চাইনিজ কুক ছিল জেফ্রি। লোকটা বেশ কাজের। পিচফর্কের লোকেরা ওকে তাড়িয়ে না দিলে

এখনও হয়ত ব্যাটা র‍্যাঞ্চেই আছে।'

ড্রিঙ্ক শেষ করে টেবিলে গ্লাস রেখে দিল এলিসন। ভেবেছিল ধারের টাকা এতদিনে পেতে যাচ্ছে বুঝি। কিন্তু এখন অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এখানে আসাটাই বৃথা গেল। যা হবার হবে, ভাবল সে। সব কিছু বেচে যা পাওয়া যায় তাই লাভ। তারপর সোজা দক্ষিণে চলে যাবে।

'ব্যানক মারা গেল কি ভাবে?'

ইতস্তত করছে কালপিপার। 'খুন করা হয়েছে তাকে। র‍্যাঞ্চের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। মাথার পেছনে গুলি করা হয়েছিল।'

মাথা নাড়ল এলি। ব্যানকের কপালে যে এরকমই কিছু একটা ঘটবে জানত ও।

'খুনী ধরা পড়েছে?'

মাথা নাড়ল কালপিপার। 'উঁহু। কাউন্টি শেরিফ এসেছিল। দু'একদিন খোঁজ খবর নিয়ে ফিরে গেছে আবার। রিমরক নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় না। তাছাড়া ব্যানকের কোন বন্ধু বান্ধবও ছিল না। সুতরাং কেউ কোন উচ্চবাচ্যও করেনি এ নিয়ে।'

আবারো হুইস্কির বোতলের দিকে হাত বাড়াল কালপিপার। 'আগেই বলেছি। মাঝে মধ্যেই দক্ষিণ থেকে আসা ভবঘুরেরা ওর র‍্যাঞ্চে রাত কাটাত। জেফ্রি লোকটাও ছিল বোকা। নিজের ঘরে থাকতে দিত তাদের।' শ্রাগ করল এটর্নি, 'ওদেরই কেউ

হয়ত খুন করেছে জেফ্রিকে।'

হাতের গ্লাসটা টেবিলে রেখে দিল এলি। কালপিপারের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে লোকটা কিছুটা যেন হতাশ হল।

'স্লিমরকে আসার আগে এক মহিলার সাথে দেখা হয়েছিল। বলল সে নাকি জেফ্রির বউ।' স্বাভাবিক গলায় বলল এলি। 'সম্ভবত আমার আগেই শহরে এসে পৌঁছেছে সে। একটা চেস্টনাট ঘোড়া আছে তার। সাথে একটা রোয়ান থাকতে পারে।'

'আজ সকালে তুমি ছাড়া অন্য কেউ শহরে আসেনি,' বলল কালপিপার, 'ভোর থেকেই অফিসে আছি। আমার নজর এড়িয়ে শহরে কেউ ঢুকতে পারে না।'

একমুহূর্ত চুপ করে রইল এলিসন। ভাবছে ও। 'ডায়মণ্ড বারে যাবার পথটা কি?'

'শহর ছেড়ে উত্তরে যাও। পাহাড়ের ধার ঘেঁষে দূরে চলে গেছে একটা ওয়াগন রোড। ওটা ধরে এগুলেই পথে পড়বে র‍্যাঞ্চটা।'

উঠে দাঁড়াল এলি। কোটের বোতাম আটকে ঘুরে দাঁড়াল সে। পেছন থেকে ডাকল কালপিপার। 'শুনে যাও, এলিসন। আদালতে তোমার নামে নামখারিজ করার সময় তুমিই যে এলিসন সেটার প্রমাণও দাখিল করতে হবে আমাকে।'

'প্রমাণ?'

মাথা নেড়ে সায় জানাল কালপিপার। 'হ্যাঁ। আদালত

জানতে চাইবে।'

মৃদু হাসল এলিসন। 'বুঝেছি।' কোটের পকেট থেকে কালপিপারের লেখা চিঠিটা বের করল সে। এটর্নির হাতে ধরিয়ে দিল। 'এতেই চলবে। কি বল?'

চিন্তিত মনে দাড়িতে হাত বুলাচ্ছে কালপিপার। 'এতে কিছুই প্রমান হয় না। শুধু এতটুকু বোঝা যায় যে এই চিঠিটা তোমার কাছে আছে। কিন্তু তোমার পরিচয় সম্পর্কে কিছুই ধারণা করা যায় না।'

ভুরু কুঁচকে উঠল এলিসনের। একি ঝামেলা! বার্থ সার্টিফিকেট নেই ওর। আর্মিতে পদত্যাগ করার সময় একটা সার্টিফিকেট পেয়েছিল বটে। কিন্তু সেটা যে কোথায় আছে! হঠাৎ করেই জিনিসটার কথা মনে পড়ে গেল ওর।

'একমিনিট। একটা প্রমাণ বোধহয় আছে আমার সাথে।'

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল ও। স্যাডেল ব্যাগ হাতড়ে একটা কাগজ বের করল ও। ওয়েলস ফারগো কোম্পানীর একটা ওয়ান্টেড পোষ্টার। ওটা নিয়ে ফিরে এল অফিসে। কয়েক সেকেণ্ড পোষ্টারটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল কালপিপার। 'তু-তুমি সত্যিই এটা প্রমান হিসেবে দাখিল করতে চাও কোর্টে?'

না করার কোন কারণ দেখছে না এলিসন। এই অঞ্চলে ওর নামে কোন হুলিয়া নেই। এখানকার আইন ওকে খুঁজছে না। সুতরাং বাঁধা কোথায়?

কিছু নয় র‍্যাঞ্চটা। একটা উপত্যাকায় অবস্থিত। দু'পাশে পাথুরে পাহাড়। গরুতো দূরের কথা, কোন প্রাণীর অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু না। কেবিনের চিমনী দিয়ে ধোঁয়া উঠছে।
রাস্তাটা এসে শেষ হয়েছে কাঁটাতারের বেড়ায়। বহুদিনের পুরনো বেড়া। মরচে ধরে গেছে। জায়গায় জায়গায় খসেও গেছে। ছটো একটা খুঁটি উপড়ান। গেটের উপর একটা নোটিশ টাঙান। এতদিন পরে প্রায় মুছে গেছে অক্ষরগুলো। 'ডায়মণ্ড র‍্যাঞ্চ। প্রবেশ নিষেধ।' কষ্ট করে পড়তে পারল এলিসন।
জেফরীর যা স্বভাব, ভাবল সে। কখনই কারো সাথে বন্ধুত্ব পাতাতে পারত না।
ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল এলিসন। গেটটা খুলতে একটু কষ্টই হল। মরচে ধরা কব্জা, ঘোড়া দু'টোকে ভেতরে এনে আবার বন্ধ করে দিল। চেপে বসল স্যাডেলে।
সামনের মাঠটুকু পেরিয়ে যেতে হবে কেবিনে। আধাআধি পথ গিয়েছে মাত্র। এমন সময় দেখতে পেল কেবিনের দরজার কাছে হঠাৎই ধোঁয়া উড়ল খানিকটা। পরমুহূর্তে একটা বুলেট ছুটে উড়িয়ে নিয়ে গেল এলির হ্যাট। গুলির শব্দটা কানে পৌঁছাতে এক সেকেণ্ড দেরী হল। ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠল স্টিলড্যাস্টটা।
সময় নষ্ট না করে মাটির সাথে মিশে শুয়ে আছে ও। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে! আর দুই ইঞ্চি নীচ দিয়ে বুলেটটা গেলেই অক্কা

পেয়েছিল আর কি!
'কি ব্যাপার, কি হচ্ছে এসব?' চেঁচিয়ে ডাকল সে।
নারী কণ্ঠের উত্তর ভেসে এল। 'আগে থেকেই সাবধান করে দিলাম, এলিসন। ডায়মণ্ড র‍্যাঞ্চ থেকে দূরে থাক।'
লরা ব্যানক দাঁড়িয়ে আছে কেবিনের দরজায়।

৯

হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঠে বসল এলিসন। মেজাজটাই খিঁচরে গেছে ওর। 'গুলি থামাও।' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'কি পাগলামি শুরু করেছ।'
আবারো গুলি চালাল লরা। কানের ইঞ্চি ছয়েক দূর দিয়ে বাতাসে শিস কেটে চলে গেল তপ্ত সীসা। একটা বোল্ডারের গায়ে লেগে ছিটকে গেল আরেক দিকে।
দরজা থেকে নেমে এসেছে মেয়েটা। রাইফেল কাঁধে ঠেকান। এত দূর থেকে চেহারা ঠিক দেখা যাচ্ছে না। কাছেই কোথাও একটা কুকুর হিংস্র ভঙ্গিতে ডাকছে। ডাক শুনেই জানোয়ারটার আকৃতি অনুমান করা যায়। সম্ভবত ঘরের ভেতর বাঁধা আছে। বহু কষ্টে রাগ চাপল এলিসন। সম্পূর্ণ অসহায় সে। রিভ-

লবার দিয়ে এতদুর থেকে লক্ষ্যভেদ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কয়েকগজ দুরে স্টিলডাস্টটা দাঁড়িয়ে আছে। ওটার স্কাবার্ডে রয়েছে ওর উইনচেস্টার। কিন্তু সেদিকে এখন হাত বাড়ান মানেই লরার গুলিতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া। ভেবে চিন্তে আইডিয়াটা বাতিল করে দিল ও।

তাছাড়া মেয়েটাকে খুন করার ইচ্ছেও নেই ওর। নিতান্ত বাধ্য না হলে ওর কোন ক্ষতি করবে না।

ধীর পায়ে উঠে দাঁড়াল ও। মাথার উপর হাত তোলা। 'ঠিক আছে,' চেঁচিয়ে বলল সে, 'চলে যাচ্ছি আমি। গুলি করতে হবে না।'

এক পা এক পা করে স্টিলডাস্টটার দিকে এগতে শুরু করল। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ঘোড়াছ'টো। ঠাণ্ডায় আরো কাহিল অবস্থা। তাছাড়া খিদেও লেগেছে নিশ্চয়ই।

লাগাম হাতে নিয়ে চেপে বসল স্যাডেলে। মুখ ঘুরিয়ে গেটের দিকে রওনা হল ও। র‍্যাঞ্চের সীমানা ছেড়ে বেরিয়ে এল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশে ফুটতে থাকবে তারা। অাঁধার নেমে আসবে। লাল আভা ধরেছে পশ্চিমের আকাশ। ঠাণ্ডা এক ঝলক বাতাস এসে বাড়ি মারল এলির মুখে। প্রায় অবশ হয়ে যাবার জোগাড় ওর হাতের আঙ্গুলগুলো। কোটেও যেন ঠাণ্ডা বস মানছে না।

মুল রাস্তা থেকে সরে এল ও। নীচু জমির উপর দিয়ে চলছে। ছ'পাশে উঁচু পাহাড়। বাতাস থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া

গেল।

দীর্ঘ পথ ডিঙিয়ে ফিরে যেতে হবে শহরে। এই শীতের মধ্যে কথাটা মনে হতেই মেজাজ খিঁচড়ে গেল ওর। ঐ নচ্ছার মেয়েটাই এজন্যে দায়ী। এতক্ষণে নিশ্চয়ই চাকে ঢিল পড়া ভীমরুলের মত ক্ষেপে উঠেছে জাজ আর মার্শাল। প্রতি-শোধ তোলার জন্যে অপেক্ষা করবে তারা। নতুন করে চিন্তাটা উদয় হল এলির মনে। এই যে এত ঝামেলা ও করছে এর ফল কিছু মিলবে কি ?

ঘোড়া থামিয়ে নেমে দাঁড়াল এলি। একটা কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ এখুনি। ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে এখনও। একটা মেয়ের হাতে অপদস্ত হতে হল ওকে! কি অপমান!

মৃদু গলায় ডাকল হাঙ্কের ঘোড়াটা। কান খাড়া করে চেয়ে আছে পাহাড়ের ঢালের দিকে। জোরে জোরে কয়েকবার নিঃশ্বাস ছাড়ল স্টিলডাস্ট। একবার চূড়ার দিকে দৃষ্টি বুলাল এলিসন। কিছু চোখে পড়ল না।

কয়োট এসেছিল হয়ত, ভাবল ও। চোখ ফিরিয়ে নিল। আবার বিচার বিশ্লেষণ করতে বসল পরিস্থিতি। কালপিপার বলেছিল জেফরীর র‍্যাঞ্চে কোন লোক কাজ করত না। কারণটা এখন জানে সে। আসল কথা কোন দিন কোন গরু চরায়নি জেফরী। গরু তো দূরের কথা একটা ছাগল পর্যন্ত চরেনি ঐ র‍্যাঞ্চে। সুতরাং লোক রাখার প্রশ্নই উঠে না।

কিন্তু তাহলে ঐ র‍্যাঞ্চে জেফরী কি করত? রহস্যটা কি?

সিগারেটের মালমশলা বের করল এলি। হাতের আঙুলগুলো ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গেছে। সিগারেট রোল করতে কষ্ট হচ্ছে। পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে যদি শুধু এই জিনিস কিনে থাকে জেফ্রী, তাহলে বলতেই হয় টাকাটা পানিতে গেছে। সম্ভবত মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল ওর। ভালমন্দ না দেখেই কিনে ফেলেছে।

কিন্তু লরা ব্যানক র‍্যাঞ্চটা চায় কেন? একজন মেয়েমানুষকে আকর্ষণ করার মত কি এমন আছে ওখানে? উত্তর খুঁজে পেল না এলি।

আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল। কুয়াশা পড়বে। কালচে দেখাচ্ছে আকাশ। আঁধার হয়ে এসেছে। একটু পরে রওনা দেবে ও। রাতের আঁধারে সবার নজর এড়িয়ে ঢুকে পড়বে শহরে।

সিগারেটটা শেষ করে উঠে দাঁড়াল ও। স্টিলডাস্টের দিকে পা বাড়াবে মাত্র।

পাহাড়ের ঢালের উপর থেকে একটা নাকি গলা ভেসে এল। 'আরে, ওটা কিডের স্টিলডাস্ট না, জো? এখানে এল কি ভাবে?'

জমে গেল এলিসন। খুবই স্বাভাবিক গলায় কথাটা বলেছে লোকটা। কিন্তু গলার সুরে কিসের যেন আভাস। না দেখে বুঝতে পারল এলি, এই মুহূর্তে ওর পিঠ বরাবর তাক করা আছে একটা রিভলবার। লোকটা কি ধরনের হবে তাও সে বলতে

পারছে। আগে অনেক দেখেছে। একটাকেও পছন্দ হয়নি।

দ্বিতীয় আরেকটা গলা কথা বলে উঠল এবার। এটা একটু মোটা, নির্বিকার সুর। 'তাই তো। ঠিকই বলেছ পিটার। হাঙ্কের ঘোড়াটাও আছে।'

কোন রকম তাড়াহুড়ো না করে ধীর ভঙ্গিতে পেছন ফিরল এলিসন। শুনল জো বলছে, 'শালার এলাকাটা ঘোড়া চোরে ছেয়ে গেছে। সেদিন কডির একটা ঘোড়া চুরি গেছে......'

সরু চোখে লোক দু'টোকে পরখ করল এলিসন। পাথুরে ঢালের মাঝামাঝি জায়গায় ঘোড়ার উপর বসে আছে ওরা। ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চেহরা দেখে বোঝা যায় কাউহ্যাণ্ড।

গোঁফ আলার স্যাডেলের উপর আড়াআড়ি ভাবে রাখা একটা উইনচেস্টার। নির্লিপ্ত চেহারা। অন্যজন খানিক পরপর ফোঁত ফোঁত করে সর্দি টানছে। হাত সাবধানী ভঙ্গিতে কোল্টের বাঁটের উপর রাখা। দু'জনেই প্রস্তুত।

দ্রুত চিন্তা করছে এলিসন। অ্যামবুশ করা হয়েছে ওকে। ওরা জানত এপথ দিয়েই যাবে সে। আগে থেকেই পাথরের আড়ালে লুকিয়েছিল। ইচ্ছে করলেই আড়াল থেকে খুন করতে পারত ওকে। করেনি। কারণ শিকার নিয়ে খেলা করতে পছন্দ করে ওরা।

'এই ঘোড়াদু'টো কোথায় পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল পিট। দু'জনের মধ্যে একটু বেঁটে সে। গোঁফ আছে। চোখে

কৌতুকের ছোঁয়া।

শালার ঘোড়াছ'টো দেখছি বারবার ওকে ঝামেলায় জড়িয়ে দিচ্ছে। নিজের এই বোকামীর জন্যে নিজেকেই এখন গালি দিতে ইচ্ছে করছে। একবারে আক্কেল হয় না।

'তোমাদের ঘোড়া নাকি?' উল্টো প্রশ্ন করল ও।

পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল খুনীছ'টো। 'পিচফর্ক র‍্যাঞ্চের ঘোড়া।' জানাল পিটারস, 'আমরাও পিচফর্কের কর্মচারী।' ধীরে ধীরে রাইফেলের নল তুলে ধরল সে। এলির মাঝ শরীর বরাবর তাক। বোল্ট টেনে কক করল।

'ওগুলো কোথায় পেয়েছ, মিস্টার?'

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল এলিসন। এরা ছাড়ার বান্দা নয়। শুধুকথায় পিঠে ভিজবে না। জানে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ওর বিপরীতে। তবুও একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে।

'দেখো,' নিজেকে তৈরী করে নেবার সময়টুকু নিচ্ছে এলিসন, 'প্রাণীগুলোকে ছাড়া অবস্থায় ঘুরতে দেখলাম। তাই জড়ো করে শহরে নিয়ে যাচ্ছিলাম।'

ট্রিগার টিপে দিল পিট। কাঁধের উপর যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ল। মুচড়ে চরকীর মত ঘুরে গেল দেহটা। আছড়ে পড়ল মাটির উপর। সমস্ত শরীর বেয়ে তীব্র ব্যথার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি।

আরেকটার বোল্ট টানল লোকটা। খনখনে গলায় হেসে উঠল। 'আবার শুরু করা যাক। কোথায় পেয়েছ ঘোড়াছ'টো?'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল এলিসন। রাগে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে ও। 'নরকে যা, শালা শয়তান।' কথাটা বলেই ঝট করে পাশে সরে গেল। একই সাথে ওর কোট ফুটো করে বেরিয়ে গেল বুলেট। কোমড়ের কাছটা জ্বলে উঠল। চামড়া তুলে নিয়ে গেছে।

'শালা ঘাগু শয়তান।' হিংস্র ভঙ্গিতে বলল পিটারস। 'জো, হারামীকে রশি দিয়ে বাঁধ। প্রথমে র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাই। ওখানেই ফাঁসীতে লটকান যাবে।'

ঠিক তখনি পিলে চমকান গলায় ডেকে উঠল একটা কুকুর। গায়ের রক্ত যেন হিম হয়ে আসে।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল পিটার। দু'চোখে নগ্ন আতঙ্ক। দিশে-হারা হয়ে পড়েছে সে। এইখানে কুকুর কোথার থেকে আসে মাথায় আসছে না। ঘুরে দাঁড়ানর জন্যেই জানে বেঁচে গেল পিটার।

ওর কয়েক ইঞ্চি পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল রাইফেলের বুলেটটা। এলিসনের পায়ের কাছে একটা পাথরে আঘাত লেগে পাথরকুচি ছিটাল।

পুরো ঘটনাটা ঘটতে এক সেকেণ্ডের বেশী লাগল না। কিন্তু সেটাই এলির জন্যে অনেক সময়। বিদ্যুৎ গতিতে ওর হাতে উঠে এল কোল্ট পয়েন্ট ফোর ফাইভ।

বিপদটা টের পেয়ে ঘুরতে যাচ্ছিল পিটার। গর্জে উঠল এলি-সনের রিভলবার। একবার মাত্র ট্রিগার টিপল সে। মাথায়

গুলি লেগে স্যাডেল থেকে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। ভয় পেয়ে ছুট লাগাল ওর ঘোড়াটা। মালিকের গায়ের উপর দিয়ে ছুটে চলে গেল ওটা।

অপরজন এতক্ষণে রিভলবার তুলে এনেছে হাতে। কিন্তু ঘটনার এই আকস্মিকতায় ইতিমধ্যেই সময় নষ্ট করে ফেলেছে কয়েক সেকেণ্ড। ওর জীবনের শেষ কয়েক সেকেণ্ড।

ট্রিগার টিপল এলিসন। বুকের উপর বুলেট লাগায় টলে উঠল লোকটা। একই সাথে তার রিভলবার থেকে বেরিয়ে এল লক্ষ্য-ভ্রষ্ট বুলেট। দ্বিতীয় বুলেট ওর গলা ফুটো করে দিল।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল এলিসন। এখনি ঝাঁপ দেবে কুকুরটা। ওটার দিকে রিভলবার তাক করল সে।

'ব্রুটাশ, থাম।' তীক্ষ্ণ গলায় আদেশ করল কেউ। বাধ্য ছেলের মত থেমে দাঁড়াল কুকুরটা।

গলাটা চিনতে পেরেছে এলি। লরা ব্যানক। একটু পরেই বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দু'টো ছায়ামূর্তি। একজন লরা। অন্যজন ছোট খাট একটা চীনা। ঢোলা প্যান্ট পরনে। মাথার পেছনের লম্বা চুল বেণী করে রাখা।

এতক্ষণে আবার কাঁধের ব্যথা অনুভব করছে এলিসন। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করার চেষ্টা করছে।

'গুলি লেগেছে?' প্রশ্ন করল লরা। ওর হাতে ধরা একটা রাই-ফেল। ভীত চকিত চেহারা।

'তেমন কিছু নয়।' মিথ্যে বলল এলিসন। রিভলবারের নল

মেয়েটার দিকে ফেরান। কোন রকম ঝুঁকি নিতে চায় না সে। কুকুরটা থেমে দাঁড়িয়েছে বটে। তবে ঘর ঘর করে শব্দ করছে গলা দিয়ে।

'গুলির শব্দ শুনেছি আমি,' বলল লরা, 'কেন যেন ধারণা করেছিলাম বিপদে পড়বে তুমি।'

বেশ দুর্বল বোধ করছে এলিসন। প্রায়ই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি। কান দু'টো গরম হয়ে উঠছে। 'আরেকটু দেরী হলেই গিয়েছিলাম আর কি।' কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ওর। 'তা লোকগুলোকে চেন?'

'পিচফর্ক র‍্যাঞ্চের। ক্যারাডিনের লোক। তুমি ডায়মণ্ড বারে আসার একটু আগেই ওরা এসেছিল। এঁটে উঠতে না পেরে ফিরে গেছে। ভেবেছিলাম তুমিও বুঝি.........'

ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপ উঠল লরার শরীরে। 'আধা আধি। রাজী এখন?' হালকা আপোষের গলায় জানতে চাইল সে।

শ্রাগ করল এলিসন। জানে, কেন হঠাৎ মত পরিবর্তন করল লরা। আসল কথা এলিকে ওর দরকার। অন্তত ডায়মণ্ড বার দখলে রাখার জন্যে।

হোলস্টারে রিভলবার ঢুকিয়ে রাখল এলি। স্টিলডাস্টটার পাশে এসে দাঁড়াল। দড়ি খুলে মুক্ত করে দিল হাঙ্কের ঘোড়াটা। বহু কষ্টে উঠে বসল স্যাডেলে। হাঁপাচ্ছে ও।

লরার দিকে ফিরে তাকাল। আবার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

'চল, বাড়ি যাওয়া যাক।' এর পরে আর কিছু মনে নেই ওর। স্যাডেল থেকে ঢলে পড়ে গেল সে।

১০

জ্ঞান ফেরার পরেও কয়েক সেকেণ্ড স্থির পড়ে রইল এলিসন। ও কোথায়? ধীরে ধীরে পুরো ঘটনা মনে পড়ল ওর। কাছেই কোথাও আগুন জ্বলছে। কাঠ পোড়ার ফট ফট শব্দ হচ্ছে। আবহাওয়া উষ্ণ, বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ। উরুর উপর হাতিয়ে দেখল। হোলস্টার নেই। চোখ মেলে তাকাল এলিসন। মুখের উপর ঝুঁকে আছে লরা। চোখে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি। 'কেমন বোধ করছ এখন?'

উত্তর দেবার আগে একমুহূর্ত চিন্তা করে নিল ও। 'ভাল। আগের চাইতে ভাল।' কাঁধে একটা ব্যাথা আছে। তবে তীব্রতা নেই।

উঠে বসল এলিসন। ডান হাতটা নেড়ে দেখল। অসুবিধা হয় না ওর। বুট জুতো খুলে ফেলেছে লরা। কোটটাও খুলে নিয়েছে। চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে খুঁজল ওর রিভলবার। দেয়ালের গায়ে একটা পেরেক থেকে ঝুলছে গানবেল্ট। আশ্বস্ত হল।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে ওর কাঁধে আর হাতে। কাজটা আনাড়ী হাতের হলেও আপাতত এতেই চলবে।

'আগে কোন দিন এসব কাজ করিনি।' মৃদু গলায় বলল লরা।

'ধন্যবাদ।' শুষ্ক গলায় বলল এলিসন। মেয়েটাকে যতটুকু ভেবেছিল তার চাইতেও বেশী শক্ত।

এবার ঘরটা পরখ করে দেখল। বিরাট একটা ফায়ারপ্লেস। ওটার সামনে একটা কম্বল পেতে শোয়ান হয়েছিল ওকে। পাথরের তৈরী ফায়ারপ্লেস। বড় বড় পাথর চৌকোনা করে কেটে একটার উপরে আরেকটা বসান হয়েছে। এঁটেল মাটি দিয়ে জোড়া লাগান হয়েছে। বেশ দক্ষ হাতের কাজ। নিশ্চয়ই জেফরীর।

ওপাশে একটা কামরা। দরজার উপর রংবেরংয়ের একটা ইণ্ডিয়ান চাদর ঝোলান। সম্ভবত বেডরুম ওটা।

'আমাকে এখানে নিয়ে এলে কিভাবে?'

মৃদু হাসল লরা। ওর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট খাট চীনে লোকটার দিকে ইঙ্গিত করল। ওদের দু'জনকে উৎসুক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে সে।

'টুই সং সাহায্য করেছে।'

টুই সংটা আবার কে, অবাক হয়ে ভাবল এলিসন। পরক্ষণে কালপিপারের কথা মনে পড়ল। ও বলেছিল জেফরীর একটা চীনে কুক ছিল। সেই হবে নিশ্চয়ই।

'স্যুপ রেঁধেছে টুই সং।' টেবিলের উপর একটা বাটি দেখিয়ে

৭—

বলল লরা। 'খিদে লেগেছে নিশ্চয়ই? খেয়ে নাও কিছু।'
মৃদু শ্রাগ করল এলিসন। মনটাই খারাপ হয়ে গেছে ওর। যত্তো-সব! ব্যাংকের কাছ থেকে এই কিনা পেল সে! পাঁচ হাজার ডলারের প্রতিদান একটা জঙ্গলা জায়গা, যার নাম র‍্যাঞ্চ, একটা বেহুদা মেয়েলোক, আর এই চাইনীজ কুক। যার কোন-টাকেই এক কানাকড়ি বিশ্বাস করতে পারে না ও। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল এলি, আর কোনদিন কাউকে এক কানাকড়িও ধার দেবে না। দিলেও সম্পূর্ণ ভুলে যাবে।
উঠে দাঁড়াল ও। খাওয়া দরকার। এক আজব খাদ্য পাকিয়েছে চীনেটা। ও নিশ্চিত আগে কখনও দেখেনি। তবে গন্ধটা বেশ। জিভে পানি এসে যায়। অবশ্য সাপ ব্যাঙ না হলেই হল।
বুকের উপর হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে টুই সং। চাপ্টা হলদে মুখে কুঁত কুঁতে দু'টো চোখ পছন্দ হল না এলির।
'এই ব্যাটা এখানে কি চায়?' বিরক্ত গলায় জানতে চাইল ও।
'র‍্যাঞ্চের লোক। এখানেই থাকে।' জানাল লরা। একটা বাটিতে খানিকটা স্যুপ ঢেলে এলির সামনে দিল।
'রান্নার কাজটা ভালই পারে সে। আমি যখন ডায়মণ্ড বারে আসি……' টুই সংয়ের দিকে চাইল সে, 'জেফরীর মুখে শুনেছি বেশ কয়েক বছর আগে ওদিকের পাহাড়ে চীনাদের বসতি ছিল। খনিতে কাজ করত ওরা।'
চেয়ার টেনে বসল এলিসন। 'তুমি খাবে না?'

মাথা নাড়ল লরা। 'উঁহু। খেয়ে নিয়েছি আগেই।' এলিসনের কঠোর দৃষ্টি দেখে থেমে পড়ল। 'ওহ্, বুঝেছি। ঠিক আছে খাচ্ছি।' মিটসেফ থেকে একটা বাটি বের করল ও। এলিসনের মুখোমুখি বসল।
'আমাকে বিশ্বাস কর না। তাই না?'
নিরীহ মুখের ভঙ্গি লরার। দেখে মনে হয় নিষ্পাপ শিশু। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। বড় বড় চোখে অভিমানের ছায়া।
'না করি না;' মুখের উপর বলে দিল এলিসন। 'ওই ব্যাটা-কেও না।' টুই সংয়ের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখাল। 'ওকে যেতে বল এখান থেকে।'
'কোথায়?'
'তার আমি কি জানি?' খেঁকিয়ে উঠল সে, 'জাহান্নামে যাক। যেখানে ওর জ্ঞাতি গুষ্ঠিরা আছে। এখানে ওর দরকার নেই।'
উঠে দাঁড়াল লরা। রাগী দৃষ্টি। 'ও গেলে আমিও চলে যাচ্ছি।'
শ্রাগ করল এলিসন। 'যাও। কেউ বাঁধা দিবে না।'
ধপাস করে আবার বসে পড়ল লরা। ফণা নামিয়ে নিল। হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গি। 'প্লিজ, এলি ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা কর। ওর যাবার কোন জায়গা নেই। তাছাড়া ওকে আমাদের দরকার। রাঁধুনী হিসাবে আমার দুর্নাম আছে।'
ওকে রান্না করে খাওয়াবে আশাও করে না এলিসন।
'কেন, আমাকে যখন গুলি করে ভাগিয়ে দিলে তখন তো কোন

দরদ ছিল না।' ঝাঁঝাল গলায় বলল এলি 'এখন আবার মত পরিবর্তন করলে কেন ? মতলবটা কি ?'

মিষ্টি করে হাসল লরা। 'বাব্বা !' মৃদু গলায় বলল, 'ভীষণ সন্দেহ প্রবণ মন তোমার !'

সামনে ঝুঁকে বাম হাতে লরার ঘাড় চেপে ধরল এলিসন। এক পা সামনে বাড়িয়েছিল টুই সং। এলির দৃষ্টির সামনে থমকে দাঁড়াল।

'উত্তর দাও ?'

ভয় পেয়েছে লরা। দু'চোখে নিখাদ আতঙ্ক। পেছনে সরে যাবার চেষ্টা করল সে। ঘন ঘন ঢোক গিলছে। দেখে মনে হচ্ছে এখনি কেঁদে ফেলবে বুঝি।

'মেয়েদের সম্মান করতে শেখ।' ঘাড় ডলতে ডলতে বলল লরা, 'নীচ, ইতর..........'

'বেশী বকবক করলে ঘাড় মটকে দেব।' হুমকি দিল ও। মেয়েটার মনে বড় প্যাঁচ। প্রথম থেকেই ওকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে। ক্রেসকোর বাড়ি থেকে ইচ্ছে করেই পালিয়েছিল। ওর ঘোড়াটাও প্ল্যান করেই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। জানত কিডদের ঘোড়ায় চেপেই শহরে আসতে হবে এলিসনকে। আর পিচফর্কের ঘোড়ায় করে আসা মানেই ঝামেলায় পড়া। ওকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে নিশ্চিন্তে এখানে বসে মজা দেখছে !

'ভেবে চিন্তেই মত বদলেছি,' লরা বলল, 'একা আমার পক্ষে

এই র‍্যাঞ্চ সামলান সম্ভব না।'

এলিসন উঠে ওর গানবেল্টটা কোমড়ে বাঁধল। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ্য করছে মেয়েটা। 'প্রথমেই ভুল করে ফেলেছি আমি,' নীচু গলায় বলছে সে, 'আসলে জুরাডো হাউজে যাওয়া উচিত হয়নি আমার। খামোখাই যেচে পড়ে ঝামেলা ডাকলাম।'

রিভলবার বের করল এলিসন। দেখল ডান হাতটা সচল আছে। নাহ্, এতে কাজ চলবে না। আরো ক্ষিপ্রতা হওয়া দরকার। এখনও ব্যাথা করে হাতে। দু'একদিন লাগবে আগের গতি ফিরে আসতে।

হ্যামার কক করে ঘুরে দাঁড়াল ও। এগিয়ে আসছিল টুই সং। মাঝপথেই থমকে দাঁড়াল। দু'চোখে আতঙ্ক। চকচক করছে হলদে মুখ। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে বেরিয়েছে।

ঢোক গিলল লরা।

'এলিসন, না !'

দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়েছে টুই সং। যেন আশা করছে এখনি দু'ফাঁক হয়ে ওকে আড়াল করে দেবে দেয়ালটা।

হাসল এলিসন। হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল সিক্স শুটারটা।

ফোঁস করে দম ফেলল লরা। 'মোটেও উচিত হয়নি তোমার এ কাজ করা। দেখো তো, বেচারী কেমন ভয় পেয়ে গেছে।'

চীনাটার মুখের উপর দৃষ্টি বুলাল এলিসন। মনিবকে ভয় পাওয়া ভাল।

বেডরুমের দিকে এগিয়ে গেল। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল

ভেতরে। কোন আসবাব পত্র নেই বললেই চলে। শুধু একটা চাউস খাট। আমন্ত্রণ জানাচ্ছে নরম গদি। কাজের জিনিসই বানিয়েছে বটে জেফরী। অবশ্য এমন বউ পেলে সবাই বানাবে।

একপাশের দেয়ালে ছোট্ট একটা জানালা। এটাতেও পর্দা আছে। ছোট চেস্ট আর ড্রয়ারের উপর আয়না। পাশে একটা লণ্ঠন জ্বলছে।

লরার দিকে ফিরে তাকাল ও। 'কোথায় ঘুমাবে তুমি?'

'বেডরুমে।'

সংয়ের দিকে ইঙ্গিত করল। 'ও কোথায় ঘুমায়?'

'বাইরে। বার্ণে ব্যবস্থা আছে ওর।'

দরজার দিকে আঙ্গুল তুলে ধরল এলিসন।

'যেতে বল ওকে। দূর কর।'

না বললেও পালিয়ে বাঁচত টুই সং। দ্রুত দরজার দিকে এগল সে। 'যাচ্ছি। ঝামেলায় নেই আমি……' লোকটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী বলে।

ওর দিকে এক পা এগিয়ে গেল এলিসন। চট করে দরজা গলে বেরিয়ে গেল টুই সং।

দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিল এলি। বাইরে একটা কুকুর ডাকছে।

'তোমার কুকুর?' লরাকে জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল মেয়েটা। 'হ্যাঁ। ব্রটাস। ছোট

থেকে পেলেছি। বিশ্বস্ত। কেউ যদি আমাদের অজান্তে র‍্যাঞ্চে ঢুকতে চায়, জানান দেবে ও।'

বেডরুমে পা রাখল এলিসন। 'এসো, শুতে এস।'

নড়ছে না লরা।

হাসল এলি। 'যা ভাল বোঝ কর। হয় আমার সাথে এখানে ঘুমাতে হবে। নয়ত বিছানাপত্র নিয়ে বেরিয়ে যাও। চাই-নীজটার সাথে আস্তাবলে ঘুমোও।'

একমুহূর্ত নড়ল না লরা। তারপর বলল, 'রাগছ কেন? আমি না বলিনি! তাছাড়া আমরা দু'জনে তো পার্টনার।'

'অবশ্যই।' কিন্তু অন্যকথা ভাবছে এলিসন। পার্টনার! কালপিপার ফিরে না আসা পর্যন্ত একসাথে থাকতে আপত্তি নেই। একবার শুধু নিজের নামে খারিজ করে নেই র‍্যাঞ্চটা। ঘাড় ধরে বের করে দেব।

'আধা আধি ভাগ আমাদের?'

'এখন এসো।' খেঁকিয়ে উঠল এলিসন।

শ্রাগ করল লরা। বেডরুমে ঢুকে ঘুরে দাঁড়াল। এক এক করে খুলতে শুরু করল কাপড়।

১১

ডায়মণ্ড বারের পুবে, চোদ্দ মাইল দূরে পিচফর্ক র‍্যাঞ্চ। বেশ বড় র‍্যাঞ্চটা। মালিকের নাম ডেভ ক্যারাডিন।

হাঙ্কের গ্রে আর কিডের ঘোড়াটা পিচফর্কের দিকে এগিয়ে চলেছে দুলকি চালে। সওয়ারবিহীন নিশ্চিন্ত পথচলা। ডায়মণ্ড বারকে ঘিরে থাকা পাহাড়ী রিজগুলো ছাড়িয়ে অনেক দূরে উঁচু পথ বেয়ে চলছে ওগুলো। চাঁদের আলোয় চারদিক আলোকিত। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ট্রেইলের পাশ ঘেঁষা ঝোপে আলোড়ন তুলে এগিয়ে যাচ্ছে প্রাণী দুটো।

কয়েকটা কয়োটের নজর কাড়ল ওরা। সাবধানে, ধৈর্যের সাথে অনুসরণ করে যাচ্ছে কয়োটগুলো। তাড়াহুড়া করে শিকার হাতছাড়া করতে চায় না।

শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল ওরা। ঘোড়াদুটো মাঝরাতের দিকে পৌঁছে গেল পিচফর্কে। উইণ্ডমিলের পাশে থামল। উইণ্ডমিল দিয়ে পানি উঠান হয় রাতদিন। বিশাল এক চৌকোণা পাত্রে জমা হতে থাকে পানি।

ঘোড়াদুটো তৃষ্ণার্ত। পানি দেখে তৎক্ষণাৎ মুখ ডুবিয়ে দিল।

র‍্যাঞ্চের অনেকগুলি কুকুরের মাঝে একটা শব্দ পেয়ে এগিয়ে এল। ঘোড়া দেখে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল স্বাভাবিক নিয়মে। অস্বাভাবিক যে কোন ঘটনার সাড়া দিতে এগুলো তৎপর।

কুকুরের ডাক শুনে একজন কাউহ্যাণ্ড বেরিয়ে এল কি ঘটেছে দেখার জন্য। এক হাতে রাইফেল। ও ভাবছে কয়োটের কথা। বদখত জন্তুগুলো প্রায়শই র‍্যাঞ্চের গরুর উপর আক্রমণ চালায়।

ঘোড়াগুলো নজরে পড়ল ওর। রাইফেলটা কক করে দৌড়ে এল সে। যা ভেবেছে তাই। র‍্যাঞ্চহাউজের দিকে দ্রুত পদক্ষেপে এগোল কাউহ্যাণ্ডটা। দরজায় ধাক্কা মারতে লাগল জোরে জোরে।

জানালার কাচটা প্রথমে আলোকিত হল। তারপর খুলে গেল দরজাটা। তরুণী এক টাওজ ইণ্ডিয়ান মেয়ে নাইট গাউন পরে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। সদ্য বিকশিত বুকদুটো গাউনের ঢিলেঢালা আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

কাউহ্যাণ্ডটা তাড়া লাগাল, 'মিস্টার ক্যারাডিনকে ডাক। শিগগীর।'

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। অস্থির পদক্ষেপে পায়চারী করতে লাগল পিচফর্কের পুরোনো কর্মচারী। শক্ত, পাকান শরীর তার। অনেক বছর পেরিয়ে গেছে জীবনের। পিচফর্কের পুরোন লোক। ক্যারাডিনের বাবার আমল থেকে কাজ করছে। সে মারা যাওয়ার পর তার ছেলে ক্যারাডিন, কোত্থেকে জানি

এসে র‍্যাঞ্চের দায়িত্ব বুঝে নিল। মালিকের ছেলেকে ছোট-বেলায় চিনত সে। বড় হওয়ার পর খুব একটা দেখেনি।

বালক ক্যারাডিন ওর অপরিচিত নয়—কিন্তু পূর্ণবয়স্ক ক্যারা-ডিনকে সে চেনেনা।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল ক্যারাডিন। লম্বা, একহারা গড়নের শরীর। চোখদুটো দর্শনীয়। সরু। সব সময়ই যেন অতৃপ্ত, ক্ষুধার্ত এক দৃষ্টি। মুখটা পরিষ্কার। দাঁড়ি গোঁফের জঞ্জাল নেই। অথচ থাকাটাই হালের ফ্যাশন।

কাউহ্যাণ্ডের হাতে ধরা রাইফেলের উপর নজর পড়ল ওর।

'কি ব্যাপার, ওয়ালি? কি হয়েছে?'

পানির পাত্রের দিকে ইঙ্গিত করে সেদিকে হাঁটা ধরল ওয়ালি। ডেভ অনুসরণ করল তাকে।

ঘোড়াগুলি অশান্ত ভঙ্গিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চারপাশ। তৃষ্ণা মেটেছে ওদের। কিন্তু ক্ষুধা মেটেনি। হাঙ্কের গ্রে'টা থেকে থেকে ডেকে উঠছে তীক্ষ্ণ স্বরে। চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ।

'কয়েক মিনিট আগে পেঁাছেছে ঘোড়াদুটো,' ওয়ালি বলল। 'হাঙ্কের গ্রে ওটা। গতকাল সকালে কিডকে নিয়ে বেরিয়েছে হাঙ্ক......' ঘোড়ার স্যাডেলে বুলেটের আঘাতে ছেঁদা হয়ে যাওয়া জায়গাটার উপর আঙুল বোলাল সে। 'মনে হচ্ছে জো আর লাও পিটার্স ডায়মণ্ড বারে গিয়ে বিপদে পড়েছে।'

ডেভ মাথা ঝাঁকিয়ে সম্ভাবনাটা অনুমোদন করল। ওর পরনে শহুরে পোষাক। গলায় টাই। ওকে একজন র‍্যাঞ্চ মালিকের

চেয়ে স্মার্ট কোন জুয়াড়ী ভাবাই বেশী সঙ্গত। রাতের বেলাই জুয়া খেলার উপযুক্ত সময়। তাই রাতে বেশ ফিটফাট থাকে ওরা। ওয়ালি সব সময়ই ডেভকে চমৎকার পোষাক পরা অবস্থায় দেখেছে। পিচফর্কে ফিরে আসার পর থেকে সাধারণ মানের পোষাক পরেনি বোধহয় ডেভ।

'লোকজনদের ডেকে তোল,' শান্তকণ্ঠে নির্দেশ দিল সে। বেশ সহজেই নিজের রাগকে দমিয়ে রেখেছে। কণ্ঠ শুনে ভেতরের প্রচণ্ডতা টের পাবে না কেউ। চোখ দুটো জ্বলছে। এখানেই শুধু প্রকাশ। 'ডায়মণ্ড বারে যাচ্ছি আমরা।'

ঘুরে, র‍্যাঞ্চ হাউজের দিকে পা বাড়াল ডেভ। ওয়ালী ঘোড়া-দুটোকে নিয়ে ঢোকাল আস্তাবলে। প্রথমে স্যাডেলগুলি খুলে ফেলল পিঠ থেকে। তারপর শিমবিচির ছাতু আর খড় দিল খেতে। অনেক কষ্ট করেছে প্রাণী দুটো। খাদ্যটা প্রাপ্য ওদের।

বাইরে বেরিয়ে এল ওয়ালী। আকাশে মিটিমিটি তারা জ্বলছে অসংখ্য। ঘণ্টাছয়েক পর ভোরের আলো ফুটবে।

উত্তর পশ্চিম দিকে দৃষ্টি ফেরাল সে। ওদিকে ডায়মণ্ড বার। পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে দৃষ্টি পথ থেকে। কি আছে ওই র‍্যাঞ্চটাতে? কি এমন মহামূল্যবান সম্পদ, ডেভ ক্যারা-ডিন যার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে?

ডায়মণ্ড বারের কিছুই নেই। কিছু না। জেফরীর সময়ে কয়ে-কটা গরু চরত। ব্যাস, আর কিছু না। ও মারা যাওয়ার

পর সে গুলিও উধাও। র‍্যাঞ্চের জমি? সেটাও আহামরি গোছের কিছু নয়। রুক্ষ, পাহাড়ী প্রান্তর। ঘাস-টাস বিশেষ জন্মেনা। মোটকথা, ডায়মণ্ড বার এমনি দিয়ে দিলেও কেউ নেবে কিনা সন্দেহ। অথচ......
ডেভ ক্যারাডিন মরিয়া হয়ে উঠেছে র‍্যাঞ্চটার জন্য। ছলে-বলে-কৌশলে যে কোন উপায়ে ওটা দখল করতে চায় সে। ওয়ালী বোঝেনা, কি কারণে এমন ক্ষেপে উঠল ডেভ। জেফরী মাঝখানে কিছুদিন ডায়মণ্ড বারে ছিলনা। ও ফিরে আসার পর থেকেই ডেভের অদ্ভুত ইচ্ছাটা চাগিয়ে উঠেছে। রহস্যটা এখনো ধরতে পারেনি ওয়ালি।
যাহোক, আপাতত সে ভাবনাটা স্থগিত রেখে বাঙ্কহাউ-জের দিকে এগোল। সবগুলো কাউহ্যাণ্ড নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। এই চমৎকার ঘুম থেকে উঠাতে গিয়ে সবার অপ্রিয় হতে হবে ওয়ালীকে। তবু উপায় নেই।
ছোট একটা শ্বাস ফেলে লোহার ছোট্ট ডাণ্ডাটা তুলে নিল সে। ঝুলন্ত, তিনকোণা পিতলের প্লেটে বাড়ি মারতে লাগল।

১২

সূর্য তখন সবে উঠছে। দিগন্তের ওপারে উঁকি মেরেছে লাল উত্তাপহীন অগ্নিপিণ্ড। আঁধার কাটেনি ঠিকমত। এমন সময় হাজির হল পিচফর্কের দল। ক্যারাডিন মধ্যে। তার দু'পাশে ঘোড়ায় চেপে ছয়জন অশ্বারোহী। সবাই সশস্ত্র।
কুকুরের ডাকে টনক নড়ল এলিসনের। উত্তেজিত গলায় ডেকে চলেছে ক্রটাস। লরার সাথে নাস্তা সারছিল এলি। জানা-লার পাশে এসে বাইরে উঁকি দিল টুই সং।
'ক্যালাদিন......' উত্তেজিত গলায় বলল সে। ভয় পেয়েছে লোকটা।
নিজেদের উপস্থিতি লুকানর কোন রকম চেষ্টাই করছে না ওরা। মাটির উপর ক্ষুরের আওয়াজ হচ্ছে। সোজা এদিকেই এগিয়ে আসছে।
র‍্যাঞ্চ হাউজের সামনে এসে থেমে দাঁড়াল। ক্যারাডিন সবার সামনে। কোটের উপর দিয়ে গানবেল্ট ঝুলিয়েছে ডেভ। একটা রূপোর কারুকাজ করা শিথ এণ্ড ওয়েসনের বাঁট উঁকি দিচ্ছে।

ক্যারাডিনের ঘোড়ার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে কুকুরটা। তীক্ষ্ণ দাঁত বের করে খেঁকিয়ে চলেছে। যেন সাক্ষাত যম। ভয় পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে ঘোড়াটা।

বন্ধ দরজার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্যারাডিন। নির্বিকার মুখভঙ্গি। 'লরা, কুত্তাটাকে সরাও। নাহলে গুলি করতে বাধ্য হব।'

উঠে দাঁড়াল এলিসন। দেয়ালের আঙটায় ঝুলান ওর কোটের দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওটা দাও।' কাঁধটা এখনও শক্ত হয়ে আছে। ও যে আহত হয়েছে সেটা ক্যারাডিনকে দেখাতে চায় না সে। যতটা সম্ভব স্বাভাবিক থাকতে চায়।

কোট পরতে সাহায্য করল লরা।

ফায়ার প্লেসের পাশে রাখা উইনচেস্টারটা তুলে নিল এলিসন। ম্যাগাজিনে গুলি ভরে লিভার টেনে রাখল।

ঝট করে দরজা খুলে ধরল ওরা। অর্ধেক সূর্য উঠে গেছে। সূর্যের বিপরীতে কালো মূর্তির মত দেখাচ্ছে দলটাকে।

'ক্রুটাস......সরে আয়......' হাত নাড়ল লরা।

ফিরে তাকাল কুকুরটা। আধহাত লাল জিভ বেরিয়ে আছে। ঝিলিক মেরে উঠল সাদা দাঁত।

'যা।'

শেষ বারের মত আগন্তুকদের উদ্দেশ্যে কয়েকবার সাবধান বাণী জানিয়ে সরে গেল ওটা। মেয়েটাকে অদ্ভুত মানে প্রাণীটা। মনে হয় ওর জন্যে জান দিতেও রাজী আছে। টুই সংকে চেনে

বটে। তবে তার কথায় কান দেয় না। আর এলিসনকে মোটেও বিশ্বাস করে না। সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থাকে। লরা চলে যাবার পরে প্রায় আধাপাগল হয়ে গিয়েছিল ক্রুটাস। পাহাড়ে, জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। শিকার করে খেত।

স্থির চোখে এলিসনের দিকে তাকিয়ে আছে ক্যারাডিন।

'তুমিই সেই ঘোড়াচোর? রিমরককে তোমাকেই ফাঁসীতে লটকাতে চাচ্ছিল ওরা?'

শ্রাগ করল এলি। 'কই আর লটকাল। শেষ পর্যন্ত মত পাল্টেছে জাজ।'

লরার দিকে তাকাল ক্যারাডিন। 'জো ব্যাস আর লাও পিটা-রসের কি হয়েছে?'

'আমি কি জানি?' সাহস সঞ্চয় করে বলল লরা, 'পাহাড়ের দিকেই যেতে দেখলাম। আমার উপর হামলা করেছিল......'

'দুজনকেই খতম করে দিয়েছি আমি।' ধীর গলায় বলল এলিসন।

সেটাই ধারণা করেছিল ডেভ। এলিসনের উপর ফিরে এল ওর দৃষ্টি। মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠেই নিভে গেল চোখের মনি। বহু কষ্টে নিজেকে শান্ত রাখছে সে।

'কিড আর হাঙ্ক বেস্টার?'

মাথা নাড়ল এলিসন। 'ওরাও মারা গেছে।'

'কখন?'

'পরশু রাতে। জুরাডো হাউজে ওদের লাশ রেখে এসেছি।'

নির্বিকার ভাবে কথা বলছে এলিসন। যেন বহুদিনের পরিচিত বন্ধুর সাথে খোশ আলাপ করছে।

থমকে গেল ক্যারাডিন। ঝট করে পাশ ফিরল। হালকা পাতলা একটা লোকের দিকে তাকাল। 'জুরাডো হাউজে কি করতে গিয়েছিল ওরা?' রাগত স্বরে জানতে চাইল ও।

'ওকে জিজ্ঞেস করছ কেন?' নিরীহ গলায় বলল এলিসন, 'আমি জানি কেন গিয়েছিল। ইচ্ছে ছিল খুন করবে আমাকে। আপশোস হচ্ছে লোকটার জন্যে।'

ঝট করে ওর দিকে ফিরে তাকাল ডেভ। 'অসম্ভব! আমি ওদের পাঠাইনি।' তীক্ষ্ণ গলায় বলল সে। নিখাদ বিস্ময় ফুটে উঠেছে চেহারায়। হয় লোকটা সত্যিই জানে না, কিংবা দারুণ অভিনয় করে ভাবল এলিসন।

'অন্য কেউ পাঠিয়েছিল।'

ক্যারাডিন লোকটা চালাক। কিড আর হাঙ্কের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে দ্রুত কাজের কথায় চলে এল। সামনের দিকে ঝুঁকে প্রশ্ন করল, 'শুনলাম ডায়মণ্ড র‍্যাঞ্চের নয়া মালিক হিসেবে নিজেকে দাবী করছ তুমি?'

'সহ-মালিক,' মধ্যে থেকে চট করে বলে উঠল লরা, 'আমরা দু'জন অংশীদার।'

নিঃশব্দে হাসছে ক্যারাডিন। বিদ্রুপের ছোঁয়া তাতে।

'তুমি ফিরে আসবে জানতাম আমি। কিন্তু এই লোকটাকে আশা করিনি।' এলির উপর আরেকবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল সে।

'এলিসন, না? নামটা কোথায় যেন শুনেছি......'

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে এলিসন।

'তুমি এখানে কি চাও?'

'জেফরী কোন কালেই কারো বন্ধু ছিল না,' ধমকে উঠল ডেভ, 'সবাই জানে একথা।'

'তুমিই আমার বন্ধুকে খুন করেছ নাকি?'

আচমকা প্রশ্নে চমকে উঠল ক্যারাডিন। এধরণের কিছু আশা করেনি সে। পরক্ষণে বলে উঠল, 'করতাম। কিন্তু দুঃখের কথা। আমার আগেই কাজটা কেউ সেরে দিয়েছে।' লরার দিকে দৃষ্টি ঘুরাল।

'তোমাকে এই শেষ বারের মত একটা প্রস্তাব দিচ্ছি আমি;' বলল সে, 'নগদ দু'হাজার ডলার পাবে ডায়মণ্ড বারের জন্যে। অমত করলে পস্তাতে হবে।'

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল লরা।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড ওর দিকে তাকিয়ে রইল ডেভ। এলিসনের দিকে ফিরল। 'তুমি কি বল?'

'টাকার অঙ্কটা কম হয়ে গেল।'

আকাশে হাত নাড়ল ক্যারাডিন। 'তোমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ হচ্ছে, এলিসন। চোখ নেই নাকি। ভাল করে দেখেছ জমিটা।' কি এমন স্বর্গরাজ্য? বিনে পয়সায় সাধলেও কেউ নিতে চাইবে না। র‍্যাঞ্চ! ছোঃ! ভেড়া পালারও উপযুক্ত না।'

'কথাটা তো তোমার ক্ষেত্রেও খাটে,' শান্ত গলায় বলল এলিসন, 'তুমিই বা এটা কিনতে চাচ্ছ কেন?'

ইতস্তত করছে ক্যারাডিন। চোখে মুখে সতর্ক দৃষ্টি। উত্তর দেবার আগে কয়েক সেকেণ্ড সময় নিয়ে নিল সে। 'কারণ জেফ্রী র‍্যানক এটার মালিক ছিল।'

সামনের দিকে ঝুঁকে এল সে। সরু চোখের দৃষ্টি। 'যদি নিজের ভাল চাও, তাহলে প্রস্তাবটা নিয়ে নাও, এলিসন। সময় থাকতে কেটে পড়। রিমরকের আশেপাশে যেন না দেখি তোমাকে।' লরার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে, 'সাথে ওকেও নিয়ে যাও।'

দুঃখের সাথে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল এলিসন। 'দুঃখিত ক্যারাডিন। তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে পারছিনা। আমরা এখানেই থাকছি।'

মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠল ক্যারাডিনের চোখ। কেউ কোনদিন ওর মুখের উপর এধরণের কিছু বলার সাহস পায়নি। 'বোকা,' প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল সে, 'তুমি হয়ত জান না, ইচ্ছে করলে ঠিক এই মুহূর্তেই দখল করতে পারি র‍্যাঞ্চ। কারও সাধ্য নেই ঠেকায় আমাকে।'

থেমে গেল ক্যারাডিন। ধীরে ধীরে উঠে আসছে এলিসনের রাইফেল। ওর বুকের দিকে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে যেন রাইফেলের নলের অন্ধকার গভীরতা।

'তোমার লোকেরা হয়ত পারবে,' হিংস্র গলায় বলল এলি,

'সংখ্যায় ওরা অনেক। কিন্তু তোমার একার পক্ষে কোনদিনও সম্ভব না'।'

এলিসনের চোখে মৃত্যুর হিমশীতলতা অনুভব করতে পেরেছে ক্যারাডিন। জানে এই লোক হাসিমুখে খুন করতে পারে। ভয়ের হিম-স্রোত বয়ে গেল ওর মেরুদণ্ড বেয়ে। ভীতু নয় ক্যারাডিন। তাই বলে দুর্দান্ত সাহসী ওকে বলা চলে না। একমাত্র বোকারাই হয় দুর্দান্ত সাহসী। আসল কথা সে চালাক। জানে ঠিক কোন মুহূর্তে রাশ টানতে হয়।

বাঁকা হাসি খেলে গেল ক্যারাডিনের ঠোঁটে। 'চিন্তা করার জন্যে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিলাম তোমাকে। এর মধ্যে ভেবে দেখ কি করবে। এর পর যখন আমরা আসব, হয় আমাদের সাথে তোমার রফা করতে হবে; নয়ত পুরো র‍্যাঞ্চটাই পুড়িয়ে দেব।'

ঘোড়ার পেটে স্পারের খোঁচা মারল ও। হাত দিয়ে ইশারা করল সঙ্গি সাথীদের। একবারও পেছনে না তাকিয়ে ফিরে চলল ওরা।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওদের চলে যাওয়া দেখছে লরা আর এলিসন। সামনের পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল দলটা। আরেকটু সামনে গেলেই তো আর পিটার্সের মৃত-দেহ দেখতে পাবে। অবশ্য এতক্ষণে কয়োটে যদি না খেয়ে থাকে!

ক্যারাডিনরা চলে যাবার পরে র‍্যাঞ্চটা একবার চক্কর মেরে দেখল এলিসন। আস্তাবলে লরার চেস্টনাটটার পাশে ওর রোয়ান-টাও বহাল তবিয়তেই আছে। কিডের স্টিলডাস্টটা একটু দূরে বাঁধা। শুকনো খড় চিবোচ্ছে। এটার পিঠে করেই সম্ভবত ওকে নিয়ে এসেছিল লরা আর টুই সং।

আস্তাবলটার মেরামতি দরকার। ছাদ জায়গায় জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। সামান্য বৃষ্টিতেই পানি চুইয়ে আসবে ভেতরে। এক কোণায় একটা জংধরা ওয়াগন। এতদিনে ওটার কতটুকু ঠিক আছে কে জানে।

আর যাই করুক না কেন জেফরী অন্তত র‍্যাঞ্চিং সে করেনি সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে এলিসন। চারদিকের দৃশ্যই তার জ্বলন্ত প্রমান।

কিন্তু তাহলে ব্যাটা পাঁচ হাজার ডলার নিয়ে করলটা কি?

টুই সং যেখানে ঘুমায় জায়গাটা দেখল এলিসন। একপাশে কিছু খড় জড়ো করে উঁচু করা হয়েছে। মধ্যে একটা চাদর পাতা। ছোট একটা আলমারীও রয়েছে পাশে। ওটার মধ্যেই লোকটার জামাকাপড় থাকে নিশ্চয়ই। কি আছে উঁকি মেরে দেখার ইচ্ছে নেই এলিসনের।

পেছনে একটা ঘোড়া ঘোঁত ঘোঁত করে শব্দ করল নাক দিয়ে।

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল ও। ডান হাত হোলস্টারে রিভলবারের বাঁটের উপর।

কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে টুই সং। কালো চোখ জোড়া

জ্বল জ্বল করছে।

'দুঃখিত,' হাঁসফাঁস করে উঠল সে, 'খুব দুঃখিত। জানতাম না তুমি এখানে......'

হোলস্টার থেকে হাত সরিয়ে নিল এলিসন। শালা জানত না। ঠিকই জানত। চুপিচুপি দেখতে এসেছে।

'আমি এখানে ঘুমাই,' টুই সং বলল, 'ক্ষেপে গেছে ক্যারাডিন ...... খারাপ লোক......বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করতে এলাম... শান্তি আসুক সবার মনে......'

'বেশ তো! কে মানা করছে।'

ধূপের মত কি যেন জ্বালাল টুই সং। বেশ ধোঁয়া উঠছে। আলমারীর উপর একটা বুদ্ধের মূর্তি রেখে হাঁটু গেড়ে বসল সে। চোখ বুঁজে বিড় বিড় করে কি সব বলছে।

আস্তাবল থেকে বেরিয়েই লরার সাথে দেখা। ওকেই খুঁজছিল মেয়েটা।

কথা বলতে বলতে কেবিনের দিকে এগল ওরা। কিছু কিছু ব্যাপার এখনি প্রশ্ন করে লরার কাছ থেকে জেনে নেওয়া ভাল। অতিরিক্ত রহস্য মোটেও ভাল লাগছে না ওর।

'লরা, তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব। উত্তর দিবে।'

'অবশ্যই দেব। দেবার মত হলে আপত্তি নেই।'

'কতদিন হল জেফরীর সাথে বিয়ে হয়েছিল তোমার?'

শ্রাগ করল ও। 'দুই মাস। টিকল না কারণ......লোকটাকে সভ্য করে তোলা অসম্ভব ছিল।'

দরজা খুলে ঘরের ভেতর পা রাখল ওরা। 'ভীষণ রকম মদ গিলত। ঠোঁট থেকে সিগারেট সরত না। নোংরাও ছিল তেমনি! জীবনে গোসল করত না।' মুখ বাঁকাল লরা। 'জানি না, তোমরা যখন বন্ধু ছিলে তখন কেমন ছিল সে। কিন্তু আমি যতটুকু দেখেছি ভয়ঙ্কর সন্দেহপ্রবন লোক ছিল জেফরী। কাউকে বিশ্বাস করত না। কারো জন্যেও এতটুকু সহানুভূতি পর্যন্ত ছিল না। লোক চক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে থাকতেই পছন্দ করত……'

লরার বর্ণনাভঙ্গি দেখে অবাক হল এলিসন। 'কিন্তু তুমি ওকে বিয়ে করলে কেন তাহলে?'

সাথে সাথেই নিষ্পাপ মুখে উত্তর দিল লরা, 'আমি নাটক দলে ছিলাম। অভিনয় করতাম। ঘুরতে ঘুরতে দলের সাথে এদিকে এসেছিলাম। নাটক দলের তখন খুব দুর্দশা। ঠিক-মত বেতন দিতে পারে না আমাদের। বুঝই তো, আমার তখন কি দশা।' দম নেবার জন্যে থামল সে। 'রিমরকেই জেফরীর সাথে দেখা হয় আমার। ভাগ্যের সন্ধানে চলে এসেছি। হাতে টাকাপয়সা নেই। পেটে খিদে। জেফরী আমাকে ডিনার খাওয়াল। প্রথম দর্শনে লোকটাকে বেশ আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। ও বলল র‍্যাঞ্চ করে সে। বিয়ে করবে। বউ খুঁজছে……'

চুপচাপ শুনে গেল এলিসন। কিন্তু একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত। মিথ্যে বলছে মেয়েটা। অন্তত যা বলছে তার অধিকাংশই

বাজে কথা।

'আমার জীবনী শুনলে। এখন তোমারটা বল দেখি।'

'সে এক দীর্ঘ কাহিনী।' ওকে হতাশ করে বলল এলিসন, 'তাছাড়া পছন্দ হবে না তোমার।'

সোজা বেডরুমে এসে ঢুকল সে। হ্যাট তুলে নিয়ে মাথায় চাপাল। বুক পকেট থেকে অবশিষ্ট ডলার কয়টি বের করে গুণে দেখল। সামান্য কিছু। যথেষ্ট নয়।

রাইফেল তুলে নিয়ে লরার দিকে ফিরে তাকাল। 'লরা, তোমার কাছে কত ডলার আছে?'

উত্তর দিল না মেয়েটা। স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখছে।

'যেভাবেই হোক র‍্যাঞ্চটা চালাতে হবে আমাদের,' খোলাসা করে বলল এলিসন, 'শহরে যাচ্ছি আমি। মালপত্র যা যা লাগে কিনে আনব। ওসব চাইনীজ খাবার খেয়ে পেটে চরা পড়ে গেছে।'

একটু ইতস্তত করে পকেটে হাত দিল লরা। একটা ছোট পার্স খুলে দশ ডলারের দু'টো নোট বের করে বাড়িয়ে ধরল। 'শেষ সম্বল।'

বিনা বাক্যব্যয়ে নোট দু'টো পকেটে পুরে রাখল এলিসন। আস্তাবলে ঢুকে নিজের রোয়ানটায় স্যাডেল চাপাল এলি। শহরের পথে রওনা হল সে। দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে লরা। চোখ সরু করে তাকিয়ে দেখছে এলিসনকে। ওর পাশে এসে দাঁড়াল টুই সং। নির্লিপ্ত চেহারা।

এলিসন দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল লরা।

'এবার বল, কোথায় আছে জিনিসটা?' হালকা গলায় প্রশ্ন করল ও।

ভাবান্তর ঘটল না টুই সংয়ের চেহারায়। 'মিস ব্যানক, আপনি কি বলছেন······' ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলার চেষ্টা করল সে।

'চুপ কর ব্যাটা, হলদে শয়তান,' তীক্ষ্ণ গলায় গর্জে উঠল লরা, 'কিছু জান না! সাধু! আর আমার সাথে ভাঙ্গা ইংরেজী না বললেও চলবে। জানি ইংরেজী তুমি ভালই জান।'

টুই সংয়ের দিকে এক পা এগল লরা। ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল চীনাটা। 'বেশী চালাকী কর না, টুই সং। জানি কিসের আশায় এখনও র‍্যাঞ্চে জোঁকের মত পড়ে আছ। বল কোথায় আছে জিনিসটা?'

এবার আর তেমন ভয় পেল না চীনা। স্থির কালো চোখে তাকিয়ে আছে লরার দিকে। 'ঠিকই ধরেছ, মিস,' চমৎকার নিখুঁত ইংরেজীতে বলল সে, 'কিন্তু জিনিসটা যে কোথায় আছে আমিও জানি না। সব জায়গায় খুঁজেছি। পাইনি এখনও।'

থমকে গেল লরা। 'বিশ্বাস করলাম,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে ও, 'পেয়ে গেলে এখানে পড়ে থাকতে না তুমি। এতক্ষণে সমুদ্র পাড়ি দিতে। কিন্তু আশ্চর্য! এখানেই থাকার কথা। নিশ্চয়ই কোথাও লুকানো আছে।'

মাথা নেড়ে সায় জানাল চীনা। 'ঠিক, এখানেই কোথাও আছে। কিন্তু, মিস, এই এলিসন লোকটাকে এনেই ঝামেলাটা

বাধালে। লোকটা ভয়ংকর।'

'এমনিতেও সে আসত,' বলল লরা, 'তাছাড়া ওকে আমাদের দরকার। ওর মত বন্দুকবাজ ছাড়া কারাডিনকে মোকাবেলা করা সম্ভব না আমাদের একার পক্ষে।'

কথাটা পছন্দ হল টুই সংয়ের। 'আমার মনে হয় এবারেই পেয়ে যাব। সব জায়গায় খুঁজেছি, একটা জায়গা ছাড়া।' চকচক করছে ওর চোখ, 'তারপর এলিসনকে······'

একটানে শার্টের নীচ থেকে ধারাল একটা ছুরি বের করে আনল টুই সং। রোদ পড়ে ঝিলিক মারছে তীক্ষ্ণ ফলা।

ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল লরা। 'যা ভাল বোঝ করবে। তবে সাবধান। এলিসন যখন ঘুমিয়ে থাকবে তখনই কাজটা সারতে হবে। একটু এদিক ওদিক হলেই দু'জনেই মারা পড়ব আমরা।'

১৩

রিমরকে এল এলিসন। র‍্যাঞ্চের গরুগুলি জড়ো করার আগে খাবার-টাবার কেনা দরকার। রাস্তা ধরে এগোনর সময় কিছু লোক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এই লোকটাকেই না ফাঁসীতে ঝোলাতে চেয়েছিল জাজ স্পেলম্যান? যাহোক, অন্যের ব্যাপারে খুব একটা মাথা ঘামানর অভ্যাস পশ্চিমের লোকদের নেই। মজাদার বিষয় হলে দয়া করে দর্শকের ভূমিকায় নামতে পারে। এর বেশী কিছু নয়।

শেরিফের অফিস। মার্শাল বাক উইন্টারস ওর খেঁতলে যাওয়া মুখের পরিচর্যায় ব্যস্ত। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল এলিসন। ওকে দেখেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল শেরিফ। বুনো শুয়োরের মত ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে ধেয়ে এল সামনের দিকে। এলিসনের হাতের উদ্যত রিভলবার থামিয়ে দিল ওকে।

দাঁতে দাঁত চেপে চেঁচিয়ে উঠল বাক, 'কুত্তার বাচ্চা, কি চাস এখানে?'

'প্রথমে চাই, তোমার ভাষাটা ভদ্র হোক।' শান্তকণ্ঠে বলল এলিসন। 'গালি গালাজ সহ্য করতে পারেনা আমার রিভল-

বারটা। দ্বিতীয়তঃ দেখতে এসেছি কেমন আছ।'

'বেরিয়ে যাও এখান থেকে।'

হাত তুলে মার্শালকে শান্ত করল এলি। 'থাম, থাম। গোলমাল পাকাতে আসিনি। সত্যি বলছি।'

বাক উইনটার্সের মাথায় ঘিলু খুব একটা নেই। যে কোন ব্যাপারকে সহজ সরলভাবে দেখে। এলিসনকে পছন্দ না হলেও শক্তিমানদের প্রতি সহজাত একটা শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে ওর। তাই খুব একটা বিদ্বেষ নেই ওর মনে। খানিকটা নরম গলায় বলল, 'কি ব্যাপার?'

'সামান্য একটা কথা শুধু বলতে এসেছি।' একটু থেমে এলিসন বলল, 'নিজেকে বাঁচাতে চাইলে গোলমালে জড়িয়ে পড়োনা। জাজকে দেবতা মনে করো নাকি?' বলেই চলে এল এলিসন। মার্শাল ব্যাটার ভোঁতা মাথায় খানিকটা আলোড়ন তুলতে চায় সে। কথা বলে নষ্ট করার মত সময় নেই।

এলিসন চলে যাওয়ার পর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল মার্শাল। কি একটা ব্যাপারে মনটা খুঁত খুঁত করছে ওর। এলিসন। নামটা কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে। নিজের ডেস্কের কাছে ফিরে এল বাক। পুরোন কাগজপত্রের ভেতর মন ডুবিয়ে দিল।

মুদী দোকানের দিকে এগিয়ে গেল এলিসন। একটা ছালার

ব্যাগ ভর্তি করে সদাইপত্র কিনল। ব্যাকনের বড়সড় একটা চাক, কিছু সিম আর খানিকটা হ্যামও কিনল। খুব বেশী টাকা থাকল না পকেটে। টাকার জন্য খুব একটা ভাবনা নেই। মাংস জোগাড় করে নেবে। ক্যারাডিনের গরু দু'একটা খেয়ে ফেললেইবা কি যায় আসে?

ছালাটা স্যাডেলে ঝুলিয়ে ফোর একসেস বারের দিকে রওনা দিল। একবোতল হুইস্কী কিনবে। একবোতলেই বেশ কিছু-দিন চলে যাওয়ার কথা। লরা খুব একটা খায়না। অবশ্য ট্রই সংয়ের অভ্যাসটা জানে না।

তবু একবোতলই কিনল এলিসন। বোতলটা স্যাডেল ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। ভাবছে। কার্লাপপার কালকের আগে ফিরবে না। ওর সাথে একটা ব্যাপারে আলাপ করতে চায়। ক্যারাডিন কিনতে চায় কেন ডায়মণ্ড বার? ব্যাপা-রটা সাংঘাতিক ভাবাচ্ছে ওকে। পিচফর্ক র‍্যাঞ্চের তুলনায় আহামরি কিছু নয় ডায়মণ্ড বার। অথচ ক্যারাডিন পাগল হয়ে উঠছে ডায়মণ্ড বারের জন্য।

জুরাডো হাউজে ওকে অ্যামবুশ করে মারতে চেয়েছিল যে লোক দুজন···কে পাঠিয়েছিল ওদের? ক্যারাডিন? উঁহু, মনে হয়না। হাঙ্ক আর কিডের কাহিনীটা শুনে সত্যি সত্যি অবাক হয়েছে পিচফর্কের মালিক। তাহলে, কে পাঠাল ওদের? জাজ? জাজ কেন পাঠাবে? এলিসনকে দেখেইনি সে কোন-দিন, খুন করতে চাইবে কেন?

লাফ মেরে স্যাডেলে চড়ে বসল সে। রাস্তা ধরে উল্টোদিকে ঘোড়া ছোটাল। শহরের একপ্রান্তে একটা পুরোন বিল্ডিং। সামনে পাথরে খোদাই করা গিল্ট অক্ষরে 'টেরিটোরিয়াল মাইনার্স ব্যাংক' সহজেই চোখে পড়ে। ব্যাঙ্কের অবস্থা দেখে মনে হয় অনেকদিন থেকে বন্ধ।

রাস্তার বিপরীত দিকে ছাপার মেশিনের শব্দ দৃষ্টি আকর্ষণ করল এলিসনের। ফিরে তাকাল সে। 'দ্য টেজন গেজেট।' বড় বড় অক্ষরে জানালার কাচে লেখা। সংবাদপত্র অফিস। রোয়ানটাকে এগিয়ে নিল সে। পত্রিকার অফিস মানেই তথ্যের ডিপো। অনেক কিছু জানা যাবে হয়ত।

জেব স্টুয়ার্ট মেশিন চালানোয় ব্যস্ত। অ্যানগাস ছেপে বেরিয়ে আসা পাতাগুলি পরীক্ষা করছে। কালি ঠিক আছে কিনা দেখছে। রুমের পেছন দিকে মাঝবয়সী এক মহিলা বিজ্ঞা-পনের রেট নিয়ে আলাপ করছে এক খদ্দেরের সাথে।

এলিসনকে দেখে থমকে গেল অ্যানগাস। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর। জেব ফিরে তাকাল।

এলিসন এগিয়ে গেল ওর দিকে। 'হাওডী, খানিকটা সময় হবে তোমার?'

'ফুরসত নেই,' স্টুয়ার্ট বলল। 'ঠিক আছে, সময় করে নেয়া যাবে।' একটুকরা কাপড়ে হাতের কালি মুছে সে বলে চলল, 'অ্যানগাস, কাজ চালিয়ে যাও।' এলিসনকে অফিস ঘরের দিকে ইঙ্গিতে এগোতে বলল। 'ওই পেছনে।'

স্টুয়ার্ট'কে অনুসরণ করল সে।
অফিসঘরের একমাত্র ডেস্কের পেছনে, ওক কাঠের চেয়ারে বসতে বসতে ও বলল, 'আমার নাম জেব স্টুয়ার্ট'। সাইন বোর্ডে বানান ভুল রয়েছে।' একটা চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করল এলিসনকে। 'ভাবছিলাম শিগগীরই আসবে তুমি।'
বসার প্রস্তাব প্রত্যাখান করল এলি। এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে সাদাচুলো লোকটার দিকে।
ড্রয়ার খুলে একটা পোস্টার বের করল জেব। ওয়েলস ফার্গোর পোস্টার। ডেস্কের উপর ফেলল ওটা।
'ওয়েলস ফার্গোর হাত যে এতদূর এগিয়ে এসেছে, জানতাম না।' এলিসন বলল। ডেস্কের সামনে এল সে। তাকাল জেবের দিকে। 'কিছু টাকা খাওয়ার মতলব করছ নাকি?'
জেব হাসল। খুকখুক হাসি। 'টাকার ব্যাপারে অতটা উৎসাহী আমি নই। ওয়েলস ফার্গোকেও পছন্দ করি না। কিন্তু তোমার মত একজন লোক নিয়েও মাথা ব্যথা নেই আমার। যদিও......'
'মানবতার জন্য, বৃহত্তর জনগোষ্ঠির স্বার্থের কারণে.........'
এলিসনের কথা শেষ করতে না দিয়েই জেব বলে উঠল, 'ঠিক তাই। মানুষের ভালর জন্য তোমাকে চাই আমার। লোকের মাঝে ভাল কিছু আশা করে বারবার ঠকেছি।' চেয়ারে হেলান দিয়ে ধূর্ত চোখে এলিসনের দিকে তাকিয়ে রইল জেব। লোকটাকে বুঝতে চাইছে, কোন ধাতুর। 'এই দেশটাতে

অরাজকতা শেষ হওয়ার আগে অন্তত তোমার মত দু'একজন আউটল'কে আমি চাই।'
একটু থেমে জেব জানতে চাইল, 'হাঙ্ক বেস্টার আর কিডকে তুমি খুন করেছ?'
এলিসনের চোখদুটো জ্বলে উঠল, 'কেন জানতে চাও?'
'ধোত্তরি, আমার তাতে কি যায় আসে?' জেব খুশী মনেই বলল। 'উপযুক্ত শাস্তি। এখন তুমি যদি জাজ, স্পেলম্যানকে গতকাল মেরে ফেলতে ত দারুণ হোত।'
'জাজকে?'
'নরকের কীটটা আবার জাজ!' তীক্ষ্ম বিদ্রূপে ঝলসে উঠল জেবের গলা। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল সে। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'কোন একদিন শহরে যাওয়ার ট্রেনে চড়ে বসব আমি। রাজধানীতে গিয়ে গভর্নরের কাছে সব খুলে বলব।' জানালা থেকে মুখ ফেরাল সে। 'যদি সম্ভব হয়......'
'কে বাধা দেবে তোমাকে?'
শ্রাগ করল জেব। 'জাজ স্পেলম্যানের রাজত্বে একমাত্র কাঁটা আমি। সে জানে আমি সব জানি। ওর এই জাজগিরি পুরোটাই ভুঁয়া। একদিন আমার এখানে এসেছিল। বলল যেন চুপচাপ থাকি। বাঁচতে চাইলে মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে!'
থামল সে। প্রেসের মেশিন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মনোযোগ চলে গেছে সেদিকে।

দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। মুখ বাড়িয়ে জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার, অ্যানগাস? কি হয়েছে?'

অ্যানগাস মেশিনের উপর ঝুঁকে কি যেন দেখছিল। চোখ তুলে তাকাল। 'যন্ত্রপাতি জ্যাম হয়ে গেছে, মিঃ স্টুয়ার্ট। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি দেখছি।'

দরজাটা বন্ধ করে দিল জেব। 'আমার কাগজে কি ছাপব, কি ছাপব না এসব ব্যাপারে কারো মাতব্বরি সহ্য হয় না আমার। কাউকে তোয়াক্কা করিনা আমি।' ডেস্কের একটা ড্রয়ার থেকে পাইপ বের করে তামাক ঠাসল ওটাতে। আরপর আগুন ধরাল।

হঠাৎ করেই আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিল জেব। 'কি জানতে চাও তুমি, এলিসন?'

'জেফরি ব্যানক সম্বন্ধে।'

'অদ্ভুত লোক,' কোনরকম ভূমিকা ছাড়াই শুরু করল জেব। 'আমি এখানে আসার আগে থেকেই থাকত এ শহরে। এটা তখন ছিল মাইনিং শহর। জেফরী একটা ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার জন্য প্রাণপণ খাটতে শুরু করে। কম বয়স ছিল ওর। খাটতে পারত প্রচুর। কিন্তু একবার গোলমালে জড়িয়ে পড়ল মহিলাসংক্রান্ত ব্যাপারে। স্থানীয় ব্যাংকের ম্যানেজারের বউকে নিয়ে ঘটনা।'

চমকে উঠল এলিসন। 'রাস্তার ওই পাড়ে যে ব্যাংকটা দেখলাম, ওটা?'

জেব মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল। 'তখন খোলা ছিল ব্যাংকটা। যাহোক, সেই গণ্ডগোলের পরপরই উধাও হয় জেফরী। পরে জেনেছি, ওয়েলস ফার্গোর হয়ে নাকি কাজ করত সে। শেষে ওদের সাথেও গোলমাল বাধে।'

এলিসন জানে ঘটনাটা। মাথা নাড়ল। 'মনে হচ্ছে বিপদে পড়ার জন্যেই শুধু জন্ম হয়েছিল জেফরীর।' উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

'ব্যাংকটা বন্ধ হল কেন?'

'ডাকাতির জন্য। দেড় লাখ ডলার ডাকাতি হয়। ব্যাংকটা শেষ হলো। এখানকার অনেক লোকও দেউলিয়া হয়ে গেল। এই ঘটনার ঠিক পরপরই ফিরে আসে জেফরি ব্যানক। পুরোন ট্যাক্স সব শোধ করে দিয়ে ব্যাংকটা নতুন করে চালাতে শুরু করে।'

এলিসনের মাথায় একটা জিনিস এসেও যেন আসছে না। কোথায় যেন যোগসূত্র রয়েছে জেবের কথাগুলোতে।

'ব্যাংক ডাকাতির কোন সুরাহা হয় নি?'

'ডাকাতিত আসলে নয়। নিজেদের ভেতরই কেউ আত্মসাৎ করেছিল টাকাটা। তদন্ত করেও কোন কিনারা করতে পারেনি। আসল লোকটাকে পাওয়া গেছে ব্যাংকের মেঝেতে। জীবিত নয় মৃত অবস্থায়। হাতে একটা পিস্তল ধরা। আশ্চর্য, গুলীর কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি ওর দেহে। লোকটা ছিল ব্যাংক ম্যানেজার। ডাক্তার স্টিভেনসের ধারণা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ

হওয়ায় মারা গেছে ও। মার্শাল মনে করে, অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল লোকটা। কিন্তু গুলী করার আগেই হার্ট অ্যাটাক হয়। একটা ব্যাপার কিন্তু রহস্যজনক। ম্যানেজারের ড্রয়ারে সবসময় একটা জার্মান পিস্তল থাকা সত্ত্বেও অন্য পিস্তল ছিল ওর হাতে।'

কথা থামিয়ে ধূমপানে মগ্ন হল স্টুয়ার্ট কিছু সময়ের জন্য। তারপর আবার শুরু করল, 'যাহোক, মোটকথা বেঁচে থাকতে চায়নি লোকটা। ঘটনার আগের রাতে মারা যায় ওর বউ। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় মহিলাকে।'

'টাকাগুলির কি হল?'

'খোঁজ পাওয়া যায়নি। অডিটররা তদন্ত করে দেখল ম্যানেজার বেশ কিছুদিন আগে থেকে পুবে কোথায় জানি টাকা পাঠাত। সেই ঠিকানায় খোঁজ নেয়া হল। এমনকি পিঙ্কারটনের গোয়েন্দারা লেগে পড়ল কাজে। তবু হদিশ মিলল না। ঠিকানা ছিল ভুয়া।'

উঠে পড়ল জেব। দরজার দিকে এগোল। অ্যানপাস তখনো মেশিন মেরামতিতে ব্যস্ত। মাথার ঘাম পায়ে ঝরাচ্ছে।

'ধত্তরি,' বিরক্তির স্বরে জেব বলল, 'মনে হচ্ছে আমাকেই যেতে হবে মেশিন ঠিক করতে; লোকগুলি কম্পোজ ভালই পারে। কিন্তু মেশিনের কিছুই বোঝে না।'

এলিসন বলল, 'ঠিক আছে, যাও না······'

দরজার বাইরে পা দিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল জেব। ঘুরে জিজ্ঞেস

করল, 'জেফরি ওর র‍্যাঞ্চটা তোমাকে দিয়ে গেল কেন?'

'পাঁচ হাজার ডলার ধার দিয়েছিলাম ওকে। ফেরত দেবে বলেছিল।'

জেব মাথা নাড়ল। 'ওই ডায়মণ্ড বার র‍্যাঞ্চ থেকে পাঁচ হাজার কেন পাঁচশ ডলারও আয় করতে পারবে না।'

প্রশ্ন করল এলিসন। 'শুনলাম, জেফরি নাকি বিয়ে করেছিল?'

'করেছিল। টেকেনি বেশীদিন। ওর মেয়ের বয়সী ছিল বউটা। মানে ঠিক সময়ে বিয়ে করলে ওরকম মেয়েই থাকত।'

বেরিয়ে এল এলিসন। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ট্যামপিকো থেকে অনেক দূরে রয়েছে ও।

ওর বেঁধে রাখা রোয়ানটার পাশে দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। এলিসনকে দেখে একজন বলে উঠল, 'জাজ টেরিটোরিয়াল বারে অপেক্ষা করছে তোমার জন্য।'

'ওর সাথে কথাত বলেইছি।' এলিসন জানাল।

'জাজ ডায়মণ্ড বার কিনে নিতে চায়।' ওকে ঘোড়ার বাঁধন খুলতে দেখে অন্যজন তাড়াতাড়ি বলল।

অবাক হল এলিসন। ডায়মণ্ড বারের মত বাজে একটা র‍্যাঞ্চের জন্য সবাই এত ব্যস্ত হয়ে উঠল কেন?

গুপ্তধন আছে নাকি?

১৪

জাজ স্পেলম্যান নিজের অফিসে বসে আছে। এলিসনকে নিয়ে আসা লোকদুজন ওকে নির্দিষ্ট রুমে পৌঁছে দিয়ে বেরিয়ে গেল দরজা বন্ধ করে। ওরা দুজন একলা হয়ে পড়ল।

স্পেলম্যান বৃথা বাক্যব্যয় না করে সামনের ডেস্কে রাখা ডলারের তিনটা বাণ্ডিলের দিকে ইঙ্গিত করল।

'পাঁচ হাজার ডলার আছে,' বলল সে। 'গুণে নাও।'

এক দৃষ্টে জাজের দিকে তাকিয়ে আছে এলিস। অবাক হয়েছে ও। পঞ্চাশ ডলারের নোটগুলির দিকে দৃষ্টি ফেরাল। 'গোণার দরকার নেই। তোমার কথাই বিশ্বাস করছি।' এলিসন বলল।

একটা কাগজ ড্রয়ার থেকে বের করে ওর দিকে ঠেলে দিল জাজ। 'বিক্রির রসিদ। আমার কাছে ডায়মণ্ড বার বিক্রি করছ তুমি। নাও দস্তখত করো। তারপর টাকাগুলো নিয়ে কেটে পড়ো রিমরক থেকে। তোমাকে দেখতে চাইনা এদিকে।'

লোভ জাগছে এলিসনের। ট্যামপিকোর উষ্ণ আবহাওয়া হাতছানি দিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ওকে। কাল-চুলের মেয়ে

মার্গারিটা......... ।

বাক্স খুলে সিগার বের করল স্পেলম্যান। ধরাল ওটা। এলিসনকে লক্ষ্য করছে ও। ঠাণ্ডা, পাতলা একটা ব্যঙ্গের হাসি ঝুলছে জাজের ঠোঁটের কোণে।

'ব্যানক তোমাকে র‍্যাঞ্চটা দিয়ে গেছে, তাই না?' জাজ বলল।

'সেই জন্যেইত এসেছ এখানে?'

অবাক হল এলিসন। ব্যানক আর ওর সম্বন্ধে এত কিছু জানল কিভাবে এই লোক? জেফরির সাথে দেনাপাওনার ব্যাপারটাও জানে বোধহয়। তাইত ঠিক পাঁচ হাজার ডলারই দিতে চাইছে।

'টাকাগুলো নাও।' জাজ বলল। আদেশের মত শোনাল কথাটা। 'প্রস্তাবটা একবারই করব। তারপর......'

ভুল করল জাজ। মন ঠিক করে ফেলেছিল প্রায়, তবু শেষমুহূর্তে বেঁকে বসল এলিসন। স্পেলম্যানের আদেশ দেয়ার ভঙ্গিটা পছন্দ হয়নি ওর।

ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ে এলিসন জানতে চাইল, 'না গেলে কি করবে?'

দুজনের দৃষ্টি পরস্পরের চোখের উপর নিবদ্ধ হল। একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল স্পেলম্যান, এলিসনের মুখের উপর। 'আজকেই রেল স্টেশনে যাব আমি। ওয়েলস ফার্গোর কাছে তার করব। ফার্গোর সিডনী ব্রাডকে চেনোত এলিসন?'

'চেনব না কেন? সিডনী আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

ডেস্কের উপর আরেকটু ঝুঁকে পড়ল এলিসন। ডান হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে থাপ্পড় মারল জাজের মুখে। হঠাৎ করেই কাণ্ডটা করল সে। তামাকের আগুন ছিটকে মুখে পড়ার আগে হতচকিত ভাবটা কাটেনি জাজের। ছ্যাঁকা খেতেই ঝট করে উঠে দাঁড়াল। রাগে গণগণে চুলার মতই জ্বলছে মুখটা।

দরজা খোলার শব্দ পেয়ে একদিকের দেয়ালে সেঁটে গেল এলিসন। আগের সেই লোক দুজন ঢুকেছে রুমে। এলির হাতে উদ্যত রিভলবার দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনই।

রাগে পরপর করতে করতে জাজ বলল, 'বোকারাম কোথা-কার। ভাল একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম। এখনো সময় আছে টাকাগুলি নিয়ে কেটে পড়।'

'পাঁচ হাজার ডলারে র‍্যাঞ্চটা বেচব না আমি।'

'কত চাও?'

'দেড়লাখ ডলার,' শান্ত কণ্ঠে বলল এলিসন। 'এক সেন্টও কম নয়।'

জাজের চোখদুটো মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠে নিভে গেল। ডলার-গুলি একটা ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলল সে।

'সিডনী ব্রাড আগামী পরশুদিনের মাঝে পৌঁছে যাবে,' কষ্ট করে কণ্ঠস্বর শান্ত রেখেছে স্পেলম্যান। 'কাছাকাছিই থেক, এলিসন। তোমাকে আমি ফাঁসীতে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে চাই।'

অপেক্ষারত লোক দুজনের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

'ওকে যেতে দাও।'

বেরিয়ে আসার আগে ওদের তিনজনকে চমৎকার একটা হাসি উপহার দিল এলিসন।

র‍্যাঞ্চে ফিরে এলিসন দেখল, লরা ওর জন্য অপেক্ষা করছে। টুই সং বাজারের ছালাটা নিল। ভেতর থেকে আলু বের করে ছিলতে লাগল।

ফেরার পথে কয়েকটা ব্যাপারে চিন্তা করেছে এলিসন। ঘরের ছুটো চেয়ারের একটাতে বসে লরার কাছে জানতে চাইল, 'তোমার কাছে কত টাকা আছে?'

সচকিত হল মেয়েটা। 'যা ছিল তোমাকেত দিয়েছি সব।'

ভুরু কোঁচকাল এলিসন। 'ও টাকা দিয়ে কি আর হয়?' মনে মনে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে ওর ভেতরে। বেশীদিন আর থাকা যাবেনা এখানে। ক্যারাডিন আর ওর সাঙ্গোপাঙ্গোদের হয়তো সামলান যাবে। কিন্তু সিডনী ব্রাডই আসল সমস্যা। লোকটাকে অতটা হাল্কাভাবে নেয়া যায় না।

'হাজার দুয়েক ডলার দরকার আমাদের।' ট্যামপিকো যাও-য়ার ভাবনাটা আবারো চেপে বসেছে এলিসনের মনে।

কঠিন হল লরার মুখ। বরফ শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'ক্যারা-ডিনের কাছে বিক্রি করবে নাকি র‍্যাঞ্চটা?'

'আরো ভাল একটা অফার পেয়েছি।' এলিসন জানাল।
এগিয়ে এসে ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল লরা। নরম গলায় বলল, 'এলিসন—আমাকে বেচে দেবে তুমি? গতরাতের ঘটনার পরেও··· ?'
'পাঁচ হাজার ডলার অনেক টাকা,' এলিসন বলল। তাকিয়ে আছে সে লরার দিকেই, কিন্তু চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করছে টুই সংকে। টাকার অঙ্ক শুনে লোকটা হঠাৎ থমকে গেল। তারপর আবারো স্বাভাবিক ভঙ্গীতে কাজ করতে লাগল। ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে এলি।
উঠে দাঁড়াল লরা। ঘুরে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'বিশ্বাস করিনা তোমার কথা। কে অত টাকা দিতে চাইবে?'
'কেন? জাজ দেবে। চাইলে এক্ষুণি।'
ঠোঁট কামড়ে ধরল লরা। 'ওই বুড়ো বদমাশটা। ওর কাছে অত টাকা আছে নাকি?'
'একটা র‍্যাঞ্চের মালিক সে?'
'র‍্যাঞ্চ না ছাই। ডায়মণ্ড বারের চেয়েও খারাপ অবস্থা।' এলিসন বলল, 'টাকাগুলো আমার সামনেই রাখা ছিল।' বলে চুলার দিকে এগিয়ে গেল সে। একটা কাপে কফি ঢালল। টুই সং একমনে আলু ছিলছে। 'রাতের রান্নার জন্য আরো কাঠ লাগবে, টুই সং।'
চাইনীজটা মাথা নাড়ল দায়সারা গোছের। তারপর আলু

ছিলার ছুরিটা রেখে, তোয়ালে দিয়ে ভেজা হাত মুছে বেরিয়ে গেল বাইরে।
লরার দিকে ঘুরল এলিসন। 'এই নাকবোঁচাটাকে কি দরকার আমাদের?'
'আগেইত বলেছি,' ঝাঁঝিয়ে উঠল লরা। 'ও রাঁধে, ঘরদোর পরিষ্কার রাখে, কাঠ কাটে আর···'
'আর কি?' মৃদু হেসে প্রশ্ন করল এলিসন।
লাল হয়ে উঠল মেয়েটার গাল। 'তোমার মনটা খুব নীচ, এলিসন।'
'আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু পেলাম না।'
'জেফরি ওকে কাজে নিয়োগ করে। আমি আসার আগে থেকেই ছিল। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই ওর।'
এলিসনের দিকে আবারো এগিয়ে এল লরা। জড়িয়ে ধরল ওকে। পাগলের মত চুমু খেল কয়েকটা। 'র‍্যাঞ্চটা বেচোনা, এলি। তুমি আর আমি মিলে ভালই চালিয়ে নেব দেখো।'
আবেগটা সংক্রামিত হল না এলিসনের মাঝে। শুষ্ককণ্ঠে বলল, 'আছেটা কি র‍্যাঞ্চে? এটা চালিয়ে চলতে গেলে না খেয়ে মরব।'
'ম্যানেজ করে নেব,' এলিসনকে ছেড়ে দিল ও। 'মোটকথা র‍্যাঞ্চটা বেচবে না তুমি।'
কফির কাপে চুমুক দিল এলিসন। 'এই র‍্যাঞ্চটা চায় কেন জাজ?'

প্রশ্ন করল লরা। 'আমি জানব কিভাবে?'
'ক্যারাডিন যত টাকা দিয়ে কিনতে চায় সেটাওত বেশী র‍্যাঞ্চের দামের চেয়ে।' এলিসন জানতে চাইল, 'জেফরি ফিরে এসেছিল কেন? জানো না তুমি?'
'না। সে ব্যাপারে আমার কোন ধারণা নেই।'
'কিন্তু একসাথে ছিলে তোমরা।'
ওর কাছ থেকে দূরে সরে গেল লরা। তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'তোমাকেত হাজারবার বলেছি, জেফরি কিছু বলেনি আমাকে। কাউকে বিশ্বাস করত না লোকটা।'
'তাহলে বল, তুমি এখানে থাকতে চাও কেন?'
'আমার অবস্থা টুই সঙের মতই। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।'
কথাটা বিশ্বাস হল না এলিসনের। লরা এখনো ইচ্ছা করলে অন্য কাউকে বিয়ে করে ঘরসংসার করতে পারে।
কাঠ নিয়ে ফিরে এল টুই সং।
হ্যাটটা উঠিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল এলিসন।
'কোথায় যাচ্ছ?' লরার কণ্ঠে উদ্বেগ।
'অন্ধকার হওয়ার আগেই আশপাশটা একটু ঘুরে দেখতে চাই,' বলল ও। 'দেখা দরকার, কি এমন মূল্যবান র‍্যাঞ্চটা যে পাঁচ হাজার ডলারে কিনতে চায় লোকেরা।'
এলিসন বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই টুই সং লরার দিকে তাকাল।
মাথা দোলাল লরা। কঠিন চোখদুটোতে ভালবাসার চিহ্নমাত্র নেই।

১৫

নাহ্, একেবারেই অর্থহীন এই র‍্যাঞ্চটা। এরচেয়ে বাজে জায়গা পৃথিবীতে হতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয়, সিদ্ধান্ত নিল এলিসন। স্যাডেলে চেপে বসল সে। ডান কাঁধ শক্ত হয়ে আছে। আসল কথা ঠাণ্ডা ওকে কাবু করে ফেলছে।
চারপাশে দৃষ্টি বুলাল ও। একটা খাড়া ক্লিফের সামনে র‍্যাঞ্চ হাউজটা। উত্তর দিকে চলে গেছে যেই পর্বতশ্রেণী সেটারই একটা অংশ ক্লিফটা। র‍্যাঞ্চের পেছনে খাড়া দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে আছে।
ভগ্ন প্রায় আস্তাবল। ওটা ছাড়া আরেকটা ছোট চালা ঘর। এটারও একই দশা। কাগজ গুঁজে ফাঁক ফোকর বন্ধ করা হয়েছে। যাতে ঠাণ্ডা বাতাস ভেতরে ঢুকতে না পারে। ঢেউ টিনের চালা। বৃষ্টির সময় বিশ্রী শব্দ হয় নিশ্চয়ই, ভাবল এলিসন।
বাড়িটা থেকে শ'খানেক গজ দূরে একটা ঝর্ণা। একটা পায়ে হাঁটা পথ চলে গেছে ওটার দিকে। মানুষের জন্যে যথেষ্ট পানি। কিন্তু র‍্যাঞ্চ করার জন্যে যথেষ্ট না। একশ গরুর যোগা-

নও হবে না এতে।

পূর্ব দিকে রওনা হল ও। পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে সূর্য। কিছুটা যাবার পরেই একটা আবাদী জমী নজরে পড়ল ওর। এক সময় চাষাবাদ করা হত এখানে। দেখেই বোঝা যায় লোকটা যেই হোক না কেন যথেষ্ট কষ্ট করেছে চাষ করতে গিয়ে। প্রথমে উপরের স্তরের পাথর সরাতে হয়েছে তাকে। তবেই নীচের স্তরের এই নরম মাটি বের হয়েছে। সেই পাথর দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে জমিটাকে। অনেকটা বেড়ার মত। কে করেছে এটা? জেফরীরা?

একটু পরেই উত্তরটা পেয়ে গেল ও। ছ'টো কবর। পুরনো জরাজীর্ণ অবস্থা। কাঠের ফলক লাগান। প্রায় মুছে গেছে লেখা। পড়ার অযোগ্য।

কবরছ'টোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল এলি। সিডার গাছের গুঁড়ি কেটে খুঁটি বানান হয়েছে। জং ধরেছে তারকাঁটায়। কোথাও কোথাও উপরে পড়েছে খুঁটি। যত্ন নেয় না কেউ। ডায়মণ্ড বার র‍্যাঞ্চের সীমানা এটাই। জেফরী প্রথমবার দিয়েছিল তারকাঁটা। তারপর আর কেউ কোন খবর রাখেনি।

কিন্তু জেফরী আবার ফিরে এসেছিল কেন? পাঁচ হাজার ডলারই বা তার হঠাৎ দরকার হয়ে পড়ল কেন? কালপিপারের কথা অনুযায়ী এই টাকা দিয়ে র‍্যাঞ্চের পুরনো খাজনা মিটিয়েছে জেফরী। তা নাহলে হাতছাড়া হয়ে যেত জমি।

কিন্তু আত্মীয়স্বজনরা যখন বেঁচে ছিল তখন এখানে থাকার কথা

চিন্তা করেনি জেফরী। তারা মারা যাবার পরে কেন সে ফিরে এল? রহস্যটা কি?

আরেকটা ব্যাপার কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না ওর। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই র‍্যাঞ্চটাকে সবাই বাজে জমি হিসেবেই গন্য করে এসেছে। কিন্তু এখন হঠাৎ করেই সবাই এটার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠার কারণটা কি?

জেফরীর কথা মনে পড়ে গেল এলিসনের। 'বেশ ঘটা করে জন্মদিন পালন করতে যাচ্ছি এবার,' বলেছিল জেফরী। 'ব্যাঙ্ক ডাকাতি করব, একজনকে খুন করব আর একটা মেয়েমানুষকে ধর্ষণ করব।'

নিছক খেয়ালের বশেই কথাগুলো বলেছিল জেফরী? নাকি ক্ষোভের বশে বলেছিল? সারাজীবন জেল খাটার ক্ষোভ? নাকি পুরনো প্রতিহিংসার বসে বলেছিল সে? কারও উপর রাগ ছিল?

একটা পাহাড়ের ঢালে পৌঁছে গেছে এলিসন। এদিক দিয়ে ঢালু হয়ে গেছে মাটি। সোজা গিলার দিকে চলে গেছে। ওদিকেই কোথাও সাস্তা ফে স্টেশন হবে। ওদিকেই চমৎকার চারণভূমি রয়েছে। দারুণ সবুজ ঘাস। কিন্তু এখানে কিছুই নেই। শুধু রুক্ষ পাথর। গরু চরার অনুপযুক্ত।

অস্ত যাচ্ছে সূর্য। ছায়া নেমে আসছে উপত্যকায়। কিন্তু আশ্বস্তের কথা বাতাস এখনো বেশ উষ্ণ।

পাহাড় থেকে নেমে র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা হল এলিসন। পাহা-

ড়ের ঢালে কিছুদুর পরপর সুরঙ্গ। ওগুলো এককালে খনি ছিল। এখন সব পরিত্যক্ত।

র‍্যাঞ্চ হাউজকে আড়াল করে রেখেছে একটা শৈলশিলা। ওটার পাশ দিয়ে চলছে এলিসন। এমন সময় জিনিসটা নজরে পড়ল। ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়ল এলিসন। পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল। পুরনো একটা কুয়া এটা। নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে। বাঁধান চত্তর। কিন্তু কোন কপিকল কিংবা পানি তোলার বালতি নজরে পড়ল না। অর্থাৎ কেউ এখন আর ব্যবহার করে না এটা।

ভেতরে উঁকি মারল এলি। তলা পর্যন্ত দৃষ্টি যায় না। নিরেট অন্ধকার। একটা পাউণ্ডখানেক ওজনের পাথর তুলে নিল ও। ছেড়ে দিল ভেতরে। এক, দুই করে গুনে গেল। ঠিক ছয় গোণার সাথে সাথেই পতনের মৃদু শব্দ এল কানে।

পানিতে পাথর পড়ার শব্দ না এটা। মাটিতে পড়লেও এধরণের শব্দ হবে না। অন্য কিছু আছে ভেতরে।

বোঝা যাচ্ছে বহুদিন হল শুকিয়ে গেছে কুয়ার পানি। কোন কিছু লুকিয়ে রাখার জন্যে আদর্শ জায়গা......

কুয়াটা কত গভীর হবে হিসেব কষার চেষ্টা করল এলিসন। এক পাউণ্ডের একটা পাথর উপর থেকে ছেড়ে দিলে প্রতি সেকেণ্ডে ষোল ফুট নামবে। ষোল গুনন ছয়। তারমানে একশ ফুটের মত গভীর।

এই অঞ্চলে একশ ফুট নীচে পানি থাকার কথা না। যে কোন হাঁদারামও কথাটা জানে।

কুয়ার চত্তরের উপর দৃষ্টি ফেরাল এলিসন। নতুন করে পাথর দিয়ে বাঁধান হয়েছে এটা। তারমানে কোন না কোন কারণে কাজটা করেছে কেউ।

অনুভব করল এলিসন, হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে ওর। আরেকবার ভেতরটা দেখার জন্যে উঁকি দিল ও।

ঠিক তখনি গুলিটা হল। সামনে ঝোঁকার কারণেই এযাত্রায় বেঁচে গেল ও। কানের কয়েক ইঞ্চি দুর দিয়ে সাই করে বেরিয়ে গেল বুলেট। কুয়ার পাথরে গায়ে বাড়ি খেয়ে ছিটকে গেল আরেক দিকে।

মাটিতে ডাইভ দিয়ে পড়ল এলিসন। কয়েকটা গড়ান দিয়ে একটা পাথরের আড়ালে চলে গেল ও। হাতে উঠে এসেছে কোল্ট সিঙ্গ শুটার। আততায়ীর দ্বিতীয় বুলেট পাথরের গায়ে আঘাত হেনে আগুনের ফুলকি ঝরাল। স্প্রিন্টার ছুটল।

কোথা থেকে গুলিটা হয়েছে বোঝার চেষ্টা করল ও। সম্ভবত সামনের ক্যানিয়নে বোল্ডারের আড়াল থেকে গুলি ছুঁড়ছে আততায়ী।

মুহূর্তের জন্যে একটা ছায়ামূর্তি নজরে এল ওর। সাঁঝের অন্ধকারে অস্পষ্ট চেহারা। ট্রিগার টিপল এলিসন। সম্ভবত লাগে নি। পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল মূর্তিটা।

টুই সং?

নিশ্চিত না এলিসন। অন্য কেউ ও হতে পারে। তবে যেই হোক না কেন, সে চায় না কুয়ার ভেতর কি আছে জানতে পারুক এলিসন।

১৬

র‍্যাঞ্চ ইয়ার্ডে ঢুকে এলিসন দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে আছে লরা। ওর জন্য অপেক্ষারত বোধহয়। দিনের আলো ফুরিয়ে এসেছে। র‍্যাঞ্চ হাউজে বাতি জ্বালান হয়েছে একটা। ওটার আলোয় টুই সংকে দেখতে পেল সে। চুলার পাশে রান্নার পাত্র নিয়ে ব্যস্ত লোকটা।

'এলিসন!' ওকে দেখে দৌড়ে এল লরা। 'কি হয়েছে? গুলীর শব্দ পেলাম একটা—'

'কিছু না,' সহজ-স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল এলি। 'একটা খরগোশকে গুলী করেছিলাম। লাগেনি।'

রোয়ানটাকে নিয়ে আস্তাবলে ঢুকল সে। পিছন পিছন লরা। ওকে সত্যি সত্যি উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

'আমি ভাবছিলাম ক্যারাডিন···কিম্বা ওর কোন লোক···'

'আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছে ও,' এলিসন মনে করিয়ে দিল। 'মনে হয়না এর আগে আসবে কেউ।'

অস্বস্তি আর অনিশ্চয়তার সাথে মাথা ঝাঁকাল লরা। 'ওকে বিশ্বাস করিনা আমি। র‍্যাঞ্চটার জন্য পাগল হয়ে উঠল কেন, তাও জানিনা।' এলিসনের দিকে সরাসরি তাকাল মেয়েটা। 'তোমার কিছু একটা হলে যে কি করব আমি? আহ্, কি দুশ্চিন্তায় পড়লাম।'

রোয়ানটাকে বাঁধনমুক্ত করে দিল এলিসন। অস্বস্তিতে ছিল প্রাণীটা। জায়গাটা বোধহয় ওর কাছে নতুন মনে হচ্ছে। বেঁধে ফেলার পর থেকেই ছটফট করছিল।

ভেতরের আবেগটা মোটামুটি দমিয়ে লরা জানতে চাইল, 'খুঁজে পেলে?'

'পেলাম আর কি? অনেকগুলি পরিত্যক্ত খনি, দুটো কবর আর একটা কূয়া।

ভুরু জোড়া উপরে উঠে গেল লরার, 'কূয়া?'

'হ্যাঁ,' মেয়েটাকে তীক্ষ্ণচোখে পর্যবেক্ষণ করতে করতে এলিসন বলল। 'কেন তুমি জানতে না ওটার কথা?'

'নাহ্। আমরা ঝর্ণার পানি ব্যবহার করতাম।'

'জেফরি বলেনি কোনদিন কূয়াটার কথা?'

'র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলেনি ও। কবর দু'টোর কথা জানি। ওর বাবা-মার কবর। ওগুলোর কথাও খুব একটা উল্লেখ করত না। তিক্ত কোন অভিজ্ঞতা ছিল বোধহয়।'

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল ওরা। বাইরের প্রাঙ্গনে পৌঁছতেই লরার ভয়ালদর্শন কুকুর ক্রটাস কোত্থেকে জানি ছুটে এল। এলিসনের দিকে মাঝে মাঝে অসন্তুষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে ওটা।

'কুকুরটাকে বেঁধে রাখনা কেন?' এলির প্রশ্ন।

'মাঝে মাঝে রাখিতো।' লরা বলল, 'তবে সাধারণত ছেড়েই রাখি। নিজের নিরাপত্তার জন্য আরতো কেউ নেই। এখন অবশ্য তুমিও আছো।'

র‍্যাঞ্চহাউজে ঢুকল ওরা। কি জানি র'াধছে টুই সং। চমৎকার গন্ধ বেরিয়েছে। টেবিলে প্লেট সাজাচ্ছে চাইনিজটা। এলিসনের দিকে একবারও তাকাল না।

বেসিনের দিকে এগিয়ে গেল লরা। একটা তামার বড় পাত্র টেনে নিল।

'কয়েক মিনিটের মাঝেই খাওয়ার সময় হয়ে যাবে,' লরা বলল। 'তার আগে গোসল করা দরকার।'

তামার পাত্রটার দিকে ইঙ্গিত করে এলিসন প্রশ্ন করল, 'ওটাতে গোসল করবে?'

'এরচেয়ে ভাল কিছুতো নেই।' চুলার উপর গরম হতে থাকা পানির পাত্রটার দিকে নির্দেশ করে লরা বলল, 'যথেষ্ট পানি আছে। তুমিও করবে নাকি?'

'নাহ্।' পাত্রটা তুলে নিয়ে বেডরুমে ঢুকল এলিসন। তামার পাত্রে পানিটা ঢালল লরা। তারপর কাপড় খুলতে শুরু করল।

এলিসন তাকিয়ে আছে ওর দিকে। দেখে থেমে গেল লরা।

'গোসল করবো এখন।' বলল ও।

'করোনা। অসুবিধা কি?'

'একলা।' নরম গলায় লরা অনুরোধ করল, 'প্লিজ, তুমি যাও।'

মাথা নেড়ে উঠে চলে এল এলিসন পাশের বড় রুমটাতে। কাপড়ের পর্দাটা টেনে দিল লরা শক্ত করে।

টেবিলের ওপাশ থেকে টুই সং তাকিয়ে আছে এলিসনের দিকে। বেঁটে লোকটার হাতদুটো ফুলহাতা শার্টের নীচে ঢাকা পড়েছে। শূন্য দৃষ্টি। মুখের ভাব দেখে কিছুই অনুমান করা যায় না। তিরিশের মত বয়স হবে লোকটার। শালা কুত্তার বাচ্চাটার চেহারা দেখে বোঝাই যায় না, রগে রগে ওর এত শয়তানি।

চুলীর দিকে এগিয়ে গেল এলিসন। লরার রাইফেলটা ফায়ার প্লেসের পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা। অথচ এলিসনের বেরোনোর সময় ওখানে ছিল না ওটা।

রাইফেলটা তুলে নাকের কাছে নিয়ে শুঁকল সে। কিছুক্ষণ আগেই ব্যবহার করা হয়েছে অস্ত্রটা। বারুদের গন্ধ এখনো লেগে আছে নলের মুখে।

লিভার টেনে আরেকটা নতুন শেল রেডী করল এলিসন। তারপর নলটা ঘুরিয়ে তাক করল সোজা টুই সঙের বুক বরাবর। চমকে উঠল চাইনিজটা। চোখে ভয়। এলিসন জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছিল ওখানে?' কণ্ঠে ওর ইস্পাতের কাঠিন্য। ভঙ্গি স্বাভাবিক।

ইতিমধ্যে কাঁপতে শুরু করেছে টুই সং। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে বলল, 'দুঃখিত। কি জানতে চাইছ, বুঝতে পারছি না।'

এগিয়ে গিয়ে রাইফেলের নলটা ওর পেটে ঠেকাল এলি।

'ব্রিজের পেছনে কুয়াটাতে কি আছে?' ওর গলার স্বরেই বিপদের বার্তা।
'টুই সংকে খুন করবে তুমি?' নিজেই জানতে চাইল সে।
'করবো না কেন?'
'করো, এলিসন,' চাইনীজটা বলল, 'আমাকে খুন করলে খুঁজে পাবেনা ওগুলো...'
মরিয়া হয়ে উঠেছে এলিসন। এবং এই জন্যই টুই সঙ্গের ভাষার পরিবর্তনটা খেয়াল করল না সে। চাইনীজটা প্রথম দিকে কথা বলছিল ভাঙ্গা ইংরেজীতে, কিন্তু শেষের কথাটা পুরোপুরি শুদ্ধভাবেই বলেছে।
মুচকি হাসল সে। 'দুঃখিত, সং, মনে হয় পেয়ে গেছি, খোঁজ।'
'এলিসন!'
ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে। বেডরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে লরা। সম্পূর্ণ নগ্ন। সাবানের ফেনা গায়ে।
একমুহূর্তের জন্য মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল এলিসন। সেকেণ্ডের এই ভগ্নাংশই জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল ওকে।
চোখে কোণ দিয়ে টুই সঙ্গের হাতের ছুরিটা শেষ মুহূর্তে দেখতে পেল সে। ঝটকা মেরে পিছিয়ে গেল ঠিকই। পুরোপুরি রক্ষা পেল না। পিঠের এক পাশ চিরে বেরিয়ে গেল ছুরিটা। আগুন ধরে গেল যেন জায়গাটাতে।

রাইফেলের বাঁট দিয়ে টুই সঙ্গের থুতনীতে বাড়ি মারল এলিসন। চাইনীজটার দু'পাটি দাঁত ধাক্কা খেল পরস্পরের সাথে। 'কট' করে শব্দ হয়েছে স্পষ্ট। আঘাতের ফলে টলে উঠল সং। ঘুরেই গুলী করল এলিসন। একবার। দুইবার। তিনবার। ঘুরল এলিসন। আবারো কক করেছে রাইফেলটা।
লরার মুখটা ফ্যাকাসে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে এলির দিকে। কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি খুন করেছ ওকে?'
'খুন না ঠিক। আপদটা সাফ করলাম।' বলতে বলতে মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেল ও। ভয় পেয়েছে লরা। একবার ওর দিকে আরেকবার ওর হাতে ধরা রাইফেলটার দিকে তাকাল মেয়েটা।
'এলি......না......'
'এই হলদে কুত্তাটাকে তুমিই লেলিয়ে দিয়েছিলে আমার পেছনে।' রাগে নিজেই কুকুরের মত গরগর করছে এলিসন।
এপাশ-ওপাশ দ্রুত মাথা দোলাল লরা। 'না, না। আমি পাঠাব কেন?'
'আমার দিকে গুলী ছুঁড়েছে শয়তানটা।' এলিসন গর্জে উঠল। 'কুয়াটা পরীক্ষা করছিলাম তখন। তুমিই পাঠিয়েছ ওকে।'
'এলিসন বিশ্বাস করো—আমি পাঠাইনি—আমি পাঠাতে পারিনা।' পেছাতে পেছাতে বিছানার উপর পড়ে গেল লরা। একহাত দিয়ে আড়াল করে রেখেছে বুকটা।
জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁটদুটো ভেজালো লরা। 'তোমাকে আমি চাই, এলি...ওকে প্রয়োজন নেই। তোমাকে আমার

দরকার। আমরাত পার্টনার, তাইনা। সব কিছু সমান ভাগা-ভাগি করে নেব…।'

পিঠটা জ্বলছে এলিসনের। প্রচণ্ড জ্বালা। মনের ভেতরও ছড়িয়ে পড়েছে সেই আগুন। কিন্তু …..

ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে লরা। আরেকটু উস্কে দেয়ার জন্য বলল, 'শুধু তুমি আর আমি, এলিসন।'

ওর জীবনের মারাত্মক এক দুর্বল দিক। এলিসন কিছুতেই এড়াতে পারেনা এই আমন্ত্রণ। শরীরের ভেতরে জেগে উঠে আরেকটা শরীর। প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসতে থাকে যেন। সত্তা-টাকে অস্বীকার করতে পারে না। এড়াতে পারেনা। একদিন হয়তো এই ব্যর্থতার দায় শোধ করতে হবে জীবন দিয়ে।

চিত হয়ে শুয়ে আছে লরা। অপেক্ষারত। জানে, ব্যর্থ হয়নি সে।

'এলিসন,' অদ্ভুত, নরম গলায় ডাকল লরা, 'তাড়াতাড়ি আসো। শীত লাগছে।'

রাইফেলটা একপাশে রেখে এগিয়ে গেল এলিসন।

১৭

জেফরী ব্যানকের বাবা-মার কবরের পাশেই টুই সংকে কবর দিল এলিসন। কবরের মাথার কাছে একটা চ্যাপ্টা পাথর রেখে তার উপরে টুই সংয়ের বুদ্ধ মূর্তিটা বসাল।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে লরা। কাজকর্ম দেখছে। পাশেই ওর পোষা কুকুর ব্রুটাস। লাল টকটকে জিভ বের করে বসে আছে। সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এলিসনের দিকে। মাঝে মধ্যে মৃদু ঘরঘর করে উঠছে। লরা ছাড়া আর কাউকেও বিশ্বাস করে না প্রাণীটা। এলিসনের থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। শাবলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল এলি। চারপাশের পাহাড়ের উপর দৃষ্টি বুলাল একবার। সূর্য উঠছে। উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পৃথিবী। আরামের আমেজ বুলায় গায়ে।

আশে পাশের পাহাড়ে আরো অনেক চাইনীজকে কবর দেয়া হয়েছে। সোনা কিংবা রূপার খনিতে কাজ করতে এসেছিল তারা। কাজ করতে করতে মরে গেল। কোন রকম মাটি খুঁড়ে চাপা দেয়া হয়েছে। কর্তব্য পালন করা আর কি। কোন যুগেই খনি শ্রমিকদের জীবনের কোন দাম নেই। বড়লোকদের

আরো বড়লোক করে তোলাই তাদের কাজ।
কিন্তু সাধারণ চাইনীজদের থেকে একটু ভিন্ন ধরণের লোক ছিল টুই সং। খনির কাজ বন্ধ হয়ে গেল। এই অঞ্চল ছেড়ে একে একে সবাই চলে গেল। থেকে গেল টুই সং। জেফরী ফিরে আসার পরে কাজ নিল ডায়মণ্ড বারে। জেফরী মারা যাবার পরেও নড়েনি।
শৈলশিলার পাশে কুয়াটা। সে দিকে তাকাল এলিসন। যেভাবেই হোক ভেতরে কি আছে জানতেই হবে ওকে। একটা রশি দরকার সেজন্যে। রশি বেয়ে কুয়ার ভেতরে নেমে যাবে ও। কি আছে দেখবে। কিন্তু কুয়াটা প্রায় একশ ফুট গভীর। রশিও সেরকমই লম্বা হতে হবে। এত লম্বা রশি শহর ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।
হাতে আর আটচল্লিশ ঘন্টা আছে। এর মধ্যেই কুয়ার রহস্য উদ্ধার করতে হবে……বুঝতে হবে কেন এই পোড়ো র‍্যাঞ্চটাকে নিয়ে সবার এত মাথা ব্যাথ্যা। কেন সবাই পাগল হয়ে উঠেছে এটা দখল করার জন্যে। কি সব অমূল্য সম্পদ আছে এখানে যার জন্যে সবাই ওর পিছে লেগেছে। কিন্তু সময়টা বড় কম।
ইতিমধ্যেই রওনা হয়ে গেছে সিডনী ব্লাড। ওয়েলস ফারগো কোম্পানীর দুর্ধর্ষ এজেন্ট সে। সাথে আছে আরো আধা ডজন লোক। আটঘাট বেঁধেই আসছে ওরা।
মনে মনে হিসেব করল এলিসন। রশি নিয়ে শহর থেকে ফিরে

আসবে। কুয়ার ভেতরে যদি কিছু পাওয়া যায় তাহলে তো ভালই। সোজা ট্যাম্পিকোর দিকে রওনা হয়ে যাবে। সিডনী ব্লাডরা যখন এসে পৌছুবে দেখবে পাখি উড়ে গেছে। মৃদু হাসি খেলে গেল ওর ঠোঁটে।
লরার সাথে র‍্যাঞ্চ হাউজে ফিরে গেল ও। কোন কথা না বলে রোয়ানটার পিঠে স্যাডেল চাপাতে শুরু করল। এখনো ওর উদ্দেশ্যটা মেয়েটাকে জানতে দিতে চায়না ও।
'শহরে যাচ্ছি আমি,' লরাকে বলল সে, 'যেতে চাও আমার সাথে?'
মাথা নাড়ল ও। চোখ দেখেই বোঝা যায় কিছু একটা আঁচ করে ভয় পেয়েছে মেয়েটা। 'শহরে গিয়ে কি করবে?'
শ্রাগ করল এলি। 'এখানে থেকেই বা কি করব?' বলল ও, 'কিছুই নেই এখানে। সব ভুয়া। ভাবছি জাজের প্রস্তাবটা মন্দ নয়। ওর কাছে র‍্যাঞ্চ বেচে দিয়ে চলে যাব।'
'মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোমার?' আঁতকে উঠল লরা, 'আমার কি হবে? আমি কোথায় যাব?'
লরার বিপদ টের পেয়েছে ক্রটাস। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। এলিসনের দিকে তাকিয়ে মৃদু ঘরঘর করে উঠল প্রাণীটা।
রিভলবারের বাঁটে হাত রাখল এলিসন। বিপদ টের পেয়ে চুপ হয়ে গেল কুকুরটা।
'ইচ্ছে করলে আসতে পার তুমি,' লরার উদ্দেশে বলল

এলিসন, 'পাঁচ হাজার ডলার পকেটে থাকলে ট্যামপিকোতে সময় ভালই কাটবে।'

'কিন্তু তারপর?' মাথা নাড়ল লরা। গলায় বাষ্প জমে উঠেছে, 'উঁহু'। এখানেই থাকছি আমি।'

'এখানে থাকবে কিভাবে। জাজের কাছে বেচে দিচ্ছি র‍্যাঞ্চ।' স্মরণ করিয়ে দিল এলি।

'তাতে কিছু আসে যায় না! ক্যারাডিনকে ঠেকাতে পেরেছি··· জাজকেও পারব।'

শ্রাগ করল এলিসন। 'ঠিক আছে; সাফল্য কামনা করছি তোমার।' ঘোড়ায় চড়ে রওনা হল ও।

এলিসন চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল লরা। আস্তাবলে গিয়ে ওর চেস্টনাটটার পিঠে স্যাডেল চাপাল। সোজা কুয়াটার কাছে এসে পৌঁছাল। ভেতরে উঁকি মেরে দেখল সে। বেশ গভীর। গত কাল টুই সং এলিসনকে অনুসরণ করে এসে-ছিল এখানে। শুধু তাই না। এলিকে খুন করার চেষ্টাও করেছিল। কেন? টুই সং কি জানত কোথায় আছে টাকাটা? ইচ্ছে করেই কি লরার কাছে মিথ্যে বলেছে? হতে পারে! হাতে বেশী সময় নেই। এলিসন যদি সত্যি সত্যিই জাজের কাছে বেঁচে দেয় র‍্যাঞ্চ······

গুলির শব্দে চমক ভাঙল লরার। দূরে হয়েছে গুলিটা। এক

বারই। কুয়ার পাশ থেকে সরে এল লরা। স্যাডেলে চেপে বসল। কপালে চিন্তার ভাঁজ। সম্পূর্ণ একা এখন সে। একা এবং অসহায়। যে কেউ ইচ্ছে করলেই······

র‍্যাঞ্চ হাউজের সামনে এসেই রাশ টানল ঘোড়ার।

'ক্রটাস!' আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল ওর গলা থেকে। স্যাডেল থেকে লাফ মেরে নেমেই ছুটে গেল ও। ধুলার উপর শুয়ে আছে কুকুরটা। স্থির। বুকের উপর গুলির চিহ্ন। রক্তে ভিজে উঠেছে মাটি।

ক্রটাসের মাথায় হাত রাখল ও। এই প্রাণীটাই ছিল ওর একমাত্র বন্ধু।

পেছনে চেস্টনাটটা উত্তেজিত ভাবে নাক দিয়ে শব্দ করল। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল লরা। পরক্ষণে ছুটে গেল ওর ঘোড়ার দিকে। স্কাবার্ডে রাইফেল আছে·········

মাথার একফুট দূর দিয়ে চলে গেল বুলেটটা। সতর্ক করে দেয়া হল ওকে। ইচ্ছে করেই লাগায়নি ওরা। থমকে দাঁড়াল লরা। ধীরে ধীরে পিছু ফিরল।

স্যাডেলে বসে আছে ক্যারাডিন। হাতে সিক্স শূটার। তখনও ধোঁয়া বেরচ্ছে নল দিয়ে। ওর পাশেই আরেকজন অশ্বারোহী। এও পিচফর্ক র‍্যাঞ্চের লোক। লালচুলো, হালকা পাতলা গড়নের বাদামী চোখ।

'এলিসন ব্যাটাকে দেখলাম রিমরকের দিকে যেতে। ভাবলাম একা পাওয়া যাবে তোমাকে।' হোলস্টারে পুরে রাখল রিভল-

বার। 'চীনাটা কোথায় ?'

'ভেতরে……' মিথ্যা বলল লরা।

নেমে দাঁড়াল ক্যারাডিন। ধীর পায়ে এগিয়ে এল লরার দিকে।

'ভেতরে নেই সে,' কর্কশ গলায় বলল, 'কোথায় আছে বল ?'

মাথা নাড়ল লরা। 'জানি না। ভেতরেই থাকার কথা…'

চটাশ করে গালের উপর চড় কষাল ক্যারাডিন। পেছনে হেলে পড়ল লরার মাথা। চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এসেছে।

'আশপাশটা ঘুরে দেখ,' সঙ্গির উদ্দেশে বলল ক্যারাডিন, 'দেখা মাত্র খুন করবে ব্যাটাকে।'

নিঃশব্দে ঘোড়া ঘুরিয়ে চলে গেল লোকটা।

'কোথায় আছে টাকা ?' আগের মতই কর্কশ গলায় জানতে চাইল ক্যারাডিন।

না জানার ভান করল লরা। 'কিসের কথা বলছ ? টাকা ?…'

আবারো চড় কষাল ক্যারাডিন। লরার ঠোঁটের কোনে রক্তের আভাস দেখা দিল এবার। 'জানিস না ? পিতলা ঘুঘু। ভাল চাসতো বল এখনি।'

'ডেভ…প্লিজ…সত্যি বলছি জানি না।' আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লরা।

এবারের চড় খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে। ফুঁপিয়ে উঠল। নিষ্ঠুর দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে ক্যারাডিন।

'এখানেই কোথাও লুকান আছে জেফরীর ডাকাতির টাকা। সে জন্যেই তুই ফিরে এসেছিস—'

চুলের গোছা ধরে একটানে দাঁড় করিয়ে দিল লরাকে। 'জেফরী মারা যাবার পরে পুরো র‍্যাঞ্চটাই খুঁজে দেখেছি আমরা। হারামী চীনাটাই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে ওটা।'

এমন সময় ফিরে এল লালচুলো।

'মারা গেছে চীনা।' জানাল সে। নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক এই লালচুলো। কখনই কোন রকম ভাবান্তর হয়না চেহারার। 'ওদিকে নতুন একটা কবর দেখলাম। উপরে একটা মূর্তি রাখা।'

লরার দিকে ফিরে তাকাল ডেভ। 'কে খুন করেছে ওকে ?'

'এলিসন।' অনিচ্ছা স্বত্বেও নামটা উচ্চারন করল লরা। 'সত্যি বলছি কোথায় টাকা রেখেছে জেফরী আমি জানি না। কখনই আমাকে বলেনি সে। তবে চুই সং হয়ত জানত।'

হতাশায় হাত মুঠিবদ্ধ করে ফেলল ক্যারাডিন। বাবা মারা যাবার পরে পিচফর্কে ফিরে এসেছে সে। তখন ওর বিধ্বস্ত অবস্থা। টাকা পয়সা নেই হাতে। প্রথম কয়েকদিন বেশ আরামেই কাটল। দুহাতে পয়সা কড়ি উড়িয়েছে। জুয়াও খেলেছে দেদার।

সত্যি বলতে কি, পিচফর্কের জন্যে মোটেও টান নেই ওর। ভাল দাম পেলে বেচে দিয়ে চলে যাবে।

জেফরীর টাকা নিয়ে অনেক রঙীন স্বপ্ন দেখেছিল সে। একটা দু'টো টাকা নয়। দেড়শো হাজার ডলার।

লরার দিকে এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল সে। পেছাতে পেছাতে র‍্যাঞ্চ হাউজের দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকে গেছে লরার। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ফুলে উঠছে উঁচু স্তন। রিভলবার বের করে দুই স্তনের মাঝে নল ঠেকাল ক্যারাডিন।

'যে ভাবেই হোক এই র‍্যাঞ্চ আমাকে পেতেই হবে। তারপর...'

'এলিসনকে থামাতে হবে তাহলে,' ঝটপট বলে উঠল লরা, 'জাজের কাছে ডায়মণ্ড বার বেঁচে দিতে গেছে সে।'

'তাই?' থমকে গেল ডেভ।

মাথা ঝাঁকাল লরা। 'টাকার কথা জানে না এলিসন। গত-কাল জাজ ওকে পাঁচ হাজার ডলারের প্রস্তাব দিয়েছে। সে জন্যেই রিমরকে গেছে সে। র‍্যাঞ্চ বেচে টাকা নিয়ে ওখান থেকেই চলে যাবে।'

সঙ্গীর দিকে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ক্যারাডিন।

'ফ্লিন্ট, আমার ঘোড়াটা নিয়ে যাও তুমি। তোমারটার চাইতে জোরে চলে ওটা। যে ভাবেই হোক শহরে যাবার আগেই থামাতে হবে এলিসনকে। কোন রকম সুযোগ না দিয়েই খুন করবে।'

ভাবান্তর দেখা গেল না ফ্লিন্টের মধ্যে।

'কি ব্যাপার, নড়ছ না কেন?' খেঁকিয়ে উঠল ক্যারাডিন, 'জলদি ছোট। তোমার চাইতে আধঘন্টা এগিয়ে আছে সে।'

সামনের দিকে ঝুঁকে এল লালচুলো। ধূর্ত সরু চোখ। 'কত দেবে, ক্যারাডিন?'

স্থির চোখে ফ্লিন্টের দিকে তাকিয়ে রইল ডেভ।

'মাসে পঞ্চাশ ডলার করে দাও আমাকে। সেতো শুধু র‍্যাঞ্চে কাজ করার বেতন,' ধূর্ত গলায় বলল ফ্লিন্ট, 'খুন করার বেতন আলাদা।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে ক্যারাডিন। 'কত চাও?'

'পাঁচ হাজার ডলার। ফিরে আসামাত্র দিতে হবে।'

ইতস্তত করছে ক্যারাডিন। এত টাকা এখন ওর হাতে নেই। পিচফর্ক র‍্যাঞ্চ বেচে দিতে হবে তাহলে। কিন্তু একবার যদি ডায়মণ্ড বার কিনে ফেলে জাজ........

'ঠিক আছে,' রাজী হয়ে গেল ও, 'পাঁচ হাজারই দেব। কিন্তু তার আগে শিওর হতে হবে মারা গেছে এলিসন।'

'তাই হবে।' স্যাডেল থেকে নেমে পড়ল ফ্লিন্ট। নিজের রাইফেলটা হাতে নিয়ে ক্যারাডিনের স্ট্যালিয়নের পাশে এসে দাঁড়াল। স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল বের করে ছুঁড়ে দিল ডেভের দিকে। নিজেরটা পুরে রাখল স্ক্যাবার্ডে। এক লাফে উঠে বসল স্যাডেলে। ঘোড়ার পেটে স্পারের খোঁচা মেরে ছুটিয়ে দিল ঝড়ের বেগে।

'তাড়াতাড়ি ফিরে এস।' পেছন থেকে স্মরণ করিয়ে দিল ক্যারাডিন।

লরার দিকে ফিরে তাকাল সে। 'চল, ভেতরে গিয়ে অপেক্ষা করা যাক।'

ক্যারাডিনের চোখের দৃষ্টি লরা চেনে। আরো অনেক পুরুষের চোখেই এই দৃষ্টি সে দেখেছে।

কোন কথা না বলে র‍্যাঞ্চ হাউজের দিকে পা বাড়াল ও।

১৮

সবে হুইস্কির বোতলে মুখে ঠেকিয়েছে কালপিপার। থমকে গেল ও। দু'চোখে নিখাদ বিস্ময়। বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে আছে এলিসনের হাতের রিভলবারের দিকে।

'যীশু!'

লোকটার চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে হুইস্কি। ঢোক গিলতে ভুলে গেছে সে। কোটের বুকের কাছটা ভিজে উঠেছে। পা দিয়ে দরজার কপাট বন্ধ করে দিল এলিসন। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল।

'কি, ভয় পেয়েছিলে খুব?' হালকা গলায় প্রশ্ন করল ও। বুড়ো আঙুল রিভলবারের হ্যামারের উপর।

'ভয়? যীশু। আরেকটু হলেই হার্টফেল করেছিলাম বলে! রিভলবার সরাও।'

হাসল এলিসন। দাঁতগুলোই বের হল শুধু। চেহারা আগের মতই শীতল।

'কি খবর?'

এতক্ষণে কিছুটা সাহস ফিরে পেল কালপিপার। এতক্ষণ যখন

গুলি করোন এলিসন, তারমানে নিছক ইয়ার্কী মারছিল। হাতের বোতলটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল সে। হাসার চেষ্টা করল।

'সবে ফিরলাম। খবর সব ভাল। তোমার নামে খারিজ হয়ে গেছে জমি। একেবারে পাকা ব্যবস্থা করে এলাম। এখন থেকে ডায়মণ্ড বারের মালিক তুমি।'

'এত জলদি কাজ হয়ে গেল?'

মাথা ঝাঁকাল কালপিপার। 'উপায় জানা থাকলে তাড়াতাড়িই হবে।' ডেস্কের পেছনের চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল সে। মৃদু কাঁপছে পা। দুর্বল লাগছে। 'বুঝলে না, কয়েক জায়গায় তেল দিলাম, ব্যস, কাজ উদ্ধার হয়ে গেল।'

'তাই নাকি?' এলিসনের গলায় কৌতুকের ছোঁয়া, 'আমি তো জানতাম তোমার কাছে টাকা পয়সা নেই। হঠাৎ করেই বড়-লোক হয়ে গেছে মনে হয়!'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল কালপিপার। 'না, মানে কিছু টাকা ছিল হাতে। তাই দিয়েই কাজ চালালাম। তোমার কথার উপরেই খরচ করলাম। বলেছিলে র‍্যাঞ্চ বেচে আমার টাকা শোধ করবে।'

লোকটার কথা এক বিন্দু বিশ্বাস করল না এলিসন। যাকগে, তাতে কিছু যায় আসে না এখন। খুব শিগগিরই রিমরক ছেড়ে চলে যাচ্ছে ও।

'লরা ব্যানকের ব্যাপারটা কি?'

১১—

'লরা ?'
'হ্যাঁ। জেফরীর বউ। ওর কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছ তুমি জেফরী মারা গেছে। জানতে, খবর পেয়ে ঠিকই চলে আসবে সে।'
দীর্ঘশ্বাস ফেলল কালপিপার। 'তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, এলিসন……'
হাত বাড়িয়ে কালপিপারের কলার চেপে ধরল এলি। একটানে চেয়ার থেকে তুলে আনল তাকে। ধাক্কা দিয়ে দেয়ালের সাথে ঠেসে ধরল।
'জেফরীর কাছে আমার পাঁচ হাজার ডলার দেনার কথাও জাজের কানে তুলেছ, তাই না ?'
উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে এদিক ওদিকে তাকাচ্ছে কালপিপার। যেন ফাঁদে আটকা পড়েছে। সামান্য সুযোগ পেলেই ছুটে বেরিয়ে যাবে ঘর ছেড়ে। 'তু-তুমিই বলেছিলে র‍্যাঞ্চ বিক্রী করবে। সেজন্যেই বলেছি তাকে। ভাবলাম জেফরীর কাছ থেকে যেটুকু পেতে তা হলেই বেচে দিবে বুঝি। অন্য কোন মতলব ছিল না আমার।'
কলার ছেড়ে দিল এলিসন।
'কত টাকা খেয়েছ জাজের কাছ থেকে ?'
ছাড়া পেয়ে কোট টেনে ঠিক করে নিল কালপিপার। 'টাকা খেয়েছি ?' অবাক হবার ভান করল সে, 'পাগল হয়েছ তুমি ? এর মধ্যে আমার ব্যবসায়িক নীতি জড়িত।'

কোনরকম ভাবান্তর ঘটল না এলির চেহারায়।
'ভালয় ভালয় বলে দাও।' একগুঁয়ে গলায় জিজ্ঞেস করল সে। জিভ দিয়ে আবার ঠোঁট ভেজাল কালপিপার। স্নায়ুতে সইছে না ধকল। 'শতকরা দশ ভাগ দালালী পাব আমি। বিক্রী করার পরে পাব টাকাটা।'
'কিন্তু পাঁচ হাজার ডলার বড় কম হয়ে গেল না ?' অন্তত দেড়শ হাজার ডলার দাম হওয়া উচিত র‍্যাঞ্চটার। কি বল কালপিপার ?'
স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে এটর্নি। 'দেড়শ হাজার ডলার……' হঠাৎ করেই থমকে গেল সে। দ্রুত এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। 'বুঝেছি। তারমানে গল্পটা তোমার কানেও পৌঁছেছে। ডায়মণ্ড বারে লুকান আছে ডাকাতির টাকা।'
'ঠিক তাই।' বলল এলিসন, 'কোথায় লুকান আছে তাও জানি আমি। একটা পুরনো কুয়ার ভেতরে আছে পুরো টাকাটা।'
চমকে উঠল কালপিপার। 'জানতাম তুমিও টাকার নেশায় মাতবে, এলিসন। টুই সংই এর মূলে। সম্ভবত ওকে দিয়েই কাজটা করিয়েছিল জেফরী……'.
'জেফরী ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে নি ?'
শ্রাগ করল কালপিপার। 'সবাই তাই চিন্তা করত। বিশেষ করে যখন জানা গেল ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সাথে কয়েক বছর আগে ঝগড়া হয়েছিল জেফরীর। ডাকাতির পরে শেরিফ, আরো

কয়েকজন ডিটেকটিভ খোঁজ খবর নিয়েও কিছুই প্রমান করতে পারেনি। কেননা ব্যাঙ্কের খাতাপত্রে দেখা যাচ্ছিল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার গুডসনই টাকা আত্মসাৎ করেছে।'
হোলস্টারে রিভলবার পুরে রাখল এলিসন। হুইস্কির বোতলের দিকে হাত বাড়াল সে।
'কিন্তু জেফরীর কাছে টাকা আছে একথাটা সে ছড়াল কেন?'
শ্রাগ করল কালপিপার। 'অনেক পরে এই কথাটা ছড়িয়েছে। এতদিনে ব্যাঙ্ক ডাকাতির ঘটনা শান্ত হয়ে এসেছে। জেফরীর বউ চলে যাবার পরে সে র‍্যাঞ্চ বেঁচে দেবার চিন্তা করে। হয়ত র‍্যাঞ্চের দাম বাড়ানর জন্যেই সে এই গল্পটা চালু করে যে ওর র‍্যাঞ্চেই টাকা লুকান আছে।'
'র‍্যাঞ্চের দাম বেড়েছিল কি এতে?'
মাথা নাড়ল কালপিপার। 'প্রথম প্রথম কিছু হয় নি। কেউ ওকে বিশ্বাস করেনি। ওর কাছে যদি এত টাকাই থাকত তাহলে সে র‍্যাঞ্চ বেচতে চাবে কেন? বরং টাকাটা উঠিয়ে নিয়ে কোথাও চলে গেলেই তো হয়, তাই না?'
'ঠিকই বলেছ।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে এলি।
'জেফরী বেশ আজব ধরনের লোক ছিল,' বলে চলল কাল-পিপার, 'চালাকও ছিল বেশ। ও নিজে আমাকে জানিয়েছে র‍্যাঞ্চে কোন টাকা পয়সা লুকান নেই। র‍্যাঞ্চের দাম একটু চড়ামাত্র সে বেচে দিবে। এমনকি ক্যারাডিনকে বড়শিতে গেঁথেও এনেছিল। এমন সময় খুন হল ও।'

জানালার পাশে এসে দাঁড়াল এলিসন। নীচে রাস্তার উপর দৃষ্টি।
'সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে এখন,' বলল কালপিপার, 'র‍্যাঞ্চটা জাজের কাছে বেঁচে দেওয়া।' খিকখিক করে হাসছে সে। 'ক্যারাডিন আর জাজ কামড়া কামড়ি করুক। তুমি চুপচাপ টাকা নিয়ে সরে পড়। পাঁচ হাজার ডলার নেহাত মন্দ না। অন্তত ডায়মণ্ড বারের মত একটা ফালতু র‍্যাঞ্চের জন্যে।'
মাথা নেড়ে সায় দিল এলিসন।
ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা সরকারী খাম বের করল এটর্নি। 'ডায়মণ্ড বারের দলিলপত্র আছে এটায়। তোমার নামে করা।'
'লরা ব্যানকের কি হবে?'
নাক চুলকাচ্ছে কালপিপার। 'মহিলা সুন্দরী···কিছু একটা ব্যবস্থা বের করে নেবেই···এই ধরনের মেয়েদের কোন অসু-বিধে হয় না।'
জানালার কাছ থেকে সরে এল এলিসন। ঠিক সেই মুহূর্তে রাস্তায় দেখা গেল ফ্লিন্টকে। একটা খোঁড়া কালো রোয়ানে চড়ে আসছে সে।
কালপিপারের অফিসের সামনে হিচরেইলে এলিসনের ঘোড়া বাঁধা। সেদিকে দৃষ্টি যেতেই মুহূর্তের জন্যে থেমে দাঁড়াল লোকটা। তারপর কি ভেবে আবার রওনা হল সামনে।

খামটা তুলে নিল এলিসন। দলিলটা বের করে মেলে ধরল। পরখ করে দেখল কোনরকম জালিয়াতি আছে কিনা এতে। মনে হয় না, সিল, সই সবই আছে।

'পঞ্চাশ ডলার পাই তোমার কাছে।' জানাল কালপিপার।

'জাজের কাছ থেকে যে কমিশন পাবে সেটাই তোমার ফি।' বলল এলিসন।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা লাগল মুখে। আগের চাইতেও নেমে এসেছে পারদ। এখান থেকে টেক্সন পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে। সাদা শুভ্র বরফের উপর সোনালী রোদের প্রতিফলন। পেছনের আকাশে মেঘ জমছে। যে কোন দিন শহরে তুষার পাত হবে।

কোটের কলার উ'চিয়ে নিল এলিসন। দ্রুত সি'ড়ি ভেঙ্গে নেমে এল নীচে। নীচে পা রেখেই থমকে গেল ও।

কি মুশকিল। আবারো ঝামেলা পাকাতে এসেছে দেখছি। মার্শাল উইন্টারের রিভলবারের নল ওর নাকের এক ইঞ্চি দূরে। পেছনে মার্শালের হাসি হাসি মুখ।

'তোমার জন্যে একটা ভাল প্রস্তাব আছে,' বলল মার্শাল, 'জাজ পাঠিয়েছে।'

শ্রাগ করল এলিসন। নিঃশব্দে পা ব'াড়াল জাজের অফিসের দিকে। এমনিতেও সে ওখানেই যেত এখন।

১৯

দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে ফ্লিন্ট। ওর ঘোড়াটার পেছনের পায়ে নতুন নাল লাগাচ্ছে কামার। সেদিকে তাকিয়ে চিন্তায় ডুবে গেল ও। মনস্থির করে ফেলেছে ও, পিচফর্ক র‍্যাঞ্চে আর ফিরে যাচ্ছে না সে। যাওয়ার কোন মানেও হয়না।

পাঁচ হাজার ডলার দেবে বলে কথা দিয়েছে ডেভ ক্যারাডিন। কিন্তু জানে ও, ক্যারাডিনের মনে অন্য বুদ্ধি। এক কানাকড়িও দেবে না সে। বরঞ্চ সুযোগ বুঝে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেবে ফ্লিন্টের মাথায়।

পথে দেরী হয়ে গেছে ফ্লিন্টের। এটা অবশ্য তার দোষ নয়। শালার ঘোড়াটার পেছনের পায়ের নাল খসে গেল। খে'াড়া ঘোড়া নিয়ে কিছুতেই এলিসনের নাগাল পাওয়া গেল না।

কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়াল কামার। 'হ্যাঁ, ঠিক হয়ে গেছে। তবে বেশী জোরে ছোটান যাবে না। কয়েকদিন লাগবে পায়ের আঘাত সেরে উঠতে।'

মাথা নাড়ল ফ্লিন্ট। 'মিঃ ক্যারাডিনের ঘোড়া। শহরে এলে দাম মিটিয়ে দেবে তোমার।'

কথা শেষ করে দাঁড়াল না ফ্লিন্ট। ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। ঠিক তখনি দেখতে পেল মার্শালের সাথে টেরিটরিয়াল বারে ঢুকছে এলিসন।

একমুহূর্ত থেমে চিন্তা করে নিল ফ্লিন্ট। যে কোন কাজ করার আগে ভেবে নেওয়া ভাল। রিমরক থেকে দু'টো রাস্তা বেরিয়েছে। একটা পেছনের পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে জুরাডো হাউজের দিকে, অন্যটা পুবে সাস্তা ফে জংশনের দিকে।

জাজের কাছে র‍্যাঞ্চ বিক্রী করে এই দু'টোর যে কোন একটা পথই বেছে নিবে এলিসন। যেদিক দিয়েই যাক না কেন সে, প্রস্তুত থাকতে চায় ফ্লিন্ট।

অফিস ঘরে ডেস্কের পেছনে বসে অপেক্ষা করছে স্পেলম্যান। এমন সময় এলিসন এসে ঢুকল। পেছন পেছন মার্শাল উইন্টার। দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল মার্শাল। 'কোন ঝামেলা হয়নি, জাজ। ও নাকি তোমার কাছেই আসছিল।'

ঘরের ভেতর আরো দু'জন লোক আছে। এক জনের হাতে একটা ফিনফিনে পাতলা থ্রোয়িং নাইফ। একমনে নখের ময়লা খুঁটছে চাকুর ডগা দিয়ে।

'অনেক ভুগিয়েছ, এলিসন,' কথা বলল জাজ, 'ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি আমি।'

শ্রাগ করল এলি। 'আমি ভেবেছিলাম এখনও ডায়মণ্ড বার কিনতে রাজী আছ তুমি। সে জন্যেই এসেছি আমি।'

তীক্ষ্ণ চোখে ওকে লক্ষ্য করছে জাজ। দ্রুত চিন্তা চলছে

মাথায়। 'এখন আর কিনতে চাইনা।' নির্লিপ্ত গলায় জানাল সে।

হতাশ হবার ভঙ্গি করল এলিসন। 'ডায়মণ্ড বারের দলিল আছে আমার সাথে,' কোটের পকেটে টোকা দিল সে, 'কালপিপারের অফিস থেকে নিয়েই তোমার এখানে আসছিলাম—এমন সময় মার্শালের সাথে দেখা।'

সামনে ঝুঁকে এল স্পেলম্যান। 'এলিসন, আমার কাছে তোমার দাম পাঁচ হাজার ডলার। সিডনী ব্লাড এখানে এসে পৌঁছান পর্যন্ত তোমাকে আটকে রাখাই হবে আমার কাজ।'

হাসল এলিসন। 'তা ঠিক। পুরুস্কারের টাকা পাবে ঠিকই। কিন্তু ডায়মণ্ড বার পাবে না।'

দীর্ঘ একটা মিনিট চুপ করে রইল স্পেলম্যান। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসি। 'কালকে যখন পাঁচ হাজার ডলার দিতে চাইলাম, নিলে না তুমি,' বলল সে, 'আজকে আবার রাজী হচ্ছ কেন?'

'যে কোন বুদ্ধিমান লোকই তা করত,' উত্তর দিল এলিসন, 'এভাবেই জিনিসের দাম চড়ে। দেখলাম ক্যারাডিন তোমার চাইতেও বেশী দাম বলে কিনা।'

'কত বেশী দিতে চায় সে?'

শ্রাগ করল এলি। 'সময় হল না জানার। সিডনী ব্লাডের হাতে ধরা পড়ার চাইতে পাঁচ হাজার ডলার নিয়ে কেটে পড়া ভাল।'

হাসল জাজ। 'যাক, এতক্ষনে শুভবুদ্ধি এসেছে মাথায়।'

উঠে দাঁড়াল সে। ছোট একটা আলমারীর সামনে এসে দাঁড়াল। তালা খুলে ভেতর থেকে একটা বড়সড় খাম বের করল। ডেস্কের উপর রাখল সেটা।

'গুনে দেখ টাকা,' স্বাভাবিক গলায় বলল জাজ। একই সাথে একটা বিক্রীর রসিদ বের করে রাখল। 'পাঁচ হাজার ডলার। এক সেন্টও এদিক ওদিক হবে না।'

চোখ ঘুরিয়ে একবার ঘরের ভেতরটা দেখে নিল এলিসন। ঘরে অন্য যে দু'জন ছিল তারা ওর পেছনে সরে গেছে। দেখেই বোঝা যায় কোন একটা ইঙ্গিতের জন্যে অপেক্ষা করছে।

যা বোঝার বুঝে নিল এলিসন। নতুন ফন্দি এঁটেছে জাজ। এক ঢিলে দুই পাখী মারতে চাচ্ছে সে। ডায়মণ্ড বারও নেবে আবার এলিসনকে ধরিয়ে দিয়ে পুরস্কারটাও হাতাবে।

'সই করে টাকাটা নিয়ে যাও।' জাজ বলল।

ডেস্কের দিকে পা বাড়াল এলিসন। 'ব্যানকের জমি কিনে কি করবে তুমি? র‍্যাঞ্চ তোমার একটা আছেই।'

মাথার চুলে আঙুল চালাল স্পেলম্যান। 'তা আছে, কিন্তু জুয়া খেলতে ভালবাসি আমি। পুরনো অনেক খনি আছে ওদিকে। যে কোন একটায় কিছু পেয়ে যেতেও পারি।'

তা তো পাবেই, মনে মনে বলল এলিসন, দেড়শ হাজার ডলার পেতে কার না সাধ হয়।

'আমার চাইতেও বড় জুয়ারী দেখছি তুমি।' হাসল এলিসন। পকেট থেকে ডায়মণ্ড বারের দলিলটা বের করে ডেস্কের উপর

রাখল।

পেন হোল্ডার থেকে একটা কলম তুলে নিল সে। ঝুঁকে এল বিক্রী রসিদের উপর। জ্বল জ্বল চোখে ওকে লক্ষ্য করছে স্পেলম্যান। টুঁ শব্দটি নেই ঘরের ভেতর।

সই করতে শুরু করল এলিসন। দৃষ্টি স্পেলম্যানের উপর। জাজের চোখের ইঙ্গিতই ওকে সাবধান করে দিল।

বিদ্যুৎ গতিতে মাথা নীচু করে ঘুরে দাঁড়াল এলিসন। পেছনের লোকটা ছুঁড়ে মেরেছিল থ্রোয়িং নাইফটা। কানের কয়েক ইঞ্চি পাশ দিয়ে সাঁই করে বেরিয়ে গেল ছুরিটা। স্পেলম্যানের কণ্ঠার হাড়ের এক আঙুল উপরে গেঁথে গেল সেটা।

ড্র করল এলিসন। এত দ্রুত যে মনে হল ভোজবাজীর মত উঠে এল রিভলবারটা। ট্রিগার টিপল ও। কপালের উপর ত্রিনয়নের সৃষ্টি হল লোকটার। আছড়ে পড়ল মেঝের উপর।

ততক্ষণে লাফ দিয়েছে দ্বিতীয় লোকটা। এলিসনকে সমেত হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। ওর বুকের উপর চেপে বসেছে লোকটা। সাঁড়াশির মত শক্ত আঙুলে গলা টিপে ধরেছে এলিসনের।

ক্রমেই চাপ বাড়ছে। দম আটকে আসছে এলির। চট করে পা উঠিয়ে লোকটার গলা পেঁচিয়ে ধরল ও। এক ঝটকায় বুকের উপর থেকে উল্টিয়ে ফেলল তাকে।

মুক্তি পেয়েই এক পাক গড়ান খেল এলিসন। মেঝের উপর পড়ে আছে রিভলবারটা। ছোঁ মেরে তুলে নিল। হাঁটু গেড়ে বসল

ও। ততক্ষণে উঠে পড়েছে ওর প্রতিপক্ষ। আবারো ঝাঁপ দিল সে। সাথে সাথেই গর্জে উঠল এলির রিভলবার।

ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল এলিসন। মার্শালের বুক বরাবর রিভলবারের নল। হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছে উইন্টার।

হাত বাড়িয়ে ডেস্কের উপর থেকে তুলে নিল টাকা ভর্তি খামটা। নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দিল কোটের পকেটে। মেঝের উপর পড়ে আছে জাজ। এখনও অল্প অল্প করে বেরচ্ছে রক্ত। চোখ দু'টো খোলা। মারা গেছে অনেক আগেই।

'ঘুরে দাঁড়াও।' উইন্টারসের উদ্দেশে বলল এলিসন।

নিঃশব্দে আদেশ পালন করল মার্শাল।

বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এল এলিসন। কোল্টের বাঁট দিয়ে মার্শালের মাথা লক্ষ্য করে সজোরে আঘাত হানল ও। কাটা গাছের মত লুটিয়ে পড়ল উইন্টারস। ওকে ডিঙিয়ে বেরিয়ে এল এলি।

লম্বা পদক্ষেপে রাস্তা পেরল ও। কেউ বাধা দিতে এল না। রোয়ানটার পিঠে চড়ে রওনা দিল। একবার কালপিপারের জানালার দিকে তাকাল। মনে হল লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

পাঁচ হাজার ডলার পেয়ে গেছে ও। ইচ্ছে করলেই এখন ট্যাম্পিকো চলে যেতে পারে। মন্দ হবে না।

পশ্চিমের দিকে মুখ ফেরাল ঘোড়ার। ওপথ দিয়েই তিন দিন আগে রিমরকে এসে পৌঁছেছিল সে।

২৩

টেজন পাসের উঁচু চূড়ায় এলিসনের জন্য অপেক্ষা করছে ফ্লিন্ট। ক্যানিয়নের ভেতরে প্রবাহিত বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। কনকনে শীত ছড়িয়ে পড়ছে। ধীরে ধীরে শীতের প্রকোপ বাড়ছেই। ঝড়ো মেঘে মাঝে মাঝেই ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সূর্য।

স্যাডেল থেকে উইনচেস্টারটা বের করে নিল ফ্লিন্ট। ওর ঘোড়াটা কাল রঙের স্ট্যালিয়ন। আসলে ওটা ক্যারাডিনের। জ্যাকপাইন গাছের আড়ালে রয়েছে ফ্লিন্ট। নীচ থেকে এলিসন শত চেষ্টা করলেও ওকে দেখতে পাবে না।

উত্তরদিকের চূড়ার পেছন থেকে উড়তে উড়তে এগিয়ে এল একটা বাজপাখী। ফ্লিন্টের চারদিকে চক্কর মারতে লাগল ওটা। কর্কশ চিৎকারে ভরে গেছে প্রান্তর। পাখীটাকে না দেখলে, শুধু চিৎকার শুনলে যে কেউ ভড়কে যাবে সন্দেহ নেই।

ফ্লিন্ট ট্রেইল ধরে নীচে নামতে শুরু করল। অবস্থান যদিও খারাপ ছিল না, তবু মনে হচ্ছে এরচেয়ে ভাল জায়গা থাকতেও পারে। একখানে বড় বড় কিছু পাথর পড়ে আছ

ট্রেইলের ঠিক পাশেই। এলিসনকে অবশ্যই এদিক দিয়ে যেতে হবে। বিকল্প কোন পথ নেই। ফ্লিন্ট আগের চেয়ে নিশ্চিন্ত অনুভব করছে। এলিসন কিছু সন্দেহ করলেও অন্ততঃ এটুকু পথ আসবেই। নীচ থেকে পাথরগুলো দেখা যায় না। জ্যাকপাইন গাছের আড়ালে থাকলে সাবধানী লোক সতর্ক হয়ে যেতে পারে কিছু সন্দেহ করে।

বোল্ডারের উপর উইনচেস্টারের নলটা ঠেকা দিয়ে, নীচের দিকে তাক করে ধরে রাখল ফ্লিন্ট। ট্রেইলের উপর, আশে পাশে জ্যাকপাইনের ঝোপ। পাহাড়ের গা'টা এমন খাড়া যে ওটা বেয়ে কারো পক্ষে ওঠা সম্ভব না।

ফ্লিন্টকে ফাঁকি দিয়ে এগোনোর কোন পথই নেই এলিসনের। কোন পথই নেই।

মুচকি হাসল পিচফর্কের অনুগত কর্মচারী। পাঁচ হাজার ডলার অনেক টাকা। জীবনটাকে গুছিয়ে নেয়ার জন্য যথেষ্ট।

শহর থেকে ফেরার সময় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল এলিসন। সরাসরি ট্যামপিকো যাবে ও, র‍্যাঞ্চে ফিরবে না। ফেরার কোন মানে হয়না।

লরা? লরার কি হবে? মেয়েটার চিন্তায় খানিক থমকে গেল এলিসন। পরমুহূর্তে ভাবল, একেবারে জলে পড়বে না

লরা। কালপিপারের কথাই ঠিক। যুক্তি দিয়ে বিচার করলে জেফরীর আচরণের সহজ ব্যাখ্যা ওটাই। ডাইমণ্ড বার এমনিতে কেউ একহাজার ডলারেও কিনতে চাইবে না। দাম বাড়ানোর জন্য সম্ভাবনাময় একটা গুজব চালু করে দেয়া—স্বাভাবিক ব্যাপারই। আর লরা সুন্দরী মেয়ে। যথেষ্ট সুন্দরী। পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য ওদের খুব একটা কষ্ট করতে হয় না। পুরুষের লৌহ কঠিন সংগ্রাম ওদের কাছে অপরিচিত। ব্যঙ্গের হাসি ফুটল এলিসনের ঠোঁটে।

টেজন পাসে ঢোকার সময় চিন্তিত হয়ে পড়ল সে। অবশ্য অজানা কোন আশংকায় না, আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে। কিছুক্ষণের মাঝেই বৃষ্টি পড়তে শুরু করবে। বাতাসের মাতলামী দেখে মনে হচ্ছে ঝড়ও উঠবে মন্দ নয়। তারমানে ভয়ংকর বিপদ। পাহাড়ী অঞ্চলে ঝড়ের তাণ্ডব রূপ যারা দেখেনি তারা তা কল্পনাও করতে পারবে না।

এলিসন হিসাব করে দেখল ঝড় শুরু হওয়ার আগে জুরাডো হাউজে পৌঁছতে পারবে। ওর ঘোড়াটাও বদলানো দরকার। ফ্রেস্কোর ওখানে থামলে মন্দ হয় না। নতুন ঘোড়া নেয়া যাবে ওর কাছ থেকে। ট্যামপিকো পর্যন্ত যেতে হবে ওকে। তেজী, টগবগে একটা ঘোড়া না হলে সেটা সম্ভব নয়।

উত্তর দিকের চূড়ার দিকে উঠে যাচ্ছে এলিসন। সেদিকের পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চক্কর মারতে থাকা সেই বাজপাখীটা। এলিসনের উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল ওটা লুকিয়ে

থাকা ক্লিন্টের দিকে।
সেই মুহূর্তে রাইফেল তাক করেছে ক্লিন্ট। ট্রিগারে আঙুল বসানোর সাথে সাথে তীক্ষ্ণ, কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল পাখীটা। নিজেকে অভিসম্পাত দিল ক্লিন্ট। কেঁপে গেছে রাইফেলের নল।
মুহূর্তে স্যাডেল থেকে লাফিয়ে পড়ল এলিসন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে মনের কোণে কেন জানি আশংকার মেঘ জমছিল। কারণটা স্পষ্ট করে অনুভব করতে পারেনি এতক্ষণ। গুলীর শব্দ শোনার আগেই আগুন ঝলকে উঠতে দেখেছে। প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেরী হয়নি।
তবু পুরোপুরি বাঁচতে পারল না ও। হাওয়ায় ফুলে উঠা শার্ট ভেদ করে চলে গেল বুলেট। পরমুহূর্তে মাটির সাথে নিজের শরীরটা মিশিয়ে দিয়েছে। হাতে চলে এসেছে কোল্টটা। অস্ত্রটা উঁচিয়ে ধরে গুলী করতে গিয়ে দেখল, আরেক ঝামেলা বেধে গেছে এরই মাঝে।
ওর ঘোড়াটাই বাধিয়েছে বিপত্তি। দক্ষিণ দিকের বোল্ডার গুলোর পেছন থেকে গুলী করা হয়েছে এলিসনকে। অথচ এই মুহূর্তে ওর ঘোড়াটা পথ বন্ধ করে ছুটে যাচ্ছে বোল্ডার গুলোর দিকেই।
বেশীদূর যেতে পারল না অবশ্য। চার-পাঁচ কদম ফেলতেই গুলি খেয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে। পড়েই স্থির হয়ে গেল। মারা গেছে।

দেরী করল না এলিসন। লক্ষ্য খুব একটা স্থির না করেই কোল্টের ট্রিগার টিপল পরপর ছয়বার। একটা গুলীও ক্লিন্টের নাগাল পেলনা। তবে ভড়কে গেছে লোকটা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য।
বাঁ দিকে পঞ্চাশ গজের মতো দূরে আড়াল নেয়ার মতো একটা বোল্ডার নজরে পড়ল এলিসনের। ঝেড়ে দৌড় মারল সে।
ক্লিন্টের বুঝতে খানিক দেরী হয়ে গেল। রাইফেল পুনরায় তাক করে গুলী ছুঁড়তেই ঝাপিয়ে পড়ল এলিসন।
অবাক হয়ে গেল ক্লিন্ট। লোকটার অতিরিক্ত কোন ইন্দ্রিয় আছে বোধহয়। সব মানুষেরই থাকে অবশ্য। তবে এলিসনের ইন্দ্রিয়টা বোধহয় আর সবার চেয়ে বেশী সক্রিয়। ক্লিন্টের আঙুল ট্রিগার স্পর্শ করার সাথে সাথেই লাফ দিয়েছে এলিসন। গুলী যখন নল ছেড়ে বেরোল ততক্ষণে জ্যাকপাইনের আড়ালে চলে গেছে দেহটা।
গাছের আড়ালে আড়ালে ক্রল করেই বোল্ডারের পেছনে পৌঁছে গেল এলিসন। মোটামুটি নিশ্চিত একটা আশ্রয় মিলল।
ক্লিন্ট গুলী থামায়নি। নির্দিষ্ট বিরতি দিয়ে ট্রিগার টিপেই চলেছে। কোল্টের চেম্বারে নতুন গুলী ভরে নিয়ে এলিসনও ট্রিগারে আঙুল ছোঁয়াল দু'বার। বুলেটের অপচয় পছন্দ করেনা সে। দাম কম নয় একেবারে।
উইনচেস্টারের গুলী ফুরিয়ে গেল ক্লিন্টের। নতুন করে ভরল। মাথায় চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে ওর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেই এই মুহূর্তে। প্রথমবারই পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিল। বাজপাখী-টার জন্য সব ভেস্তে গেল। তেমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে

বলে মনে হচ্ছেনা। এলিসন আড়াল খুঁজে নিয়েছে এরই মাঝে। অবশ্য পরিস্থিতি ফ্লিন্টের একেবারে বিপক্ষে যায়নি এখনো। এলিসনের কাছে কোল্ট আর ওর কাছে রাইফেল। দু'জনের ভেতর দূরত্ব অনেক। কোল্টের গুলী অতদূর পৌঁছবে না। শুধুমাত্র রাইফেল দিয়েই লক্ষ্য ভেদ সম্ভব।

কিন্তু এসব ভেবে কোন লাভ নেই। প্রকৃতিই ভয়ংকর বিপদ হয়ে দেখা দিতে যাচ্ছে কিছুক্ষণের মাঝে। ঝড় শুরু হয়ে গেলে অবস্থটা যে কেমন দাঁড়াবে তা ভাবতেও শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল ফ্লিন্টের। আগে একবার পাহাড়ী ঝড়ের মুখোমুখি হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতাই ভয় পাইয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। সেবার কোন মতে রক্ষা পায়। তবুও, সেটা সম্ভব হয়েছিল চার পাঁচজন একত্রে ছিল বলে। এখনতো সাহায্য করার মতো কেউ নেই। অবশ্য, অবস্থা খারাপ হলে এলিসন হয়ত এগিয়ে আসবে। বিপদে পড়লে শত্রু মিত্র ভেদ থাকে না। কি আশ্চর্য মানুষ! এই মুহূর্তে যে শত্রু, পরমুহূর্তে সে-ই প্রাণ বাঁচানোর বড় সহায়। যাক, ঝড় শুরু হওয়ার আগেই কিছু একটা করতে হবে। ভেতরে ভেতরে প্রবল তাগিদ অনুভব করছে ফ্লিন্ট।

আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল সে। এলিসনের গুলী এতদূর আসবে না। দুহাত দিয়ে মুখের সামনে চোঙামতন বানিয়ে চিৎকার করে ডাকল সে, 'এলিসন, তোমার সাথে একটা চুক্তিতে আসতে চাই।'

অন্যপক্ষ থেকে সাড়া পাওয়া গেলনা। ফ্লিন্ট মুশকিলে পড়ল। এলিসন ওর প্রস্তাবে রাজী না হলে কি করতে পারে সে? কিছুই না। পাহাড় জুড়ে দাবড়িয়ে বেড়ানু যায়। কিন্তু নিরর্থক সেটা।

আবার ডাকল সে, 'এলিসন আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

হাতের কোল্টটা ছুঁড়ে ফেলল এলিসন। প্যান্টের নীচে আণ্ডার-ওয়্যারের ভাঁজে রেখে দেয়া অস্ত্রটা বের করে আনল। দু'নল ডেরিঞ্জার। পয়েন্ট থ্রি জিরো ক্যালিবারের। লক্ষবস্তু কাছাকাছি হলে অস্ত্রটা ভয়ঙ্কর।

হাতদুটো উপরে তুলে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল এলিসন। চিৎকার করে বলল, 'গুলি করোনা। কি বলতে চাচ্ছ?'

ফ্লিন্টও চেঁচিয়ে বলল, 'জাজের কাছ থেকে যে টাকাটা পেয়েছ ওটা আমাকে দিয়ে দাও তোমার প্রাণের বদলে।'

চমকে উঠল এলিসন। জাজের কাছ থেকে ও টাকা পেয়েছে সেটা জানল কিভাবে লোকটা, জাজেরই কোন লোক নাকি? যাহোক, অত ভাবাভাবির দরকার কি? খেলাটা চালিয়ে যাওয়া যাক।

'ওই ঘোড়াটার স্যাডেলে রয়ে গেছে টাকার থলি। নিয়ে আস তুমি।' এলিসন বলল।

কিন্তু ফ্লিন্ট অত বোকা না। 'তুমিও এগোবে আমার সাথে সাথে। তার আগে হোলস্টারটা খুলে ফেল।'

গানবেল্টসহ হোলস্টার খুলে ফেলতেই ফ্লিন্ট বেরিয়ে এল রাইফেল উঁচিয়ে। সতর্ক চোখে এলিসনের দিকে লক্ষ্য রেখে এগোতে শুরু করল ঘোড়াটার দিকে।

দু'হাত উপরে তুলে এগিয়ে যাচ্ছে এলিসন। মাঝে মাঝে বাতাসে উড়ে যেতে ইচ্ছুক হ্যাটটাকে চেপে ধরছে ডান হাতে।

স্যাডেলের কাছে এক সময় পৌঁছে গেল ফ্লিন্ট। ডানহাতে রাইফেল তাক করে বাঁ হাতে খুলে ফেলল স্যাডেল ব্যাগ।

হাতটা ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। কড়কড়ে নোটের বাণ্ডিল। গুলির শব্দে কেঁপে উঠল ঝড়ের আগে থমকে যাওয়া নিস্তব্ধ প্রান্তর। এলিসনের হাতে ছোট্ট ভয়াল ডেরিঞ্জারটা শোভা পাচ্ছে।

নোট দেখে মুহূর্তের জন্য বেসামাল হয়ে পড়েছিল ক্লিন্ট। সেই ফাঁকে হ্যাটের ভেতর থেকে অস্ত্রটা বের করে এনেছে এলিসন। কিছু বুঝে উঠার আগেই দু'বার গুলী খেল ক্লিন্ট। রাইফেল তুলল সে কাঁপা হাতে। গুলীটা অসীম আকাশের পানে অদৃশ্য কোন লক্ষ্যভেদ করার জন্য ছুটল।

একবারই ট্রিগার টিপতে পারল ক্লিন্ট। তারপরই হাত থেকে পড়ে গেল রাইফেলটা। এলিসন এগিয়ে গেল ওর দিকে। এখনো জ্ঞান আছে লোকটার।

'কে পাঠিয়েছিল তোমাকে?'

প্রশ্ন শুনে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল ক্লিন্ট। 'ক্যারাডিন······ডায়মণ্ড বারে অপেক্ষা করছে······' আরো কিছু বলতে চাইল সে। পারল না।

ক্যারাডিন তাহলে অপেক্ষা করছে? করুক? ডায়মণ্ড বারে আর ফিরে যাচ্ছে না এলিসন। ট্যামপিকো চলে যাবে ও।

স্যাডেল ব্যাগটা পোছাতে গিয়ে থমকে গেল হঠাৎ। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল পঞ্চাশ ডলারের বাণ্ডিলগুলোর দিকে। টান লেগে একটা বাণ্ডিলের উপরের নোটটা সরতেই ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে সিগার কুপনের ফালতু কাগজ।

একে একে পাঁচটা বাণ্ডিলই পরীক্ষা করল। করে নিশ্চিত হল। জাজ ঠকিয়েছে ওকে। প্রতিটা বাণ্ডিলের উপরের নোটটাই

শুধু আসল। বাকিগুলো সিগার কুপন।

অর্থাৎ সব মিলিয়ে আড়াইশ ডলার আছে ওর কাছে। এ টাকায় ট্যামপিকো যাওয়া যাবে না। র‍্যাঙ্কে ফিরতে হবে ওকে। দেড়লাখ ডলার কি আসলেই নেই ওখানে?

না থাকলে লরা এত ব্যস্ত কেন ওখানে থাকার জন্য? ক্যারাডিন, জাজ—এদেরকেত বোকা মনে হয় না। এরা কি আসলেই সোনার হরিণেরই পেছনে ছুটছে? মনে হয়না।

আসলে ঝামেলা এড়ান আর ট্যামপিকো যাওয়ার জন্য ব্যস্ততা এলিসনকে বাস্তব অবস্থা থেকে সরিয়ে রেখেছে এতক্ষণ।

ও তো জানে, কোথায় লুকোন আছে টাকাটা।

২১

চিন্তিত হয়ে উঠেছে ক্যারাডিন। অনেকক্ষণ হল ক্লিন্ট গিয়েছে। এতক্ষণে কাজ শেষ করে ফিরে আসার কথা।

জানালার সামনে এসে দাঁড়াল সে। রিমরকে যাবার রাস্তার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। খাঁ খাঁ করছে। ওদিকে পাহাড়ের উপর মেঘ জমেছে। অশুভ ইঙ্গিত। তুষার ঝড় হতে পারে রাতে। পেছনে ফায়ারপ্লেসের পাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে লরা। রক্তাক্ত চেহারা, গালের উপর কালসিটে পড়ে গেছে। মৃদু কোঁকাচ্ছে মেয়েটা। ঘুরে দাঁড়াল ক্যারাডিন। মুখে বিদ্রূপের হাসি।

শালীকে বাগে আনতে একটু বেগ পেতে হয়েছে। এখন সম্পূর্ণ বশে।

চুল ধরে টেনে দাঁড় করাল লরাকে। বেডরুমের দিকে ঠেলল। নড়ল না লরা। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

এক ধরনের ঘোরের মধ্যে বাস করছে যেন লরা। প্রচণ্ড এক-গুঁয়েমীতে পেয়ে বসেছে। কিছুতেই ক্যারাডিনের হাতে আত্মসমর্পন করবে না। টাকাটা এখন বড় কথা নয়। ওর উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে ক্যারাডিন। অথচ একটা কথাও সে উচ্চারণ করেনি। কোন তথ্যই ফাঁস করে দেয়নি।

নিজেকে সতী সাধ্বী রমণী বলে মোটেও দাবী করে না লরা। অনেক পুরুষের শয্যাসঙ্গী হয়েছে ও। তাদের কেউ নরম, কেউ গরম। কিন্তু ক্যারাডিনের ব্যবহার পাশবিক।

জোরে ধাক্কা মেরে ওকে বেডরুমের ভেতর পাঠিয়ে দিল ক্যারাডিন। বিছানার উপর আছড়ে পড়ল লরা। নিজে থেকেই যন্ত্র চালিতের মত কাপড় খুলতে শুরু করল।

হাতের রাইফেলটা দরজার পাশে ঠেস দিয়ে রাখল ক্যারাডিন। ধীরে সুস্থে খুলে ফেলল প্যাণ্টের বেল্ট। বেশ চওড়া, মোষের চামড়ার তৈরী। পেতরের ভারী বাকল। বেল্টের এক প্রান্ত হাতে পেঁচিয়ে নিল ও। অপর মাথা বাতাসে দুলছে।

'কিছু কিছু মেয়েলোক মার খেতে পছন্দ করে,' বেল্টটা চাবুকের মত ঘোরাতে ঘোরাতে বলল সে। মুখে নিষ্ঠুর হাসি। 'একটু ধোলাই খেলেই ঠিক হয়ে যায়।'

আতঙ্কে নিঃশ্বাস আটকে ফেলেছে লরা। বিছানার সাথে মিশে যেতে চাইছে যেন সে। 'না, প্লিজ আর মেরনা···জানি, টাকা

কোথায় লুকান আছে জানি আমি······'

এক পা এক পা করে ওর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ক্যারাডিন। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ও। একটা ঘোড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। র‍্যাঞ্চে এসেছে কেউ। ধীর কদমে এগিয়ে আসছে ঘোড়াটা। সম্ভবত একটা পা খোঁড়া ওর।

কে, ফ্লিন্ট?

বেল্টটা মেঝেতে রেখে রাইফেল তুলে নিল ক্যারাডিন। দরজার দিকে এগল সে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে ওর কালো স্ট্যালিয়নটা। একটা গামলায় মুখ চুবিয়ে পানি খাচ্ছে। শূন্য স্যাডেল।

'ফ্লিন্ট?' ডাকল ক্যারাডিন।

'কান উত্তর নেই। শুধু পরিচিত গলার আওয়াজ শুনে মুখ তুলে তাকাল স্ট্যালিয়নটা। ওকে দেখে চাপা স্বরে চিঁহি রব তুলল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওর দিকে এগল।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল ক্যারাডিন। তখনি কেবিনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এলিসন। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ক্যারাডিন। দ্রুত তুলে আনছে রাইফেলের নল। কিন্তু অতটা সময় সে পেল না।

বিদ্যুৎ গতিতে ড্র করল এলিসন। রিভলবার হোলস্টার মুক্ত হয়েছে কি হয় নি, পর পর দু বার গর্জে উঠল। বুকের উপর বুলেটের ঘা খেয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল ক্যারাডিন। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। মুখ দিয়ে ফেনা ফেনা হয়ে উঠে আসছে রক্ত। ফুসফুস ফুটো হয়ে গেছে।

শেষ বারের মত চেষ্টা করল সে। গজ খানেক দূরে ঝাপসা

দেখাচ্ছে এলিসনকে। ট্রিগার টিপল ও। টের পেল লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে গেছে বুলেট। পরক্ষণে পয়েন্ট ফোর ফাইভের আর-কটা বুলেট ছুটে এসে স্তব্ধ করে দিল ক্যারাডিনকে।

ঘরের ভেতরে পা রাখল এলিসন। বেডরুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তখনও বিছানায় নগ্ন শুয়ে আছে লরা। শূন্য দৃষ্টিতে চাইল এলির দিকে। কয়েক সেকেণ্ড লেগে গেল ওকে চিনতে।

'এলিসন……ওহ্, ঈশ্বর……ধন্যবাদ · …'

লাফিয়ে উঠল লরা। ঝাঁপিয়ে পড়ল এলির বুকে। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল গাল। শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে ওকে। বুকে মুখ ঘসছে।

'টাকাটা ওখানে আছে, তাই না?' হালকা গলায় জিজ্ঞেস করল এলিসন, 'পুরনো কুয়াটার ভেতরে?'
মাথা ঝাঁকাল লরা। ফোঁপাচ্ছে। 'হাঁ, হাঁ…'

কফির টেবিলে বসে আছে ওরা। এতক্ষণ কিছুটা ধাতস্ত হয়ে উঠেছে লরা। মুখের রক্ত মুছে নতুন পোষাক পরেছে।

দরজার সামনে এসে দাঁড়াল এলিসন। আকাশের অবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে উঠছে ও। যখন তখন ঝড় উঠতে পারে।

'একটা দড়ি দরকার আমাদের,' আপন মনেই বলল সে, 'কম করে হলেও একশ ফুট লম্বা হতে হবে। একজন মানুষের ওজন সহ্য করার মত শক্ত।'

দড়ি কিনতেই রিমরকে গিয়েছিল সে। কিন্তু এত সব ঝামেলার মধ্যে ভুলেই গিয়েছে। আনা হয়নি আর।

'আস্তাবলে দড়ি আছে,' জানাল লরা।

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল এলিসন। 'নেই খুঁজে দেখেছি আমি।'

'যে খড়ের উপর ঘুমাত টুই সং তার নীচে আছে।' লরা বলল, 'গতকাল টুই সং যখন তোমার পিছু নিয়েছিল তখন আস্তাবলটা একবার তল্লাশী করে দেখি। খড়ের নীচে সে লুকিয়ে রেখে-ছিল রশিটা। কেন কে জানে।'

সময় নষ্ট না করে আস্তাবলে গিয়ে হাজির হল ওরা। আগের জায়গাতেই রয়েছে রশিটা। বেশ লম্বা। হয়ত কুয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছুবে।

'টুই সং নিশ্চই খুঁজে পেয়েছিল টাকা। কিন্তু কেটে পড়ার সময় সে পায় নি। আমি এসে হাজির হই। আমাকে দেখে রীতিমত অবাক হয় সে। 'এদিককার খনিগুলো ভালমতই চিনত টুই সং। তাছাড়া ইতিমধ্যে আরো অনেকেই খনিগুলো খুঁজে গেছে, পায়নি কিছু। সুতরাং নিশ্চিন্তে টাকাগুলো কুয়ার মধ্যে লুকিয়ে রাখে সে। জানে একই জায়গায় দ্বিতীয় বার কেউ খুঁজতে যাবে না। আর আমার সাথে এমন ভান দেখাত যে এখনও খুঁজে পায়নি টাকা। ইতিমধ্যে তুমি এসে পড়। ফলে মরীয়া হয়ে চেষ্টা করে তোমাকে খুন করতে…'

লরার কথা শুনতে শুনতে স্টিলডাস্টটার পিঠে স্যাডেল চাপিয়ে ফেলল এলিসন। মুচকি হাসল ও। জানে মেয়েটা এখনও কিছু কিছু মিথ্যে কথা বলছে, যাক গে, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

রশিটা গোল করে পেঁচিয়ে স্যাডেলের পাশ দিয়ে ঝুলিয়ে দিল

ও। লরার চেস্টনাটটার পিঠে স্যাডেল চাপাতে সাহায্য করল।

'চল, যাওয়া যাক,' এলির গলায় তাড়া, 'একটু পরেই সন্ধ্যা নেমে আসবে। অন্ধকারে ঐ কূয়ার ভেতর নামতে চাই না আমি।'

ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল ওরা। ক্রটাসের পাশেই ক্যারাডিনের লাশ পড়ে আছে। একমুহূর্তের জন্যে সেদিকে তাকিয়ে রইল লরা।

এলিসনের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। 'এলি, টাকাটা আধাআধি ভাগ হবে তো?' কেঁপে গেল ওর গলা। উত্তেজনা লুকিয়ে রাখতে পারছে না কিছুতেই। 'কথা দাও, এলি।'

শ্রাগ করল এলি। 'চল যাওয়া যাক।'

আগের চাইতেও যেন গভীর দেখাচ্ছে কূয়াটা। রশির একপ্রান্ত কপিকলের হুকের সাথে বাঁধল এলিসন। অন্যপ্রান্ত ধরে টেনে দেখল। হ্যাঁ, শক্ত আছে। একজন লোকের ওজন অনায়াসে নিতে পারবে।

দড়ির অপর প্রান্ত কূয়ার মধ্যে ফেলে দিল। ক্রমেই নেমে যাচ্ছে রশিটা। এক সময় থেমে গেল পতন।

লরার দিকে ঘুরে দাঁড়াল এলিসন। এই মেয়েটার হাতেই নিজের জীবনটা ছেড়ে দিতে হবে এখন। বিশ্বাস করা যায় কি একে? মনে মনে অন্য কোন ফন্দি আছে নাকি?

ক্রমেই আঁধার ঘনিয়ে আসছে। গতি বাড়ছে বাতাসের। নীলচে কাল মেঘ উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে ধেয়ে আসছে। এই অবস্থায় টেজন পাসের দিকে যাওয়া সম্ভব না। একটাই

মাত্র যাবার পথ খোলা রইল ওদের সামনে।

'নীচে নামার পর দড়িতে একবার টান দেব আমি। দু'টো টান দিলে বুঝবে টাকা পেয়েছি।' বলল সে।

উপরে নীচে মাথা নাড়ল লরা।

রশিটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে কূয়ার মধ্যে ঝুলে পড়ল এলিসন। হাতে আর কাঁধে প্রচণ্ড টান পড়ছে। ব্যথায় টনটন করছে পিঠ। কাঁধের জখম থেকে নতুন করে রক্ত পড়তে শুরু করেছে। ওজন কিছুটা হালকা করার জন্যে পা দিয়ে রশিটা আঁকড়ে ধরল এলি।

কিছুতেই যেন ফুরোচ্ছে না কূয়াটা। অতল। গভীর অন্ধকার এসে গ্রাস করেছে ওকে। মনে হচ্ছে চারপাশের দেয়াল চেপে আসছে ক্রমশঃ। ভেতরে একটা ভ্যাপসা গরম। একমুহূর্তের জন্যে থামল ও। উপরে তাকাল। ধূসর আকাশের গায়ে লরার মুখ দেখা যাচ্ছে।

'এলিসন......' কূয়ার দেয়ালে বাড়ি খেয়ে গমগম করে উঠল ওর উদ্বিগ্ন গলা। 'ঠিক আছ তুমি?'

'উত্তর দিয়ে শক্তি অপচয় করল না এলিসন। পুনরায় নামতে শুরু করল সে। নামতেই যদি এত কষ্ট হয়, উপরে উঠতে কি অবস্থা হবে চিন্তা করে মাথা গরম হয়ে গেল এলির।

কতক্ষণ ধরে নামছে খেয়ালে নেই ওর। যেন অনন্তকাল পরে মাটি ঠেকল পায়ে। নিশ্চিত হয়ে নিয়ে ছেড়ে দিল রশি। মাথা পেছনে হেলিয়ে উপরের দিকে তাকাল। যেন এক গভীর অন্ধকার থেকে তাকিয়ে আছে ও। ক্রমেই উপরের দিকে সরু হয়ে গেছে। মুখের কাছটা আধা ডলারের চাইতে বড় হবে

না। জ্বল জ্বল করছে বাইরের আলোয়।

কথামত রশিতে একবার টান দিল ও। উত্তরের প্রতীক্ষায় রইল খানিকক্ষণ। তারপর পকেট থেকে ম্যাচ বের করে কাঠি জ্বালাল।

সাথে সাথেই ঝট করে সড়ে গেল এক পাশে। হাত রিভলবারের বাঁটের উপর। অন্ধকারে কি যেন একটা ছুটে গেল। পাশের একটা সমান্তরাল সুরঙ্গে ঢুকে পড়ল জিনিসটা।

আরেকটা কাঠি জ্বালল সে। কুয়ার ওপাশের দেয়াল থেকে খোঁড়া হয়েছে সুরঙ্গটা। সরু থেকে ক্রমশঃ মোটা। কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ঠেকা দেয়া হয়েছে পাশের দেয়াল।

ম্যাচের আবছা আলোয় ক্যানভাসের ব্যাগটা নজরে পড়ল ওর। সুরঙ্গের শেষ মাথায় আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে ওটা। গায়ে লাল অক্ষরে 'টেরিটরিয়াল মাইনার্স ব্যাঙ্ক।' ভেতরে কি আছে পরীক্ষা করে দেখতে আরো তিনটে কাঠি জ্বালাতে হল এলিসনকে। থরে থরে সাজান আছে বাণ্ডিলগুলো। পাঁচশো এবং হাজার ডলারে নোট। কিছু নতুন, কিছু পুরন। অনেক টাকা। দেড়শ হাজার হবার কথা।

বস্তাসহ আগের জায়গায় ফিরে এল ও। ছ'বার টান দিল রশিতে। 'উত্তরে উত্তেজিত ভঙ্গিতে রশি টানল লরা। দীর্ঘ পথ উপরে উঠতে হবে ওকে। নামার চাইতে কয়েকগুণ কষ্টকর কাজটা।

কিন্তু কোথা থেকে যেন নতুন বল এসে ভর করেছে ওর বুকে। এক টানে কাঁধে উঠিয়ে নিল ব্যাগটা। বেল্ট দিয়ে কষে বাঁধল। দৃঢ় হাতে আঁকড়ে ধরল রশি।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে লরা। চকচক করছে চোখের মণি। শেষ কয়েক ফুট কিভাবে উঠে এসেছে এলি নিজেও

জানে না। লরার পায়ের কাছে ব্যাগটা ফেলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। ঠাণ্ডা বাতাসে ঘাম শুকিয়ে গায়ে কাঁপ উঠছে। আগের চাইতেও কালো হয়ে উঠেছে আকাশ।

পাগলের মত ব্যাগের ভেতরটা হাতাচ্ছে লরা। চোখে মুখে আনন্দের ছটা। মুখ দিয়ে বিস্ময় ধ্বনি বেরিয়ে আসছে।

'রেল জাংশন কতদূরে?'

'এখান থেকে আটমাইল,' উত্তর দিল লরা, 'পুব দিকে…'

ঝটপট কাজে লেগে গেল ওরা। স্যাডেলে ব্যাগে পুরে ফেলল ডলারের বাণ্ডিল গুলো। খালি ব্যাগটা আবার কুয়ার মধ্যে ফেলে দিল। দঁড়িটাও কেটে ছেড়ে দিল সেই সাথে।

সোজা রাস্তা রেল জংশনের দিকে রওনা হল ওরা। ঝড় আসার আগে আগেই রেললাইনের দেখা পেল। দূরে স্টেশনের বাতি দেখা যাচ্ছে। সেদিকে এগল ওরা।

উত্তর দিক থেকে এসে দক্ষিণে চলে গেল রেললাইন। লরাকে ঘোড়াদুটোর সাথে দাঁড় করিয়ে স্টেশনে গেল এলিসন।

ব্যস্ত রয়েছে স্টেশন মাস্টার। তারে একটা বার্তার উত্তর পাঠচ্ছে। কাজ শেষ করে ঘুরে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণের মধ্যে কোন ট্রেন আছে কিনা জিজ্ঞেস করল এলিসন।

'হ্যাঁ, একটা স্পেশাল ট্রেন আছে, আধ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছুবে এখানে।' এলিসনের দিকে চোখ সরু করে তাকাল স্টেশন মাস্টার, 'তো কোথাও যাচ্ছ বুঝি?'

'হ্যাঁ,' বলল এলি, 'আমি আর আমার স্ত্রী…বেড়াতে যাচ্ছি আর কি।'

মাথা ঝাঁকাল মাস্টার। 'ভাগ্যবান বলতে হবে তোমাকে।

এসময় ট্রেনটার এখানে থামার কথা ছিল না। কি এক কারণে যেন থামছে। এল পাসোতে যাবে এটা। সেখান থেকে সাউথ প্যাসিফিক কোম্পানীর ইঞ্জিনে নিউ অরলিয়েন্স পর্যন্ত রাস্তা।'

ঝটপট দু'টো টিকেট কিনে নিল এলিসন। জানতে চাইল দাড়ি কামান যায় কোথায়?

'রাস্তার ওপাশে হোটেল আছে,' জানাল লোকটা, 'নাপিতের দোকান, মুদি দোকান, সবই আছে ওখানে।'

যতক্ষণে দাড়ি কামিয়ে নিল এলিসন সেই সুযোগে ছোটখাট কেনাকাটা করে ফেলল লরা। নিজের জন্যে একটা পোষাক, এলিসনের জন্যে জীনস আর টাকা নেয়ার জন্যে ছোট একটা চামড়ার ব্যাগ।

স্টেশনে গিয়ে যখন পৌছল ওরা, দূরে ট্রেনের বাতি দেখা যাচ্ছে। একটু পরেই বিরাট এক অজগরের মত স্টেশনের সামনে এসে থামল।

প্লাটফর্মে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে এলিসন আর লরা। ফুস ফুস করে বাষ্প ছাড়ছে ইঞ্জিন। কামরার জানালায় জানালায় আলো জ্বলছে।

একটা মাল গাড়ির দরজা খুলে গেল। ভেতর থেকে লাফিয়ে নামছে স্যাডেল চাপান ঘোড়া। ভাল করে দেখার জন্যে একটু এগিয়ে গেল এলিসন।

অন্ধকারেও সিডনী ব্রাডকে চিনতে অসুবিধে হল না ওর। লম্বা ওভারকোট পরনে। চেঁচিয়ে হুকুম দিচ্ছে ওর লোকজনদের।

কিছুক্ষণের মধ্যে এক্জায়গায় জড়ো হয়ে গেল ওয়েলস ফার-গোর এজেন্টরা। প্রত্যেকেই প্রস্তুত। আদেশ পেয়ে রিমরকের দিকে যাত্রা করল তারা।

হাসি পেল এলিসনের। দু'একজন ছাড়া বেশীরভাগ গোয়েন্দারাই একেকজন বুদ্ধির ঢেঁকি।

ট্রেনের কামরায় ওরা ছাড়া কেউ নেই। লরা এবং এলিসন—দুজনই হঠাৎ পরস্পরের দিকে তাকাল। ওদের চোখে ভিন্ন এক দৃষ্টি।

বাইরে ইতিমধ্যে ঝড় শুরু হয়েছে।

—

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com